উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,৬০৬.৪৬ (-৪৫২.৪৪)
নিফটি : ২৫,৫১৭.০৫ (-১২০.৭৫)

কল্যাণ, মহুয়াকে সতর্কবার্তা অভিষেকের
কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে বিতর্কিত মন্তব্য করায় সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহুয়া মৈত্রকে সোমবার সতর্ক করেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৭

ভারতকে বাদ দিয়ে জোট উপমহাদেশে
ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিন-পাকিস্তান-বাংলাদেশের বৈঠকে নয়া জোট গঠনের চেষ্টা চলে বলে ইঙ্গিত মিলেছে। ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩৪°	৩৩°	৩৪°	৩৪°
সর্বনিম্ন	২৫°	২৬°	২৭°	২৬°

রেলভাড়া বাড়ছে আজ থেকে
ভারতীয় রেল যাত্রী পরিষেবায় ১ জুলাই থেকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। তার মধ্যে রয়েছে যাত্রীভাড়া বৃদ্ধি, টিকিট বুকিংয়ের নিয়মের পরিবর্তন ইত্যাদি। ৮

১৬ আষাঢ় ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 1 July 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 44

সহপাঠীদের কথা

মনোজিতের কাছে কেউ নিরাপদ নন

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : গণধর্ষণের শিকার প্রথম বর্ষের ছাত্রী শুধু নয়, ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের কাছে নিরাপদ ছিলেন না কলকাতার ওই আইন কলেজের কোনও ছাত্রীই। বয়সে বড় হোন বা ছোট, সিনিয়ার থেকে জুনিয়ার নির্বিশেষে অনেক তরুণী মনোজিতের হেনস্তার মুখে পড়েছেন বলে অভিযোগ উঠছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে এরকম অভিযোগ কম জমা পড়েনি। এতদিন অভিযোগপত্রে শুধুই ধুলো জমত। সুরাহা কিছু হত না। অভিযোগকারিণীরা একসময় পাশ করে বেরিয়ে যেতেন। সব ধামাচাপা পড়ে যেত।

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার উদ্যোগই কলেজ কর্তৃপক্ষের ছিল না বলে মনোজিতের এক সহপাঠী জানালেন। ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতিও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ (যে অভিযোগপত্রের কপি উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে আছে) জানিয়েছিলেন ওই আইন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল, পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক দেব, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, এমনকি সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। তারপরেও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।

মনোজিতের ওই সহপাঠী জানান, 'নতুন কেউ কলেজে আসার পর থেকেই মনোজিৎ র‍্যাগিং করত, তোলাবাজি চালাত। ওর চোখ থেকে সিনিয়ার, জুনিয়ার কেউ ছাড় পেত না। তখন কলেজ কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিলে আজ এই ঘটনা ঘটত না।' ২০১২ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত এই কলেজে মনোজিতের ওই সহপাঠীর অভিযোগ, ২০১৩ সালে চেতলা ব্রিজের ওপর কেটারিং কর্মীদের আঙুল কেটে দেওয়া, মারধর ইত্যাদির জন্য ওঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। তিন বছর গা ঢাকা দিয়ে থেকে ২০১৬ সালে ফের কলেজে গিয়ে দাপট দেখাতে শুরু করেছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্যের বিশেষ অনুমতি নিয়ে আবার ভর্তি হন মনোজিৎ। তারপর তাঁর কুকীর্তি বাড়তে থাকে বলে অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

পহলগাম হামলার পর ছাম্বা-ভদ্রবা ট্রেকিংয়ের রাস্তা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল। সোমবার ডোডায়। -পিটিআই

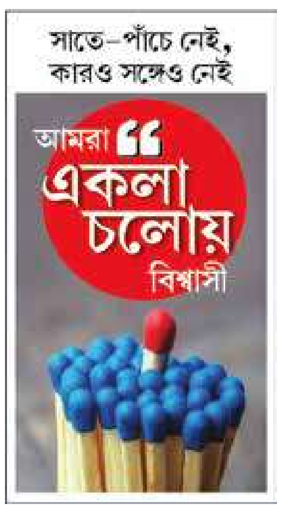

এডিশন স্পেশাল

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত নেতা
দুইয়ের পাতায়

পদ্মের আন্দোলনে শ'পাঁচেক
তিনের পাতায়

বাইক দাও, টাকা নাও
চারের পাতায়

অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রী গ্রেপ্তার

সিপিএম নেতাকে জুতোপেটা

চিত্ত মাহাতো ও রিমি শীল

খড়্গপুর ও কলকাতা, ৩০ জুন : প্রবীণ সিপিএম নেতা অনিল দাসকে রাস্তায় ফেলে জুতোপেটার সাক্ষী থাকল পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খরিদা এলাকা। ওই ঘটনার ভাইরাল ভিডিওতে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী বেবি কোলে ও তাঁর সহযোগীদের অনিলকে রাস্তায় ফেলে প্রকাশ্যে বেধড়ক মারধর করতে দেখা গিয়েছে। ওই নেত্রীর একজনের বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলার প্রতিবাদ করেছিলেন ওই সিপিএম নেতা। তার জেরে সোমবার ওই হামলা বলে অভিযোগ।

ঘটনাটি নিয়ে রাজ্যজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তৃণমূল নেতৃত্ব শেষপর্যন্ত ওই নেত্রীর পাশে দাঁড়ায়নি। বরং আক্রান্ত সিপিএম নেতার পাশাপাশি দলের পক্ষ থেকেও অভিযোগ জানানো হয় থানায়। পশ্চিম মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতা তথা বিধায়ক অজিত মাইতি বলেন, 'দল কোনও অনৈতিক কাজ সমর্থন করে না। পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে রাজ্য নেতৃত্বের কাছে রিপোর্ট পাঠানো হবে। রাজ্য নেতৃত্ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।'

তৃণমূলের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজন হাজরা বলেন, 'দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে আগামী তিনদিনের মধ্যে ওঁকে এই অশোভনীয় আচরণের জন্য উপযুক্ত কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।' সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী অবশ্য বলেন, 'তৃণমূলের সংস্কৃতি এটা। তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটিয়েছে।' পুলিশ অবশ্য দেরি না করে অভিযুক্ত তৃণমূল নেত্রীকে গ্রেপ্তার করে হেপাজতে নিয়েছে।

আক্রান্ত সিপিএম নেতা অনিল দাস বলেন, 'ওরা প্রাণে মেরে দিত। পুলিশ কড়া ব্যবস্থা না নিলে খড়্গপুর শহরে আর কেউ কোনও লোককে সহযোগিতা করবে না।' খড়্গপুর শহরের খরিদা এলাকায় সম্প্রতি ওই তৃণমূল নেত্রী একটি বাড়ির দেওয়াল ভেঙে ফেলেন। ওই বাড়ির জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন। শৌচাগারের পাইপ নষ্ট করেন। ঘটনাটি জানতে পারেন স্থানীয় বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা অনিল দাস। তিনি পরিবারটিকে থানায় অভিযোগ দায়ের এবং সাংবাদিকদের জানানোর পরামর্শ দেন।

এতেই ক্রুদ্ধ হয়ে বেবি কোলে নামে ওই তৃণমূল নেত্রী সোমবার রাস্তায় ফেলে জুতোপেটা করেন অনিলকে। প্রাণে বাঁচতে অনিল একটি রঙের দোকানে আশ্রয় নিলে বেবি ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা দোকানে ঢুকে তাঁকে টেনে বের করে মারধর করেন। তাঁর গায়ে রং ছুড়ে দেওয়া হয়। স্থানীয়রা ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করার পর থানায় অভিযোগ জানান তিনি। ঘটনার প্রতিবাদে সিপিএম কর্মীরা খড়্গপুর সদর থানায় বিক্ষোভ দেখান।

নিগৃহীত হওয়ার পর বিধ্বস্ত অবস্থায় সিপিএম নেতা অনিল দাস।

ভোটাধিকারের বিজ্ঞপ্তি বদল

কমিশনের নির্দেশে চর্চায় মমতার আপত্তি

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : ভোল বদল নির্বাচন কমিশনের। ভোটার তালিকা সংশোধনে নিবিড় সমীক্ষার শর্তগুলি কার্যত প্রত্যাহার হয়ে গিয়েছে। সোমবার কমিশনের প্রকাশ করা নতুন বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৮৭ সালের ১ জুলাইয়ের পর জন্ম নিলেও কাউকে অতিরিক্ত নথি দিয়ে নিজের নাগরিকত্ব প্রমাণের দায় থাকবে না। বিহার বিধানসভার নির্বাচন প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে বটে। কিন্তু তাতে আগের অবস্থান থেকে নির্বাচন কমিশনের সরে আসা স্পষ্ট।

কমিশনের আগের বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে গত বৃহস্পতিবার দিঘায় সাংবাদিক বৈঠকে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বেশ কিছু আপত্তি তুলেছিলেন। সেই আপত্তির জায়গাগুলিই সোমবারের বিজ্ঞপ্তিতে বদলে গিয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ২০০৩ সালের ভোটার তালিকাকে ভিত্তি ধরে বলা হয়েছিল, ওই তালিকায় নাম না থাকলে শুধু জন্ম নয়, জন্মস্থানের সরকারি নথি জমা না দিলে ভোটাধিকার থাকবে না।

সোমবার বিহারের জন্য প্রকাশ করা বিজ্ঞপ্তিতে সেই বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। আগের বিজ্ঞপ্তিতে ক্ষেত্রবিশেষে শুধু ভোটারের জন্য আবেদনকারীর নয়, তাঁর বাবা অথবা মা, কোনও ক্ষেত্রে তিনজনের জন্ম ও জন্মস্থানের শংসাপত্র পেশ বাধ্যতামূলক ছিল। সেই নিয়মও তুলে নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ সোমবার দাবি করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাপেই কমিশন সিদ্ধান্ত বদল করতে বাধ্য হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে প্রথম সরব হয়েছিলেন। কিন্তু বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধতে কেউ এগিয়ে আসেননি। ওঁর আন্দোলনের জন্য সারা দেশ একসময় সচিত্র পরিচয়পত্র পেয়েছিল। সেই ধারা এখনও বহাল রয়েছে বোঝা গেল।'

যদিও তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন কিছুটা ভিন্নকথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, আগেরটির সঙ্গে সোমবারের বিজ্ঞপ্তির খুব বেশি ফারাক নেই। তাঁর কথায়, 'বিহারের কথা বলা হলেও নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে বিজেপি বাংলা দখলের কাজ করাচ্ছে।' বিজেপির রাজ্যসভা সদস্য শমীক ভট্টাচার্য পালটা বলেন, 'কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেবে, তা তাদের ব্যাপার। তবে ভুয়ো ভোটারের নাম যাতে না থাকে, সেদিকে আমাদের নজর থাকবে।'

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনের ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়।' সোমবার কমিশনের ওয়েবসাইটে নতুন যে বিজ্ঞপ্তি দেখা গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বিহারের ৪.৯৬ কোটি ভোটারের নাম তালিকায় রাখতে তাঁদের বাবা-মায়ের কোনও নথি জমা দিতে হবে না। ২০০৩ সালের ভোটার তালিকায় কারও নাম না থাকলেও আলাদা করে কোনও নথি দিতে হবে না। অর্থাৎ বিহারের প্রায় ৬০ শতাংশ ভোটারের আর নথি জমা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কমিশন জানিয়ে দিয়েছে, পুরোনো তালিকায় যাঁদের নাম রয়েছে, তাঁদের শুধু ফর্ম ফিলআপ করে জমা দিলেই হবে।

কথায় কথায়

'আ মরি বাংলা ভাষা' এখন বিপদ ভিনরাজ্যে

আশিস ঘোষ

মোদের গরব মোদের আশা/ আ মরি বাংলা ভাষা। স্বাধীনতার এত বছর পরে সন্দেহ হচ্ছে, সত্যিই কি আমার মাতৃভাষা আমার গর্ব, আমার আশা! হয়তো ছিল এককালে। এখন বাংলা বলা আর আশা-ভরসা নয়। বরং চরম অগৌরবের, চূড়ান্ত হেনস্তার। এখন, এই অমৃতকালে বাংলা বললে অন্য রাজ্যে ঘাড়ধাক্কা খেতে হয়। শুনতে হয়, তুমি বাংলাদেশি। তোমার বাপ-ঠাকুরদা চোদ্দো পুরুষের এই ভিটেতে তোমার ঠাঁই হবে না। তুমি বেরিয়ে যাও। এ দেশ তোমার নয়। মুসলিম হলে তো কথাই নেই। পত্রপাঠ ঘাড়ধাক্কা।

তারপরেও হেনস্তা। দুই দেশের সীমান্তে ঠেলাঠেলি। এ বলে এরা আমাদের নয়, ও ঠেলে পাঠায় এপারে। শুধু বাঙালি বলে, শুধু বাংলা ভাষায় কথা বলাবলি করেন বলে। এখন ব্যাপক হারে শুরু হয়েছে এই বিতাড়নপর্ব। হাজার প্রমাণ দেখালেও রেহাই নেই, হাতে-পায়ে ধরলেও না। সোজা ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এই রাজ্যে, যেখান থেকে তাঁরা ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়েছিলেন। কখনও বা রাজ্য সরকারকে থোড়াই কেয়ার, সরাসরি তুলে দেওয়া হচ্ছে বিএসএফের হাতে। তারাই পুশ ব্যাক করছে বাংলাদেশে।

যেমন কোচবিহারের আটজন। বাংলাদেশি সন্দেহে আটক করা হয়েছিল যাঁদের। পরে একজনকে ছেড়ে দিলেও বাকি সাতজন এখনও আটক। এরপর দশের পাতায়

বাবা-মায়ের টানে 'গৃহত্যাগ'

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের আবেগ যে কতখানি হতে পারে, তার নিদর্শন দেখা গেল আলিপুরদুয়ারের নাবালক উদ্ধারের দুটি ঘটনায়। আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার চেষ্টা করেছিল তিন নাবালক। অবশ্য তাদের সেই চেষ্টা সফল হয়নি। শেষপর্যন্ত তাদের উদ্ধার করে চাইল্ড হেল্প ডেস্ক-এর মাধ্যমে সিডব্লিউসির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনা আলাদা আলাদা হলেও একটি বিষয়ে কিন্তু মিল রয়েছে। তা হল, দুই ক্ষেত্রেই নাবালকরা ঘর ছেড়ে শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে পাড়ি দিতে চেয়েছিল বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা বুকে নিয়ে। একজন তো সঙ্গে আবার এক বন্ধুকেও নিয়েছিল সফরসঙ্গী হিসেবে।

জংশন লাগোয়া এলাকার একটি আবাসিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া এক কিশোরকে সোমবার উদ্ধার করা হয়েছে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন লাগোয়া এলাকা থেকেই। তার বাবার খোঁজ পাওয়া যায়নি। মা থাকেন শিলিগুড়িতে। সেই কিশোর গুছিয়ে কথা বলতে না পারলেও সিডব্লিউসির আধিকারিকদের বক্তব্য, মা হয়তো দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছেন। ছেলেটি স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। মায়ের জন্য মন কেমন করায় কাউকে কিছু না জানিয়ে হস্টেল থেকে চুপিসারে বেরিয়ে সটান স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় এসে কী করবে বুঝতে পারছিল না। ভয়ে কান্নাকাটি জুড়ে দেয়। খবর পেয়ে আলিপুরদুয়ার জংশন ফাঁড়ির পুলিশ ওই পড়ুয়াকে উদ্ধার করে সিডব্লিউসি'র হাতে তুলে দেয়। খবর পেয়ে বিকেল নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে আসেন ওই পড়ুয়ার মা। শেষপর্যন্ত মাকে কাছে পেয়ে শান্ত হয় ওই পড়ুয়া।

পলাতক

- জংশন লাগোয়া এলাকার একটি আবাসিক স্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া এক কিশোর উদ্ধার
- তার মা শিলিগুড়িতে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে সংসার করেন
- ভোলারডাবরির এক কিশোর তার সঙ্গী সহ উদ্ধার হয়েছে স্টেশন থেকে
- তার বাবা-মা শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে কর্মরত

দ্বিতীয় ঘটনায় দুই নাবালককে উদ্ধার করা হয়েছে সেই আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন থেকেই। আলিপুরদুয়ার ভোলারডাবরি এলাকার বাসিন্দা এক নাবালক তার এক বন্ধুকে নিয়ে ট্রেনে চেপেছিল বাবা-মায়ের কাছে যাবে বলে। তার বাবা-মা কাজ করেন শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়িতে। এখানে সেই কিশোর থাকত দাদু-দিদার কাছে। মাস পাঁচেক আগে বাবা-মা এসেছিলেন ভোলারডাবরিতে। তারপর আর দেখা হয়নি। মন কেমন করায় বন্ধুকে নিয়ে শিলিগুড়ি পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা করে। জংশন স্টেশনে এসে শিলিগুড়ি রুটের ট্রেনে চড়েও বসে। তবে আরপিএফ এবং চাইল্ড হেল্প ডেস্কের নজরে পড়ে। জিজ্ঞাসাবাদ করতেই বাবা-মায়ের সঙ্গে দেখা করার কথা বলে তারা। তারপর তাদের উদ্ধার করে চাইল্ড হেল্প ডেস্কের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে সিডব্লিউসি তাদের হোমে রাখার ব্যবস্থা করেছে।

চাইল্ড হেল্প ডেস্ক কোঅর্ডিনেটর রিয়া ছেত্রী বলেন, 'দুই নাবালককে উদ্ধার করে কাউন্সেলিং করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

৩০ কোটির ফাইল আটকে, থমকে উন্নয়ন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩০ জুন : পরিকল্পনা ছিল বর্ষার আগেই ফালাকাটার রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে করে ফেলা হবে। এর জন্য বেশ কয়েক মাস আগে কাউন্সিলারদের থেকে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা চেয়ে নিয়েছিল ফালাকাটা পুর কর্তৃপক্ষ। সেসব বিবেচনা করে পুরসভা প্রায় ৩০ কোটি টাকার কাজের পরিকল্পনা করে রাজ্য স্তরে পাঠায় অনুমোদনের জন্য। কিন্তু সে আশার গুড়ে বালি ঢেলে রাজ্য থেকে জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্যের কোষাগারের ভাঁড়ে মা ভবানী অবস্থা। তাই ফালাকাটা পুরসভার পাঠানো ৩০ কোটি টাকার ফাইল আটকে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য থেকে নাকি পুরসভাকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই মুহূর্তে এত টাকার কাজের অনুমোদন দেওয়া সম্ভব নয়।

ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'আমরা বিভিন্ন কাজের প্রায় ৩০ কোটি টাকার পরিকল্পনা রাজ্যে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের জানানো হয় এই মুহূর্তে এত টাকা বরাদ্দ করা সম্ভব নয়। তবে অন্য ফান্ডে কাজ করানোর জন্য কম টাকার পরিকল্পনা করে আমাদের পাঠাতে বলা হয়েছে। আমরা সেভাবেই কাজ শুরু করেছি।'

রাজ্যের এই সিদ্ধান্তে এবার বেকায়দায় পড়েছেন জনপ্রতিনিধিরা। কারণ তাঁরা তো এলাকার বাসিন্দাদের আশ্বাস দিয়ে আসছিলেন যে রাস্তা মেরামত করা হবে, নিকাশি সংস্কার করা হবে। সেসব আর কী করে হবে এখন? আবার দলেরই তো সরকার। তাই বঞ্চনার অভিযোগ তোলাও যাচ্ছে না। সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খোলাও যাচ্ছে না। এক কাউন্সিলার বলেন, 'আমার ওয়ার্ডে ৩টি বড় রাস্তার সংস্কারের বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করে জমা দিয়েছিলাম। বাসিন্দারাও আশায় রয়েছেন যে রাস্তাগুলির কাজ হবে। কিন্তু এখন শুনছি রাজ্য নাকি অনুমোদনই দেয়নি। ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের কী জবাব দেব, সেটাই ভাবছি।'

এরপর দশের পাতায়

এমন ভাঙা রাস্তার সংস্কারের কথা ছিল।

প্যারেড গ্রাউন্ড সংস্কার তিমিরে, ক্ষুব্ধ আলিপুরদুয়ার

প্রধানমন্ত্রী ২৯ মে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করেছিলেন। সেই সভার পরই মাঠের ক্ষতি নিয়ে বিতর্ক শুরু। এক মাস গড়িয়ে গেলেও প্যারেড গ্রাউন্ডের হাল কিন্তু একটুও ফেরেনি। আলিপুরদুয়ার শহরে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে।

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : সোমবার প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে দেখা গেল, মাঠের ছবিটা খুব করুণ। এখনও মাঠের যেখানে-সেখানে বাঁশ পড়ে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সভার আয়োজনের জন্য বালি, বজরি যেখানে যা ফেলা হয়েছিল, সেটা সেই অবস্থাতেই রয়ে গিয়েছে এখনও। কাজ বলতে, প্যারেড গ্রাউন্ডের উত্তরদিকে যে তিনটি হেলিপ্যাড তৈরি হয়েছিল সেগুলোর পাশে মাটি ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। কেননা বড় গর্ত হওয়ায় সেখানে জল জমে থাকছে। মশার উপদ্রব কমানোর জন্যই সেখানে মাটি দেওয়া শুরু হয়েছে।

গত ২৯ মে আলিপুরদুয়ার শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডে জনসভা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সভার পর থেকেই বিতর্ক শুরু হয় মাঠের ক্ষতি নিয়ে। কিন্তু সংস্কারে কারও নজর কোথায়? মোদির সভার এক মাস পরও প্যারেড গ্রাউন্ডের হাল কিন্তু একটুও ফেরেনি। মাঝে ৩০ দিনে বিভিন্ন ছবির সাক্ষী থেকেছে আলিপুরদুয়ার শহর। জনপ্রতিনিধি থেকে রাজনৈতিক দলের নেতারা, প্রশাসনিক কর্তা থেকে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যরা সবাই প্যারেড গ্রাউন্ডের হাল দেখে প্রশ্ন তুলেছেন, দুঃখপ্রকাশ করেছেন, আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রবিবারই যেমন পিপল ফর প্যারেড গ্রাউন্ড নামে সংগঠনের পক্ষ থেকে শহরে কনভেনশন করা হয়েছে। আগামীতে প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে আদালতে যাওয়ার ভাবনাও রয়েছে তাদের। তবে মূল বিষয় হল মাঠের সংস্কার। সে ব্যাপারে কাজের কাজ কতটুকু হয়েছে এখনও পর্যন্ত?

এদিন প্যারেড গ্রাউন্ডে গিয়ে দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী সভার পর মাঠের যে হাল হয়েছিল, তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। আর্থমুভার দিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডেরই আরেকপাশের মাটি এনে হেলিপ্যাডের পাশের গর্তে ফেলা হচ্ছে। কয়েকজন শ্রমিক আবার সেই মাটিগুলো সমান করছেন। সেই মাটিতে আবার বালি, বজরি মেশানো। ফলে মাঠের ওই অংশে ঘাস ওঠার সম্ভাবনা যে অনেকটাই কমে গেল, সেটা দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট।

কার নির্দেশে এই কাজ করা হচ্ছে? কর্মরত শ্রমিকরা খুব বেশি কিছু বলতে পারলেন না। এক ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ হচ্ছে, এটুকুই জানালেন। মাসখানেক আগে জেলা প্রশাসন জানিয়েছিল, তারা কিছু কাজ করবে। মাটি দিয়ে হেলিপ্যাডের পাশের গর্ত বোঝানো, ভাঙা প্রাচীর ঠিক করা ও মাঠ পরিষ্কার করা হবে বলে ঠিক করা হয়েছিল। গত ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে প্যারেড গ্রাউন্ড পরিষ্কার করার কাজ শুরু করেছিল আলিপুরদুয়ার পুরসভা। ইতিমধ্যে টুকটাক কাজ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'মাঠ সংস্কারের কাজ চলছে। কিছু কাজ হয়েছে। ধীরে ধীরে অন্য কাজও হবে।' আর সবুজ ফেরানো নিয়েও আশ্বাস দিয়েছেন। মহকুমা শাসকের কথায়, 'মাঠে ঘাস হবে। যে বালি, বজরি পড়ে রয়েছে, সেটা সরালেই আবার ঘাস হবে।'

তবে এখনও প্যারেড গ্রাউন্ডের খুব বেশি পরিবর্তন নজরে আসছে না। এদিন মাঠ সংস্কার নিয়ে কথা হচ্ছিল চিন্ময় অধিকারী নামে শহরের এক তরুণের সঙ্গে। প্যারেড গ্রাউন্ডের পশ্চিমদিকে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিলেন। বললেন, 'মাঠের বসার জায়গাগুলোও ব্যবহার করা যাচ্ছে না। এরপর দশের পাতায়

চাষের জমি নয়।। আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ড সংস্কার চলছে।

নাবালিকা উদ্ধার : কুমারগঞ্জ থানার তৎপরতায় মহারাষ্ট্রের পুনে থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ নাবালিকা। ১৪ বছর বয়সি ওই নাবালিকা গত ৯ জুন কুমারগঞ্জ থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। তদন্তে জানা যায় ওই নাবালিকা পুনেতে আছে। এরপর মহিলা পুলিশ সহ চার সদস্যের একটি টিম পুনে পৌঁছে নাবালিকাকে উদ্ধার করে।

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংশোধনী এবং সংযোজনী

হাওড়া ডিভিসনের বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে প্রি নন-ইন্টারলকিং (০২.০৯.২০২৫ থেকে ০৫.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) এবং নন-ইন্টারলকিং (০৬.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.০৯.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত) কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে, ১৩১৭৬ শিলচর-শিয়ালদহ-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৫.০৯.২০২৫) আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল-নৈহাটি-দমদম জং. হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলার পরিবর্তে **বাতিল** থাকবে। অন্যান্য সকল ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকবে। যাত্রীগণকে স্টেশনে পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA
Chhabbisay, Darjeeling, West Bengal - 734214

WALK-IN-INTERVIEW

Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Darjeeling (West Bengal) invites application (from Female candidates only) for walk in interview for the post of Matron on contract basis on session 2025-26.

SI.NO.	Job Responsibility & Eligibility Criteria
1	Educational Qualification of Minimum Class X (Higher Education Preferred)
2	No. of Post-01(One)
3	Married Female, which includes windows or divorces with encumbrances
4	Age between 35 to 55 as on the date of interview
5	Minimum wages rate of Govt. (Unskilled)
6	Free boarding and lodging with girls students and Medical facilities available in the M.I. Room of the Vidyalaya
7	The matron will have to reside with the girls students in the dormitory
8	The tenure of contract appointment shall be for a period of **10 Months**

Interested candidates should report for the walk-in-interview on **09.07.2025 at 10:00 A.M.** with relevant original documents as well as one set of self attested copy at Jawahar Navodaya Vidyalaya, Chhabbisay, Mirik, Darjeeling (W.B). Helpline No: 8918467983, 8016494381

Sd/-
PRINCIPAL

মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ ৭ শ্রমিকের পরিবার

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ৩০ জুন : দিল্লি পুলিশের হাতে ৫ দিন আগে আটক হয়েছিলেন সাবেক ছিটমহলের ৭ জন বাসিন্দা। তাঁরা দিল্লিতে কাজের সূত্রে গিয়েছিলেন। এখনও ফেরেননি কেউ। দিশেহারা অবস্থায় আটকদের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগ, স্থানীয় প্রশাসন থেকে পুলিশ প্রশাসন, কারও কোনও হেলদোল নেই। দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র আবার বলছেন, 'দিল্লির শালিমার বাগ থানার স্টেশন হেড অফিসারের অফিশিয়াল নম্বরে আটক হওয়া বাসিন্দাদের সমস্ত বৈধ কাগজপত্রের ছবি পাঠিয়ে এসএমএস করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়াই পাওয়া যায়নি।' এবার পরিবারের সদস্যরা চাইছেন বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রী হস্তক্ষেপ করুন। সোমবার এবিষয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে মহকুমা শাসকের কাছে একটি দাবিপত্রও দেন আটক হওয়া পরিবারের সদস্যরা।

আসমা খাতুন নামে এক পরিবারের সদস্য বলেন, 'ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। এখানেও দাবিপত্র

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসককে স্মারকলিপি দিচ্ছেন আটক শ্রমিকের আত্মীয়রা।

> ভাই গত পাঁচদিন থেকে দিল্লি পুলিশের হাতে আটক। দিনহাটা থানার পুলিশ শুধু আশ্বাস দিয়ে যাচ্ছে। আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন।
>
> **আসমা খাতুন** পরিবারের সদস্য

দিতে এসে সেই একই কথা শুনলাম। কিন্তু, আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টি খতিয়ে দেখুন। যাতে আমার ভাই সহ বাকি যারা আটক রয়েছে সকলে দ্রুত মুক্তি পেয়ে যায়।' আরেক আটক সামসুল হকের স্ত্রী আজিনা বেগম মহকুমা শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, 'কী করে আশ্বস্ত হব? আজ পাঁচদিন হয়ে গেল কাউকে ছাড়া হল না। তাই আমরা চাই মুখ্যমন্ত্রী বিষয়টিতে হস্তক্ষেপ করুন। এবং সকলকে দ্রুত ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।' এদিন সাবেক ছিটের বাসিন্দাদের সঙ্গে মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়েছিলেন দিনহাটা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান রুমা খাসনবিশও।

ভারপ্রাপ্ত মহকুমা শাসক বিজয় গিরি অবশ্য এদিন বলেন, 'আমরা বিষয়টি ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনকে জানিয়েছি।' এদিন দিল্লিতে আটক শ্রমিকদের প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, 'বিষয়টি নবান্নে জানানো হয়েছে। পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও কথা হয়েছে।'

শৃঙ্গ জয়ের লক্ষ্য

দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দিচ্ছেন কর্নেল রজনীশ যোশি।

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : শৃঙ্গ জয়ের স্বপ্ন পূরণ করতে চলেছেন ১২ জন পর্বতারোহী। তাঁদের মধ্যে কেউ নতুন, আবার কেউ অভিজ্ঞ। পেশা বা অভিজ্ঞতা যেমনই হোক না কেন সকলের লক্ষ্য এক। ভারতের পতাকা নিয়ে শৃঙ্গ জয় করা। সোমবার জলপাইগুড়ির সুভাষ ভবনে এই সফরের উত্তরবঙ্গের দলনেতার হাতে জাতীয় পতাকা তুলে দেন হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ কর্নেল রজনীশ যোশি। ২০,৯৬০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট পোলোগংকা শৃঙ্গে দেশের জাতীয় পতাকা ওড়ানোর আশা নিয়ে মঙ্গলবার দলটি রওনা দেবে।

সোমবার কর্নেল রজনীশ সকল পর্বতারোহীদের সফল অভিযানের জন্য শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এই অভিযানের কনভেনার সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চার ক্লাবের কর্মকর্তারা।

সাবিনার অস্ত্রোপচার

কালিয়াচক, ৩০ জুন : সোমবার দুপুরে কলকাতার একটি নার্সিংহোমে মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা সেচ, জলপথ ও উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিনের অপারেশন হয়েছে। এদিন দুপুর ১২টা নাগাদ অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। দুপুর দুটো নাগাদ তাঁর সফল অস্ত্রোপচার হয়। তিনি ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন বলে পরিবার সূত্রে খবর। গত ২৫ জুন প্রেশার, হিমোগ্লোবিনের সমস্যা ও কিছু গাইনিকলজিক্যাল সমস্যার কারণে তাঁকে মালদা মেডিকেলে ভর্তি করা হয়। ২৭ জুন তাঁকে স্থানান্তরিত করা হল কলকাতায়। প্রথমে পিজিতে ভর্তি হন। সেখান থেকে একটি নার্সিংহোমে স্থানান্তরিত করা হয়। সাবিনার স্বামী নিলাম শেখ বলেন, 'অস্ত্রোপচার হয়েছে। সকলের দোয়ায় উনি সুস্থ আছেন।'

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৩০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯৬৮০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৯২০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০৬৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০৬৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

শিলিগুড়ি প্রধাননগরে প্রাইভেট গাড়ি চালানোর জন্য স্থানীয় ড্রাইভার চাই। M : 90919 17122. (C/116863)

●

Job Opening for School in Gangtok, 1. PE Teacher Male/Female). 2. Music Teacher (Keyboard/Drums). 3. Phonics Teacher. 4. Pre-Primary Teacher. 5. Site Incharge. 6. Dance Teacher. Email : sakhaacademicfoundation@gmail.com (C/116863)

●

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে, ফিক্সড বেতন ১৩০০০/- ইন্সেনটিভ,কমিশন এক্সট্রা, কাজের সময়- সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা, 8th পাশ। Ph: 8250106017. (C/116862)

●

Siliguri-তে Courier Service-এ Official কাজের জন্য Computer জানা লোক চাই। Cont- 9832061242. (C/117250)

●

A Computer Tally knowing English Medium background Female Teacher is required. Contact : 9434075541. (C/113535)

●

শিলিগুড়ি সেবক রোডে মল-এর পার্কিং-এর জন্য দিনের গার্ড চাই। স্যালারি-10,800/- এবং দেশবন্ধুপাড়ায় ফ্ল্যাট-এর জন্য নাইটগার্ড চাই-9933119446. (C/117251)

অ্যাফিডেভিট

ড্রাইভিং লাইসেন্স (No.338/13-14/NT)-এ আমার নাম ভুল থাকায় ২৯/০৬/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার LD. EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে আমি Arati Sarkar থেকে Aroti Sarkar হলাম। (C/117014)

eNIT NO :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1st Call) of The Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division

Vide Memo No. : 534/WBSRDA/DD, Dated : 20.06.2025

(E-Procurement)

Details of **eNIT No :- 03/WBSRDA/DD/2025-26 (1ST Call) of the Executive Engineer, P&RD Department & HPIU, WBSRDA, Dakshin Dinajpur Division** may be seen in the office of the undersigned between 11.00 hrs. to 16.00 hrs. on any working day and also be seen from Website https://wbtenders.gov.in (under the following organization chain 'PANCHAYAT AND RURAL DEVELOPMENT || WBSRDA || DAKSHIN DINAJPUR DIVISION) on 30.06.2025 at 16.00 Hrs.

Sd/-
Executive Engineer
P&RD Department & HPIU, WBSRDA
Dakshin Dinajpur Division

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং : ৮৪ তারিখ: ২৭.০৬.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং. : ৮৪-এমএলডিটি -২৫-২৬; স্থান সহ কাজের নাম : ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার /1/মালদার অধিক্ষেত্রে এইএন/মালদার অধীনে আইজিওটি ট্রেনিং সেন্টার তথা কমপিউটারভিত্তিক পরীক্ষা-কেন্দ্র সম্পর্কিত সিভিল কাজের ওপেন ই-টেন্ডার; টেন্ডার মূল্য : ১,৫৬,৫২,২৮৩.৪৬ টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় : ২১.০৭.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩.৩০ মিনিটে; ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড : www.ireps.gov.in/ ডিআরএম অফিস/ মালদা টাউন। টেন্ডারদাতাগণকে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিগুলি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে।

(MLD-104/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
OFFICE OF THE REGISTRAR
(ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE B⁺⁺)

Applications are invited within 7 days from the date of publication of this advertisement from eligible candidates for the post of Project Fellow (Junior)-I in UGC-DAE CSR project under the supervision of Dr. Swamendu Roy, Department of Botany, University of North Bengal. For details, visit www.nbu.ac.in

Advt. No. 12/R-2025 Joint Registrar
Dated : 01.07.2025

কলকাতা লিগে দলগাঁওয়ের উত্তম

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : ছোটবেলায় দাদার হাত ধরে প্রথম মাঠে ফুটবল খেলা দেখতে যাওয়া শুরু। দাদা নিজেও ফুটবলার। মাঠের ধারে বসে দাদার অনুশীলন খুব মনোযোগ সহকারে দেখত সে। তখন থেকেই ফুটবলের প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের দলগাঁও চা বাগানের গাড়ি লাইনের বাসিন্দা উত্তম কুজুরের। সেখান থেকে বর্তমানে কলকাতা ফুটবল লিগের প্রিমিয়ার ডিভিশনে সাদার্ন সমিতির প্রতিনিধিত্ব। এই কাহিনী হয়তো রূপকথাকেও হার মানাবে। ইতিমধ্যে ওই দলের হয়ে একটি ম্যাচও খেলে ফেলেছে সে। এর আগেও আলিপুরদুয়ার জেলার অনেকেই কলকাতা ফুটবল লিগে খেলে সুনাম অর্জন করেছে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কঠিন লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে উঠে এসে এই জায়গায় পৌঁছানোয় জেলায় ফুটবলের সংগঠক থেকে শুরু করে ফুটবলার, পরিবারপরিজন সকলেই খুবই খুশি

এবং তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।

দাদা-বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে খেলতে বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবে ফুটবলে ভর্তি হয়। সেখানে ১-২ বছর খেলার পর ডিটিওয়াইডিএফ-এ যোগদান। এরপর জলপাইগুড়িতে স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার একটি ট্রায়ালে সুযোগ পেয়ে যায় উত্তম। এরপর সাইয়ের হয়ে খেলো ইন্ডিয়া ও সুব্রত কাপে খেলে শুনাম অর্জন করে। আবার সেই সময় অনূর্ধ্ব-১৭ ন্যাশনাল ফুটবল টুর্নামেন্টেও সাইয়ের হয়ে খেলার সুযোগ পায়। সেখানে ভালো পারফরম্যান্স করে সকলের নজর কাড়েন। তারপর, কেরল ফুটবল লিগেও একটি ক্লাবের হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছিল। তারপরই এক মাস আগে কলকাতার সাদার্ন সমিতিতে ট্রায়াল দিয়ে সুযোগ। মিডফিল্ডার উত্তমের স্বপ্ন দেশের হয়ে খেলা। সে টনি ক্রুজ এবং মদ্রিচের ভক্ত। দিনে পাঁচ ঘণ্টা নিজেকে অনুশীলনে ডুবিয়ে রাখে।

উত্তমের বাবা আলোক কুজুর ও মা পুনম কুজুর পেশায় চা শ্রমিক। দাদা আশিস ফুটবলার। সে জানায়, ভাই খুব ভালো খেলছে, খুবই মনোযোগী। ও আরও এগিয়ে যাক, আমরা ওর পাশে আছি। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সঞ্জয় ঘোষ বলেন, 'খুবই ভালো খবর। ওকে দেখে ফুটবল শিক্ষার্থীরা উৎসাহিত হবে। ওর ফুটবল ক্যারিয়ার সফল হোক।'

আইএমএ'র অনুষ্ঠানে বিতর্কিত চিকিৎসক নেতা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : যাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত এত বিরোধ, রাস্তায় নেমে আন্দোলন, কনভেনশন ডেকে সমূলে উপড়ে ফেলার হুংকার, সেই ডাঃ সুশান্ত রায়কে নিয়েই রবিবার ডক্টরস ডে পালন করল ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএমএ) শিলিগুড়ি শাখা। যা নিয়ে আইএমএ-র সদস্য চিকিৎসকদের মধ্যেই তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়েছে। উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা, আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। যদিও আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ শঙ্খ সেন বলেন, 'সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে আমি কিছু জানতাম না। তাঁকে আমন্ত্রণের বিষয়ে কিছু জানা ছিল না। এবিষয়ে সংগঠনের সভাপতি বলতে পারবেন।'

আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা বলেন, 'সুশান্ত রায়কে আমরা আমন্ত্রণ করিনি। তিনি তো রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের সহ সভাপতি। সেই হিসাবে খবর পেয়ে হয়তো এসেছেন। এটা নিয়ে বিতর্কের কী আছে?' সুশান্ত অবশ্য দাবি করেছেন, 'আমন্ত্রণ পেয়েই শিলিগুড়ির ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম।'

অভিযোগ, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় জাঁকিয়ে বসেছিল উত্তরবঙ্গ লবি। চিকিৎসকদের পোস্টিং থেকে শুরু করে ডাক্তারি পরীক্ষার প্রায় পুরোটারই নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ফেলেছিল এই গোষ্ঠী। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলেরও দখল এই গোষ্ঠীর হাতেই রয়েছে। গতবছর আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং হত্যার ঘটনার পর উত্তরবঙ্গ লবি নিয়ে বেশ চর্চা হয়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় অত্যন্ত প্রভাব বিস্তারকারী এই গোষ্ঠীর একাধিক কর্তাব্যক্তি ঘটনার পরের দিন সকালেই ওই মেডিকেল কলেজে পৌঁছে গিয়েছিলেন। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে গোটা রাজ্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন করেছে। উত্তরবঙ্গ লবিকে সমূলে উপড়ে ফেলার দাবি উঠেছে। এই দাবিগুলি নিয়ে লাগাতার রাস্তায় থেকেছেন চিকিৎসকরাও। শিলিগুড়িতেও রাতের পর রাত মিছিল, পথসভা, কনভেনশন করেছেন চিকিৎসকরা। তাঁদের দাবি ছিল, শুধু আরজি করের ঘটনার বিচার নয়, উত্তরবঙ্গ লবির মাথা সহ পুরো টিমের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। শিলিগুড়িতে যে চিকিৎসকরা এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আইএমএ-র বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর নেতৃত্বই রয়েছে।

অথচ এই নেতৃত্বের আয়োজনে রবিবার অনুষ্ঠিত ডক্টরস ডে-র অনুষ্ঠানে ডাঃ সুশান্ত রায়ের উপস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রবিবার সকালে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল। কন্টিনিউইং

> **উঠছে প্রশ্ন**
>
> ■ আরজি কর মামলায় জেরার মুখে পড়া এই চিকিৎসককে কেন সংগঠনের কর্মসূচিতে ডাকা হল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে
>
> ■ আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার তরফে দাবি করা হয়েছে, ডাঃ সুশান্ত রায়কে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করা হয়নি

মেডিকেল এডুকেশন (সিএমই) দুপুরের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর থেকে অন্যান্য কর্মসূচি, সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে রাতের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় শ্রুতিনাটক চলাকালীন আচমকা সেখানে সুশান্ত-র প্রবেশ ঘটে। আইএমএ-র শিলিগুড়ি শাখার সভাপতি ডাঃ অরুণ গুপ্তা সহ অন্যরা আলাদা সোফা এনে তাঁকে বসতে দেন। পরে মঞ্চে তুলে তাঁর হাত দিয়ে শ্রুতিনাটকে অংশগ্রহণকারী কয়েকজনের হাতে পুষ্পস্তবকও তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু সুশান্ত কীভাবে সেখানে এলেন, তা নিয়ে অনুষ্ঠানস্থলেই ফিশফাশ শুরু হয়ে যায়। তিনি ফিরে যাওয়ার পর কমিটির নেতৃত্বকে চেপে ধরেন একাধিক চিকিৎসক।

আইএমএ-র বক্তব্য, এই অনুষ্ঠান বিশেষ করে সিএমই করা হলে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলকে জানাতে হয়। কেননা সংগঠনেরও শ্রীবৃদ্ধির জন্য ক্রেডিট পয়েন্ট এই মেডিকেল কাউন্সিলই দেয়। ফলে সিএমইগুলিতে রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল থেকে একজন পর্যবেক্ষক পাঠানো হয়। কিন্তু সেটা সিএমই-র জন্যই। সুশান্ত রায় রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক হিসাবে এলে সিএমইতে আসতে পারতেন। এই ঘটনার পিছনে চিকিৎসকদের একাংশ আইএমএ-র রাজ্য শাখার আগামী নির্বাচনের ঘুঁটি সাজানোর অঙ্ক খুঁজতে শুরু করেছেন।

NIT NO-DDP/N-12/2025-26

e-Tenders for 07 (Seven) nos. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-12/2025-26 is 07.07.2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

NIT NO-DDP/N-14/2025-26

e-Tenders for 14 (Fourteen) no. of works under 15th FC, BEUP & 5th SFC invited by Dakshin Dinajpur Zilla Parishad. **Last Date of submission for NIT NO-DDP/N-14/2025-26 is 08/07/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT can be seen in www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1,6,7,9 & 12

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-09 of 20254-26 SL No- 1, 6, 7, 9 & 12 Closing date extended upto 04/07/2025 14.00 Hours. Details of NIT may be seen in the Website www.wbtenders.gov.in.

Sd/-
Additional Executive Officer
Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR, POST. K K BARI, DIST. COOCH BEHAR - 736179 (WB)
SCHOOL WEBSITE : https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in

PM SHRI KENDRIYA VIDYALAYA BSF GANDHINAGAR
Admission Notice for Class XI & XII Science

Date : 30/06/2025

All concerned are informed that some seats are vacant in **class 11th & 12th Science.** For **Class 11,** all interested and eligible candidates from all service categories and for **Class 12,** the children studying in **CBSE board** of parents belonging to service **Category 1 and 2 (Central Government Employees)** can submit their applications to the Admission dept. between **09.00 am to 11.00 am** from **30/06/2025 to 30/07/2025.**

For more information please visit the school website - **https://bsfgandhinagar.kvs.ac.in**

Or you can call this number : **03582291709**

Principal

আজ টিভিতে

খনার কাহিনী সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ অভাগিনী, দুপুর ২.০০ অগ্নিপথ, বিকেল ৫.০০ ভালোবাসি তোমাকে, রাত ১০.৩০ আক্রোশ, ১.০০ তিন ইয়ারি কথা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ অন্নদাতা, দুপুর ১.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ সুদ আসল, সন্ধে ৭.০০ অপরাধী, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৩.৪৫ বাংলার বধূ, সন্ধে ৭.১০ আনন্দ আশ্রম, রাত ১০.২৫ অন্ধ বিচার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সীমাবদ্ধ

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ দেবতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৫ অখণ্ড, দুপুর ১.৫০ জানোয়ার, বিকেল ৫.১৫ বিম্বিসার, সন্ধে ৭.৩০ ইন্ডিয়ান, রাত ১০.৩০ খিলাড়ি ৭৮৬

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২৪ মাই বেস্ট ফ্রেন্ডস ওয়েডিং, বিকেল ৩.০৭ মিউন, ৫.৫৬ পেনেলোপ, সন্ধে ৭.২৪ দ্য ওয়ে, ওয়ে ব্যাক, রাত ১০.৩৪ বিগ মমাজ হাউস-টু

মুভিজ নাউ : দুপুর ১.৩৭ জাস্টিস লিগ, বিকেল ৩.২৭ চাইল্ডস প্লে, সন্ধে ৬.৫৩ এলিয়েন্স ইন দ্য অ্যাটিক, রাত ৯.৪৬ ইভিল ডেড, ১১.০৩ রেড ডন

সীমাবদ্ধ দুপুর ২.৩০ ডিডি বাংলা

ভালোবাসি তোমাকে বিকেল ৫.০০ জি বাংলা সিনেমা

ডক্টরস ডে উপলক্ষ্যে স্প্যানিশ ব্রেকফাস্ট তৈরি শেখাবেন ডাঃ অরিন্দম বিশ্বাস। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

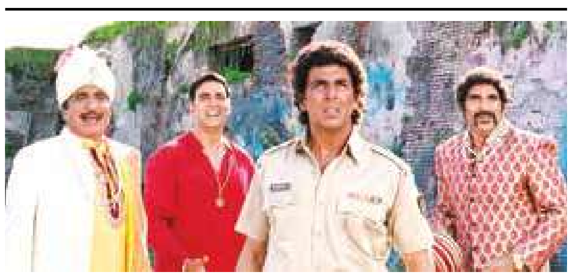

খিলাড়ি ৭৮৬ রাত ১০.৩০ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পারিবারিক কারণে ভ্রমণের পরিকল্পনা বাতিল করতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। বৃষ : স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। শিক্ষায় আশানুরূপ সাফল্য পাওয়ার সম্ভাবনা। মিথুন : আত্মীয়দের থেকে সাহায্যের আশা না করাই ভালো। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে আনন্দ। কর্কট : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসার অচলাবস্থা কাটবে। কর্মক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সুনজরে পড়ার সম্ভাবনা। সিংহ : নিজের বুদ্ধিবলে পারিপার্শ্বিক শত্রুদের মোকাবিলা করতে পারবেন। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। কন্যা : আয়ের রাস্তা সুগম হবে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসায় প্রচুর মুনাফার সম্ভাবনা। তুলা : বাড়ির কোনও কাগজপত্র বাইরের লোককে দেখাতে যাবেন না। আর্থিক সংকট কাটবে। বৃশ্চিক : বাসস্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা। রক্তচাপজনিত সমস্যায় ভোগান্তি হতে পারে। ধনু : পথঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। কোনও প্রভাবশালী লোকের দ্বারা উপকৃত হবেন। মকর : সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতা পাবেন। কুম্ভ : প্রেমে সামান্য অস্থিরতা লক্ষ করা যায়। নিজের বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মীন : মায়ের হস্তক্ষেপে সংসারের সংকট কেটে যাবে। উচ্চশিক্ষায় বিদেশযাত্রার সুযোগ আসতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৬ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ১০ আষাঢ়, ১ জুলাই ২০২৫, ১৬ আহার, সংবৎ ৬ আষাঢ় সুদি, ৫ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৯, অঃ ৬।২৪। মঙ্গলবার, ষষ্ঠী দিবা ১২।২৮। পূর্বফল্গুনীনক্ষত্র দিবা ১১।৩৮। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৮।২৮। তৈতিলকরণ দিবা ১২।২৮ গতে গরকরণ রাত্রি ১২।৫৯ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ১১।৩৮ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, সন্ধ্যা ৬।৩ গতে কন্যারাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- একপাদদোষ, দিবা ১১।৩৮ গতে ত্রিপাদদোষ, দিবা ১২।২৮ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, দিবা ১২।২৮ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ১।২১ গতে ৩।২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৭।৪৩ গতে ৯।২ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নাই। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৩ মধ্যে ও ৯।২৯ গতে ১২।৯ মধ্যে ও ৩।৪২ গতে ৪।৩৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ২।৫৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ২।৪৯ গতে ৩।৪২ মধ্যে ও ৪।৩৫ গতে ৫।২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৩০ গতে ৯।৫৫ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিজেপির আন্দোলনে শ'পাঁচেক

ডুয়ার্সকন্যার সামনে ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : কসবার আইন কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে নেমেছে বিজেপি। আলিপুরদুয়ার জেলায় গত কয়েকদিন ধরে থানা ঘেরাও, বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করার পর সোমবার তারা ডুয়ার্সকন্যা অভিযানের ডাক দিয়েছিল। কিন্তু সেই 'ডাকে' সাড়া নিয়ে এদিন সেই আন্দোলন কর্মসূচিতে শামিল হয়েছিলেন শ'পাঁচেক বিজেপি নেতা-কর্মী-সমর্থক। জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যা অভিযানের ডাক দেওয়ার পরেও এই লোকসংখ্যা কি যথেষ্ট ছিল? তৃণমূল তো এই লোকসংখ্যাকে কটাক্ষ করছেই, বিজেপিও মানছে খুব বেশি লোক জড়ো করা যায়নি।

বিজেপির জেলা সভাপতি মিঠু দাস বলেন, 'কম সময়ের মধ্যে আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী ভালো লোক হয়েছে।' আর তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'বিজেপি সবকিছুতে রাজনীতি খুঁজছে। কসবার ঘটনার নিন্দা জানিয়েছেন দল। বিজেপি সেটা নিয়েও রাজনীতি করতে চাইছে। আর সেটাও ঠিক করে করতে পারছে না।'

ডুয়ার্সকন্যায় পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হচ্ছে। সোমবার।

তবে ওই শ'পাঁচেক লোক নিয়েই এদিন বিজেপি ডুয়ার্সকন্যার সামনে হুলুস্থুল পাকানোর চেষ্টা করে। পুলিশের ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করা হয়। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। এদিন দুপুর ৩টে নাগাদ আলিপুরদুয়ার চৌপথি এলাকায় বিএম ক্লাবের মাঠ থেকে মিছিল করে ডুয়ার্সকন্যার সামনে আসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। সেখানে আগে থেকেই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। জেলা পুলিশের একাধিক কর্তা সেখানে আগে থেকেই উপস্থিত ছিলেন। রাখা হয়েছিল জলকামানও। ডুয়ার্সকন্যার সামনে দ্বিস্তরীয় ব্যারিকেড দেওয়া হয়। বাঁশের ব্যারিকেডের সামনে ছিল লোহার ব্যারিকেড। সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। তাঁদের সেই চেষ্টা বিফল হলে ব্যারিকেডের সামনেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। চলতে থাকে স্লোগান। বিজেপির নেতারা এক এক করে বক্তব্য রাখেন সেখানে দাঁড়িয়েই। কর্মসূচিতে ছিলেন জেলা সভাপতি মিঠু দাস, আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, কুমারগ্রামের বিধায়ক মনোজ ওরাওঁ, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা প্রমুখ। এদিন বিজেপির নেতারা কসবা এবং আরজি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্য সরকারকে কাঠগড়ায় তোলেন। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করা হয়। এছাড়াও বিজেপির নেতাদের বক্তব্য উঠে আসে আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন ইস্যুও। মিঠু অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রীর সভার পর থেকে তৃণমূল প্যারেড গ্রাউন্ড নিয়ে মানুষের অনুভূতিকে কাজে লাগিয়ে রাজনীতি করছে। মাঠ সংস্কার করছে না। তিনি বলেন, 'সাত দিনের মধ্যে যদি মাঠ সংস্কার না হয় তবে আমরা আন্দোলনে নামব।' বিশাল জানান, জেলা প্রশাসন কোনও কাজে সহযোগিতা করে না। মনোজ বলেন, 'কুমারগ্রামে পুলিশের অত্যাচার চলছে। দলের কর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা করা হচ্ছে।'

যা ঘটেছে

চৌপথি এলাকায় বিএম ক্লাবের মাঠ থেকে মিছিল করে ডুয়ার্সকন্যার সামনে আসেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা

সেখানে আগে থেকেই প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল

রাখা হয়েছিল জলকামানও

ডুয়ার্সকন্যার সামনে লোহার ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা

DOON GROUP OF COLLEGES
DEHRADUN
NAAC GRADE A
AFFILIATED TO: HNB GARHWAL CENTRAL UNIVERSITY, SDS UNIVERSITY
NORTH INDIA'S BEST & OLDEST AGRICULTURE & PARAMEDICAL INSTITUTE
COURSES OFFERED
❖ PARAMEDICAL ❖ FORESTRY ❖ HORTICULTURE ❖ FISHERIES SCIENCE ❖ FOOD TECHNOLOGY ❖ CHEMISTRY ❖ MANAGEMENT ❖ BBA ❖ COMPUTER SCIENCE ❖ ENVIRONMENTAL SCIENCE ❖ BOTANY ❖ ZOOLOGY ❖ D. PHARMA and many more...

Admission Helpline: +91-9837008360, +91-7017809991
28 Chakrata Road, Behind Bindal Petrol Pump Dehradun
For more information visit: www.dpmc.in

সরুগাঁওয়ে কমিটি

জটেশ্বর, ৩০ জুন : সরুগাঁও চা বাগানের একেবারে শেষ প্রান্তে প্রায় ২০০ নেপালি সম্প্রদায়ের বসবাস। সেই বসতির বাঁ ও ডান দিকে বয়ে গিয়েছে ডুডুয়া ও কলি নদী। সেই দুই নদীর ভাঙনে নেপালি বস্তির বাসিন্দাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে। বারবার বাঁধের কথা স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিদের বলা হলেও কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। তাই এবার জনপ্রতিনিধি ও নেতাদের চাপে রাখতে আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু করেছেন নেপালি বস্তির বাসিন্দারা। সরুগাঁও জন উদ্যোগ নামে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পেজও খোলা হয়েছে। সোমবার রাতে একটি কমিটিও গঠন করা হয়। কয়েকদিন আগে এলাকায় একটি ঘরোয়া বৈঠকেরও আয়োজন করেছিলেন বাসিন্দারা। সেখান থেকেই কমিটি গঠন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠে আসে।

মারধর বধূকে

শামুকতলা, ৩০ জুন : এক বধূকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শামুকতলা থানার কাঞ্জলি বস্তি এলাকায়। ইতিমধ্যে থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন নিহা লামা নামে ওই বধূ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বর্তমানে নিহা বাপের ওই গ্রামে বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। চার বছর আগে করণ ওরাওঁয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক হয় ওই মহিলার। এরপর দুজনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে নানা কারণে তাঁর ওপর স্বামী এবং শাশুড়ি শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন শুরু করেন বলে অভিযোগ।

দিন-দিন নির্যাতন বাড়ে। এই নিয়ে কয়েকবার গ্রামে সালিশি সভাও হয়। তাতেও অত্যাচার বন্ধ হয়নি।

রবিবার অভিযুক্তরা ওই মহিলাকে মারধর করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। নেহা বলেন, 'বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার চালাচ্ছিল আমার স্বামী এবং শাশুড়ি। অত্যাচার সহ্য করেই সংসার করছিলাম। কিন্তু আমাকে মারধর করে ওরা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছি। আমি সংসার করতে চেয়েছিলাম। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে বলেন, 'ওই বধূর লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনি পদক্ষেপ করা হবে।'

নিউল্যান্ডস চা বাগানে তিরধনুক হাতে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব। (ডানে) সিধো ও কানহোর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন। হ্যামিল্টনগঞ্জে।

পাচার রুখতে গাড়িতে তল্লাশি

শামুকতলা, ৩০ জুন : শামুকতলা রোড ফাঁড়ির পুলিশ মাদক পাচার ঠেকাতে ৩১সি জাতীয় সড়কে সোমবার দফায় দফায় অভিযান চালায়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন ফাঁড়ির ওসি দেবাশিসরঞ্জন দেব।

এদিন বিভিন্ন রাজ্যে যাতায়াতকারী ছোট এবং বড় গাড়ি থামিয়ে পুলিশ তল্লাশি চালায়। তবে সন্ধ্যা অবধি কোনও মাদক বাজেয়াপ্ত হয়নি। শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি জানান, আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে ৩১সি জাতীয় সড়কে বিভিন্ন অবৈধ পাচারের বিরুদ্ধে এই তল্লাশি অভিযান। রাতভর এই অভিযান চালিয়েছে পুলিশ।

পশ্চিমবঙ্গের নকশালবাড়ি থেকে শুরু হওয়া ৩১সি জাতীয় সড়ক শেষ হয় অসমের বিজনিতে। এই সড়ক ধরে মাদক পাচারের ঘটনা নতুন নয়। বিহার সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে নেশা করার কাফ সিরাপ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে মাদক পাচারের ঘটনা এই সড়কে আগেও ঘটেছে।

শিবির

শামুকতলা ও বারবিশা, ৩০ জুন : আলিপুরদুয়ার পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশীর নির্দেশে মাদকবিরোধী দিবসকে সামনে রেখে জেলার প্রতিটি থানা এলাকার স্কুলে মাদকবিরোধী বিশেষ প্রচার অভিযান শুরু করেছে পুলিশ। সোমবার শামুকতলা থানার উদ্যোগে তালেশ্বরগুড়ি হাইস্কুলে মাদকবিরোধী সচেতনতা শিবির হয়। কুইজ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের এব্যাপারে সচেতন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন বারবিশা বালিকা বিদ্যালয়েও পড়ুয়াদের সচেতন করল বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

WEST BENGAL BOARD OF PRIMARY EDUCATION
"Acharya Prafulla Chandra Bhawan", DK-7/1, Sector-II, Bidhannagar, Kolkata-700091
E-Mail: secretarywbbpe.ptti@gmail.com / Website: https://wbbpe.wb.gov.in
No. 433/WBBPE/D.El.Ed./2025/95P-06/25 Date: 30/06/2025
NOTIFICATION
(Regarding Admission to the 2-year D.El.Ed. Course under Regular/Face to Face Mode for the Session 2025-2027 in D.El.Ed. Institutes Affiliated with West Bengal Board of Primary Education)
Online applications are invited from the intending eligible candidates (As per NCTE Regulations-2014) for admission to the 2-year D.El.Ed. Course (Regular/Face-to-Face Mode) for the Session 2025-2027 in D.El.Ed. Institutes recognized by the NCTE and affiliated with WBBPE on and from 4 July, 2025 (Friday) to 20 July, 2025 (Sunday).
The details regarding eligibility criteria, admission procedures and list of Institutions (Medium-wise & District-wise) will be available in the official website of the WBBPE : https://wbbpe.wb.gov.in
Sd/-
Secretary
WBBPE

হুল দিবসে তিরধনুক হাতে স্নিগ্ধা-সুমনরা

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৩০ জুন : সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে সোমবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে হুল দিবস পালন করা হল। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে কুমারগ্রাম ব্লকের নিউল্যান্ডস চা বাগানে আয়োজিত জেলা স্তরের এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক। একইভাবে আদিবাসী সংগঠন মাঝি পরগনা ওয়েলফেয়ার সোসাইটির আলিপুরদুয়ার জেলা ও কালচিনি ব্লক কমিটির উদ্যোগেও হ্যামিল্টনগঞ্জ এবং পানবাড়িতে অমর শহিদ সিধো ও কানহো স্মরণে দিনটি পালন করা হয়। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের মাঠে বেসরকারি উদ্যোগে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। উপস্থিত অতিথি এবং বিশিষ্টজনরা ব্রিটিশ বিরোধী হুল আন্দোলনের প্রধান দুই আদিবাসী নেতার দেশপ্রেম এবং অবদানের কথা তুলে ধরেন। নিউল্যান্ডস চা বাগানের অনুষ্ঠান মঞ্চে আদিবাসীদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুযোগসুবিধা প্রদান করা হয়। প্রকৃতিপুজোর মধ্য দিয়ে নিউল্যান্ডস চা বাগান প্রাথমিক স্কুলের মাঠে হুল দিবসের অনুষ্ঠান শুরু হয়। অত্যাচারী ইংরেজ শাসন, জমিদার ও মহাজনদের শোষণ, ভূমি ও রাজস্ব নীতির বিরুদ্ধে তিরধনুক হাতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন সিধো-কানহো। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে দেশীয় এই অস্ত্র হাতে তিরন্দাজি অনুশীলন করেন আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব, আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, কুমারগ্রামের বিডিও রজতকুমার বলিদা সহ উৎসাহী অতিথিরা। আদিবাসীদের বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা ও সুবিধা প্রদানের জন্য অনুষ্ঠান মঞ্চের একপাশে সরকারি দপ্তরের একাধিক স্টল খোলা হয়। আদিবাসী কবি সাহিত্যিকদের সংবর্ধনা, বিভিন্ন স্কুলের মেধাবী আদিবাসী পড়ুয়াদের আম্বেদকর পুরস্কার প্রদান, বিভিন্ন আদিবাসী ক্লাবগুলোকে ফুটবল ও জার্সি প্রদানের মতো বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে হুল দিবস পালন করা হয়।

হ্যামিল্টনগঞ্জ লাগোয়া বিশ্বনাথপাড়ায় আদিবাসী স্বাধীনতা সংগ্রামী সিধো ও কানহোর প্রতিকৃতিতে মালা পরিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি রবি মুর্মু সহ অন্যরা। রাজাভাতখাওয়ার পানবাড়িতে ও শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের মাঠে হুল দিবস পালন করা হয়। প্রকাশ-সুমনরা আদিবাসীদের কল্যাণে রাজ্য সরকারের উদ্যোগের কথা মনে করিয়ে দেন।

হাতি-সাপের ভয়ে মহাকাল, মনসার পুজো

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ৩০ জুন : শালকুমারহাটের নতুনপাড়া এলাকায় সোমবার 'মহাকাল ঠাকুর' ও মনসা দেবীর পুজো হয়। এই এলাকা থেকে ১ কিলোমিটার দূরেই জলদাপাড়া বনাঞ্চল। ৪০-৫০ বছর আগে এই এলাকায় হাতির উৎপাত লেগেই থাকত। অনেকের ঘরবাড়ি যেমন ভাঙা পড়ত তেমনি কেউ কেউ হাতির হামলায় প্রাণও হারিয়েছেন। আবার বর্ষাকালে এলাকায় বেড়ে যেত সাপের উপদ্রব। অতীতে সাপের ছোবলেও অনেকের মৃত্যু হয়েছে।

এই দুই ভয়ের জেরেই হাতিকে 'মহাকাল ঠাকুর' ও সাপকে মনসা দেবী হিসেবে একসঙ্গে পুজো শুরু করেন এলাকাবাসী। সেই পুজোর এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ। বাজনা সহযোগে এদিন প্রতিমা এসেছে।

নদীতে জল ভরতে যান মহিলারা। তবে এখনও এলাকায় হাতির উপদ্রব রয়েছে। কিন্তু সাপের উপদ্রব অনেকটাই কমেছে। তবু দুই দেবদেবীকে নিয়মনিষ্ঠা সহ এখনও পুজো দেন গোটা গ্রামবাসী।

পাঁচ দশকের পুরোনো পুজো। নতুনপাড়া গ্রামের নেপালিটারির মোড়ে রয়েছে মন্দির। সেই মন্দিরে সারা বছরই মহাকাল বাবা ও মা মনসার প্রতিমা থাকে। তাই বার্ষিক পুজোর পাশাপাশি সারা বছর স্থানীয়রা দেবদেবীর কাছে এলাকার সুরক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা নিখিল রায়ের কথায়, 'গোটা গ্রামের মানুষ এই পুজোর সঙ্গে যুক্ত। হাতিকে আমরা মহাকাল ঠাকুর হিসেবেই মানি। এখনও গ্রামে হাতি ঢুকলে আমরা মহাকাল বাবার প্রার্থনাই করি।'

কিন্তু মহাকাল বাবার সঙ্গে মনসা দেবীর পুজো কেন? পুজো কমিটির জগদীশ রায় নামে আরেক প্রতিনিধির বক্তব্য, 'একসময় গ্রামে সাপের উপদ্রব ছিল। ছিল না স্বাস্থ্যকেন্দ্র। বিষাক্ত সাপ কাউকে ছোবল দিলে মৃত্যু ছিল নিশ্চিত। তাই মনসা দেবীর পুজোও শুরু করা হয়েছিল।' নির্মল রায়, সুদাস রায়, রবি রায়, যোগেশ রায় নামে বাকি উদ্যোক্তাদেরও একই বক্তব্য।

জানা গিয়েছে, দুই দেবদবীর মন্দিরের জন্য স্থানীয় করমা খেড়িয়া জমি দান করেন। সেখানেই প্রতি বছর পুজো হয়। এবার সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ, তাই জাঁকজমকও বেশি। তিনদিন ধরে গ্রামের মহিলারা বাড়ি বাড়ি চাঁদা সংগ্রহ করেন। স্বপ্না রায়, রাখি রায়, মণিকা রায়রা জানিয়েছেন, সকলের সহযোগিতায় এবারের পঞ্চাশ বছরের পুজোর আয়োজন।

এদিন সকাল থেকেই জোরকদমে শুরু হয় পুজোর প্রস্তুতি। চলে আসে বাজনা। পাশাপাশি ছিল জোড়া ঢাক।

মহাকাল ও মনসা দেবীর পুজো একসঙ্গে। শালকুমারহাটে।

তারপর গ্রামের বধূরা জল ভরতে চলে যান জলদাপাড়ার শিসামারা নদীতে। প্রতিমা নিয়ে এলে বরণ করা হয়। পুজো করেন স্থানীয় পুরোহিত অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়। বিকালের দিকে শুরু হয় দুই দেবদেবীর পুজো। এই পুজোর প্রসাদ ছিল ফলমূল থেকে শুরু করে খিচুড়ি। গ্রামের সবাই পুজো দিতে ভিড় করেন। পাশাপাশি সবাইকে প্রসাদ খাওয়ানো হবে বলে জানিয়েছে পুজো কমিটি।

স্কুল চলো অভিযান

শামুকতলা, ৩০ জুন : নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি আলিপুরদুয়ার জেলা শাখার তরফে জোন ও জেলা স্তরের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সামনে রেখে 'স্কুল চলো অভিযান' শুরু হয়েছে। সোমবার আলিপুরদুয়ার ইস্ট জোনের অন্তর্গত মহাকালগুড়ি হাইস্কুল, মহাকালগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, সান্তালপুর হাইস্কুল থেকে শুরু করে হাতিপোঁতা ওয়ার্কার্সি হাইস্কুলে ওই অভিযান হয়।

উপস্থিত ছিলেন সমিতির জেলা সভাপতি খোকনচন্দ্র দে, জোন সভাপতি গৌতম রায়, জেলা নেতৃত্ব বিনয় বর্মন, মুকেশ সিং প্রমুখ।

ওই সমিতির ইস্ট জোনের সম্পাদক বিপ্লব সরকার বলেন, 'পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি ১৯৯৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয় থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। সেই অনুষ্ঠানকে সফল করতেই এই প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে স্কুলে স্কুলে।'

ধসে যাচ্ছে স্টেশন লাইনের রাস্তা

জয়গাঁ, ৩০ জুন : গত বছর বর্ষার মরশুম থেকে রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যে অধিকাংশ জায়গায় মাটি ধসে গিয়েছে। এবছর সেই সমস্যা আরও বেড়েছে। দলসিংপাড়া স্টেশন লাইনের রাস্তা লাগোয়া বাড়ির সদস্যরা রীতিমতো আতঙ্কে আছেন। এবছর ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি হলে গোটা রাস্তা ধসে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা প্রেরণা খড়িয়ার কথায়, 'এই রাস্তা দিয়ে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয়। হঠাৎ রাস্তা ধসে যেতে শুরু করেছে। আমরা জেডিএ-তে গত বছর থেকে এই রাস্তার বিষয়ে জানিয়ে আসছি। কিন্তু এখনও কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি।'

সোমবার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করলেন কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা। বিধায়ক বলেন, 'দুই বছর হতে চলল ভাঙন হচ্ছে। স্থানীয় প্রশাসন তথা জেডিএ-তে বারবার বলা সত্ত্বেও কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে না। এরপর জেডিএ-তে মনে হয় আমাকে যেতে হবে।'

যদিও জেডিএ চেয়ারম্যান গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'দলসিংপাড়া এলাকার ওই রাস্তাটির বিষয়ে খোঁজ নিচ্ছি।'

দলসিংপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্টেশন লাইনের ওই রাস্তাটি তিন বছর আগে জেডিএ-র তরফে তৈরি করা হয়েছিল। গত বছর বৃষ্টিতে ভাঙনের কবলে পড়েছে রাস্তাটি। বৃষ্টি হলেই ধসে যেতে থাকে এলাকার রাস্তা। এর ফলে এলাকার রাস্তা যেমন ভাঙছে, তেমনি এলাকার বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি ভাঙনের মুখে পড়ছে। বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রত্যন্ত এলাকার সমস্যা সমাধানে নজর নেই কারও। রাস্তাটি গার্ডওয়াল দিয়ে তৈরি হলেই আর সমস্যা থাকবে না। এলাকার বাসিন্দা রবি রাইয়ের কথায়, 'রাস্তাটি তৈরি করার সময় আমরা অতটা লক্ষ করিনি যে রাস্তা ঠিক করে তৈরি হয়নি। নাহলে তৈরি হওয়ার এক বছর পর থেকে কি আর ভাঙন শুরু হয়। প্রতিদিন ভাঙন ভয়ানক রূপ নিচ্ছে।'

ওই এলাকায় বসবাস ১২০০ মানুষের। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা এটি। অত্যন্ত বিপজ্জনকভাবে চলাচল করতে হচ্ছে। পিচের প্রলেপ উঠে পুরো রাস্তা ধসে যাচ্ছে। এখন সমস্যা কবে মিটবে সেদিকে তাকিয়ে সকলে।

দলসিংপাড়া স্টেশন লাইনের রাস্তার বেহাল দশা।

VAHDAM® INDIA
নন্দলাল এবং সবিতা দেবী সারদা স্কলারশিপ
আজকের শিক্ষা। আগামীকালের নেতৃত্ব।
একটি TEACH ME® প্রচেষ্টা।
প্রতিটি স্বপ্নের একটি সুযোগ প্রাপ্য
ভারতের চা, ভেষজ এবং মশলার ক্ষেত্রকে লালন-পালন করা পরিবারের জন্য একটি স্কলারশিপ প্রোগ্রাম।

স্পার্ক ফাউন্ডেশন প্রোগ্রাম
10ম শ্রেণীর পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করা ছাত্রদের জন্য ₹10,000-এর স্কলারশিপ
স্থিতি - 2025-এ 20 জন ছাত্ররা পুরস্কৃত
অ্যাসেন্ড প্রিপারেশন প্রোগ্রাম
NEET, JEE, CAT, CLAT এবং সরকারি চাকরির জন্য প্রস্তুতি নেওয়া ছাত্রদের জন্য কাঠামোবদ্ধ কোচিং এবং আর্থিক সহায়তা
স্থিতি - 2025-এর জন্য আবেদন চলছে
এইম ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম
সেরা প্রতিষ্ঠানগুলিতে UG/PG ছাত্রদের জন্য ₹3 লক্ষ পর্যন্ত স্কলারশিপ
স্থিতি - 78 জন পুরস্কৃত
2025-এর জন্য আবেদন চলছে
স্কলারশিপ-এর জন্য আবেদন করতে স্ক্যান করুন
আবেদন করতে, অংশীদারিত্ব সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা, অথবা যেকোনো অতিরিক্ত প্রশ্নের জন্য +91 9211221030 বা teachme@vahdam.com-এ যোগাযোগ করুন।

মাদারিহাটের গ্রামে রমরমিয়ে বন্ধকি কারবার

বাইক দাও, টাকা নাও

খয়েরবাড়ি, ইসলামাবাদ গ্রামের অনেকেই দুই-একটি মোটরবাইক বন্ধক নিয়ে সুদের বিনিময়ে টাকা খাটাচ্ছেন। ঘরে বসে বাড়তি রোজগার হচ্ছে। কিন্তু ওই মোটরবাইকের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে কি না, এমনকি ওই মোটরবাইক চোরাই কি না, তা খতিয়ে দেখার অবকাশ থাকছে না। বন্ধকি কারবারের 'নতুন দিগন্তের' খোঁজ নিলেন মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৩০ জুন : মাদারিহাটের খয়েরবাড়ি গ্রামে কয়েকমাস আগের ঘটনা! এক তরুণের সাধ হয়েছিল বিয়ে করার। কিন্তু হাতে টাকাকড়ি কম, বুদ্ধি আঁটে সে। পাশের মহল্লার এক সরল তরুণকে সে বোঝায়, মাসে মাসে অল্প করে টাকা দিলেই নতুন মোটরবাইক পাওয়া যাবে শোরুম থেকে। শোরুমে সেই সরল ছেলেটিকে নিয়েও যায় খয়েরবাড়ির তরুণ। কাগজপত্র জমা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর শোরুমের বাইরে গিয়ে সরল ছেলেটিকে সেই চতুর তরুণ বোঝায়, 'ওরা বাইক দেবে না, তুই বাড়ি যা।' ততক্ষণে কাগজপত্র জমা হয়েছে এবং ওই ছেলেটির নামে ব্যাংক ফিন্যান্স করে দিয়েছে। এদিকে, চতুর তরুণ বাড়ি ফেরে নতুন মোটরবাইক নিয়ে। দ্রুত সেটিকে বন্ধক দিয়ে বিয়ের খরচের টাকা জোগাড় করে নেয়। সেই সরল ছেলেটি এব্যাপারে কিছুই জানেন না। এদিকে, কয়েকদিন পর কিস্তি বকেয়া পড়ায় ব্যাংকের এজেন্ট হাজির হয় সরল ছেলেটির বাড়িতেই। কারণ তাঁর নামেই রয়েছে সেই বাইকটি। এলাকায় হইচই পড়ে যায়।

'মোটরবাইক জমা দাও, টাকা নিয়ে যাও।' মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে দিনের পর দিন চলছে এই কারবার। সেই সরল ছেলেটি অবশ্য সেই যাত্রায় ব্যাংকের লোকজনের থেকে রেহাই পেয়েছিল, কারণ স্থানীয় বাসিন্দা এবং রাজনৈতিক দলের নেতারা বৈঠক করে খয়েরবাড়ির তরুণের ওপরই বন্ধক দেওয়া মোটরবাইকের মালিকানা এবং ফিন্যান্সের দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এটা তো একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা। তা বলে মোটরবাইকের বন্ধকের কারবার বন্ধ হয়নি। বরং কমবয়সিদের চটজলদি টাকা পেতে মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়িয়েছে এইসব মোটরবাইক বন্ধক নেওয়ার কারবারিরা।

বাড়িতে মোটরবাইক জমা রেখে টাকা খাটাচ্ছে কয়েকজন। সুদের হার মাসে মাসে ৫ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত। সম্প্রতি ইসলামাবাদ গ্রামের একটি বাড়ি থেকে ৬টি চোরাই মোটরবাইক উদ্ধার করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। এবার মোটরবাইক বন্ধকের কারবারের দিকে নজর দিক পুলিশ প্রশাসন, বলছেন স্থানীয়রা।

মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রশিদুল আলম বলছেন, 'নিঃসন্দেহে এটা অবৈধ কারবার। কারণ একজনের মোটরবাইক অপর একজন ব্যবহার করতে পারেন না। এই মোটরবাইকে দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা সহ অন্যান্য সুযোগসুবিধা পেতে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে।' মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার বলছেন, 'একজনের মোটরবাইক অপর একজন ব্যবহার করলে অথরাইজেশন প্রয়োজন। তবে বাইক বন্ধকের কারবার সম্পর্কে তথ্য নেই। খোঁজ নিচ্ছি।'

রশিদুলই জানালেন, কেউ কেউ নতুন মোটরবাইক কিনে বন্ধক দিয়ে সুদের চুক্তিতে টাকা নিচ্ছে। কারণ, ব্যাংক ফিন্যান্সে মোটরবাইক কিনতে ডাউন পেমেন্ট হিসেবে নামমাত্র টাকা দিতে হয়। কিন্তু ওই নতুন মোটরবাইক বন্ধক দিলে হাতে মেলে নগদ টাকা। এইদিকে কিস্তির টাকা বাকি পড়তে থাকে। কিস্তি দিতে না পারলে মোটরবাইক নিয়ে যায় ঋণদাতা ব্যাংক কর্তৃপক্ষ। তাতে তো কোনও ক্ষতি হচ্ছে না বাইক মালিকের। কারণ তাঁর প্রয়োজন ছিল ঋণের।

কয়েক মাস আগে শিশুবাড়ির এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে বেশ কয়েকটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত করে মাদারিহাট থানার পুলিশ। সেই ব্যক্তি দাবি করেন, মোটরবাইকগুলি চোরাই নয়, সেগুলি বন্ধক নিয়ে সুদের বিনিময়ে মালিকদের টাকা দিয়েছেন। ইসলামাবাদ গ্রামের পশ্চিম এলাকার এক তরুণ মোটরবাইক বন্ধকের কারবারের গোদা। তৃণমূলের খয়েরবাড়ির অঞ্চল কমিটির সভাপতি জবাইদুল ইসলাম বলছেন, 'কারবারটা বেআইনি হলেও চলছে। উঠতি প্রজন্মের টাকার চাহিদা বেড়েছে।'

নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ উদ্ধার এবং গ্রেপ্তারির ঘটনায় সাম্প্রতিককালে একাধিকবার ইসলামাবাদ গ্রামের নাম উঠে এসেছে। শেষ সংযোজন এই বন্ধকি কারবার। গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সদস্য ইউসুফ আলি বলছেন, 'কোনও অবৈধ কারবারই চলতে দেওয়া উচিত নয়। বারবার বেআইনি কাজে এলাকার নাম যুক্ত হওয়ায় অস্বস্তিতে স্থানীয়রা।'

> নিঃসন্দেহে এটা অবৈধ কারবার। কারণ একজনের মোটরবাইক অপর একজন ব্যবহার করতে পারেন না। এই মোটরবাইকে দুর্ঘটনা ঘটলে বিমা সহ অন্য সুযোগসুবিধা পেতে আইনি জটিলতার সম্ভাবনা রয়েছে।
>
> **- রশিদুল আলম**
> *সদস্য, পঞ্চায়েত সমিতি*

ফায়দা

- বাড়িতে মোটরবাইক জমা রেখে টাকা খাটাচ্ছেন কয়েকজন
- সুদের হার মাসে ৫ থেকে ৮ শতাংশ পর্যন্ত
- এমন কারবারিদের কোনও লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশন নেই
- পুলিশের কাছে এই কারবার সম্পর্কে কোনও খোঁজ নেই
- নামমাত্র ডাউন পেমেন্ট করে বাইক কিনে বন্ধক দেওয়া হচ্ছে

যোগেন্দ্রনগর ও মেজবিলে ভাঙছে রাস্তা, জলের পাইপ

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৩০ জুন : নদীর পাশবরাবর চলে গিয়েছে রাস্তা। তাই রাস্তার পাশে বোল্ডারের বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এখন মাঝেমধ্যে বৃষ্টির জন্য বোল্ডারের বাঁধের পাশে রাস্তায় ভাঙন ধরেছে। তবে সেই বোল্ডারের বাঁধের অংশ ছাড়া এখন অন্য জায়গাতেও রাস্তা ভাঙছে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মেজবিল এবং যোগেন্দ্রনগরে এই ভাঙন শুরু হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বিষয়টি খতিয়ে দেখবে বলে জানিয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে'র কথায়, 'ওই এলাকা

রাস্তায় ভাঙন। যোগেন্দ্রনগরে।

> এক জায়গায় ছোট্ট একটি বোল্ডারের বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এখন তো বাঁধ এবং রাস্তার মাঝামাঝি ভাঙছে। দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে ওই জায়গায় গোটা রাস্তাটাই টুকরো হয়ে যাবে।
>
> **শ্যামল সরকার,**
> এলাকাবাসী

পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। জেলা পরিষদ থেকে কাজটি হওয়ার কথা ছিল। কেন কাজটি হয়নি, সে ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছি।'

নিউ পলাশবাড়ি থেকে জেলা পরিষদের একটি পাকা রাস্তা চলে গিয়েছে যোগেন্দ্রনগরের দিকে। যোগেন্দ্রনগর বাজারের আগে এই রাস্তার পাশবরাবর বইছে সনজয় নদী। সেখানেই ভাঙনের তীব্রতা বেশি। স্থানীয় রমেন তালুকদার জানালেন, এর আগে জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা এসে ভাঙন প্রতিরোধের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু এখনও সেই কাজ হয়নি।

আরেক বাসিন্দা শ্যামল সরকার বলেন, 'এক জায়গায় ছোট্ট একটি বোল্ডারের বাঁধ দেওয়া হয়েছিল। এখন তো বাঁধ এবং রাস্তার মাঝামাঝি ভাঙছে। দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। তা না হলে ওই জায়গায় গোটা রাস্তাটাই টুকরো হয়ে যাবে।'

এদিকে অগাস্ট মাস থেকে একশোদিনের প্রকল্প চালুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত। পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কমলেশ্বর বর্মনের গলায় আশ্বাসের সুর। তিনি বললেন, 'প্রায় তিন বছর একশো দিনের কাজ বন্ধ ছিল। এবার চালু হবে। এই প্রকল্প চালু হলে এলাকায় ভাঙন প্রতিরোধের কাজ করা যাবে।'

মেজবিলে একটি শ্মশানঘাট রয়েছে। রাস্তার ভাঙন ক্রমশ শ্মশানঘাট পর্যন্ত এগিয়ে আসছে। ওই রাস্তাবরাবর বসানো হয়েছিল পিএইচই'র জলের পাইপ। যদিও পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। এদিকে, ইতিমধ্যে দু'জায়গায় পাইপ ভেঙে গিয়েছে। এ বিষয়ে উপপ্রধান বললেন, 'পানীয় জল পরিষেবা তো এখনও বাড়ি বাড়ি পৌঁছায়নি। পরিষেবা চালুর আগে জলের পাইপ ঠিক করে দেওয়া হবে।' পাশেই রয়েছে একটি শ্মশানঘাট। গতবছর বিধায়ক দীপক বর্মনের অর্থবরাদ্দে সেই শ্মশানঘাটের কাজ হয়। সেদিকেও ভাঙন এগিয়ে এসেছে। জেলা পরিষদ বা গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই ভাঙন আটকানোর উদ্যোগ গ্রহণ করলেই রাস্তা, শ্মশানঘাট ও জলের পাইপ রক্ষা পাবে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা অবশ্য এখনও আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছেন। কাজ কবে হয়, সেটাই দেখার।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

চেনা পথ।। হলদিবাড়ির রাঙ্গাপানিতে ছবি তুলেছেন পূর্ণেন্দু রায়।

টুকরো খবর

অসুস্থ বিধায়ক

বীরপাড়া, ৩০ জুন : অসুস্থ মাদারিহাটের বিধায়ক জয়প্রকাশ টোপ্পো। সোমবার তাঁকে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। তৃণমূলের মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লক কমিটির সাধারণ সম্পাদক রাজীব মুখোপাধ্যায় জানান, বৃহস্পতিবার থেকে জ্বরে ভুগছিলেন বিধায়ক। পরে দেখা যায়, কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে সংক্রমণের শিকার তিনি।

প্রতিবাদ

জটেশ্বর, ৩০ জুন : ১৯৯৩ সালের ৩০ জুন কলকাতায় বালক ব্রহ্মচারীর নির্বিকল্প সমাধির ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে জটেশ্বরে পথসভা করল সন্তানদল। সোমবার জটেশ্বর বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচারপত্র বিলি করা হয়। পথসভায় বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কমিটির কর্মকর্তারা।

নালা সাফাই

পলাশবাড়ি, ৩০ জুন : পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট বাজারে সোমবারও নিকাশিনালা সাফাই করা হল। আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের উদ্যোগে রবিবার এই বাজারে তিনটি পুরোনো নিকাশিনালা সাফাইয়ের কাজ শুরু হয়। কিন্তু সেদিন সবটা শেষ হয়নি। এদিন বাকি থাকা একটি নালার জঞ্জাল আর্থমুভার দিয়ে সরানো হয়।

পথসভা

ফালাকাটা, ৩০ জুন : ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন এবং ফেডারেশন। সেই বনধের সমর্থনে সোমবার সকালে ফালাকাটার শিশাগোড়ে পথসভা করে সিপিএম। সেখানে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা নৃপেন খাসনবিশ, জয়ন্ত সরকার প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আতঙ্ক

শামুকতলা, ৩০ জুন : চা বাগানে সোমবার দুপুরে চিতাবাঘের আতঙ্ক ছড়াল। কয়েকজন শ্রমিক চিতাবাঘের মতো জন্তুকে দেখে চিৎকার শুরু করেন। বাকিরা সেখানে এলে সেই প্রাণীটিকে আর দেখা যায় না। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের বনকর্মীরা। কিন্তু চিতাবাঘের হদিস পাননি।

সংঘাতে আরপিএফ ও জিআরপি

ইস্যু বাজেয়াপ্ত মাদক

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : রাজনীতিতে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত নতুন কিছু নয়। তবে এবার রেলের অন্দরে সেই সংঘাত ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সম্প্রতি আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গাঁজা পাচারের অভিযোগে তিনজন জিআরপিকর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই গাঁজা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের মাধ্যমে কলকাতা পাঠানোর কথা ছিল। তার আগেই অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়। একইভাবে নিউ কোচবিহার স্টেশনে ঢোকার মুখে তিনজনকে গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। সেখানেও দুজন জিআরপিকর্মীর যুক্ত থাকার অভিযোগ সামনে আসে। এভাবে বারবার গাঁজা ও বিভিন্ন মাদকজাত দ্রব্য পাচারে জিআরপির নাম জড়ানোয় ক্ষুব্ধ আরপিএফ। এছাড়া উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় রেল রুটে অবাধে গাঁজা ও মাদক পাচারের বিষয়টিও তারা ভালোভাবে দেখছে না। আরপিএফ এনিয়ে জিআরপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে। তাদের দাবি, আরপিএফকর্মীরা মাদক ও গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পর তা জিআরপি ও কাস্টমসের হাতে তুলে দেয়। তারপর বিষয়টি নিয়ে জিআরপির তদন্ত করার কথা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার এন জয় প্রকাশ বলেন, 'কোনও নেশার সামগ্রী বাজেয়াপ্ত হলে তা জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে তারপর কীভাবে জিআরপিকর্মীদের একাংশ মাদক পাচারের কাজে যুক্ত হয়ে পড়ছেন তা তাঁরাই বলতে পারবেন।'

অন্যদিকে, বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

এদিকে, চলতি মাসে কলকাতা থেকে কাস্টমসের বিশেষ দল আলিপুরদুয়ার ডিআরএম অফিসে গোপন বৈঠক করে। সেখানে রেলপথে কীভাবে মদ-গাঁজার মতো জিনিস বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ছে, বা কাদের হাতে এই চক্র চলছে সেই বিষয়েও আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে আরপিএফের বিশেষ দল মদ, বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, গাঁজা সহ পপি বীজ ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করেছে। তা জিআরপির একশ্রেণির কর্মীর মাধ্যমেই বাজারে ছড়িয়ে পড়ছে বলে মনে করে আরপিএফ। তবে এবিষয়ে রেলকর্তারা সরাসরি কোনওকিছু বিশদে বলতে নারাজ। এমনকি জিআরপির বিষয়টি নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের সিনিয়ার ডিসিএম অভয় গণপত সনপ।

এনিয়ে শিলিগুড়ির এসআরপি (জিআরপি) কানওয়ার ভূষণ সিং সহ জিআরপির একাধিক কর্তাকে ফোন করেও কোনও বক্তব্য মেলেনি। রেলের তরফে অবশ্য ট্রেনের এসকর্ট সহ আরপিএফকর্মীদের ওপর বিশেষ নজরদারি চালানো হয়। এমনকি কর্মীদের ব্যাগপত্রও পরীক্ষা করে দেখা হয়। ফলে আরপিএফকর্মীদের এরকম অবৈধ কাজে সরাসরি যুক্ত থাকা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। তবে জিআরপির ক্ষেত্রে অবশ্য তেমন কোনও বিধিনিষেধ থাকে না। ফলে সহজেই তাদের একাংশ পাচার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ছে বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিককালে একাধিক ঘটনায় বিপুল পরিমাণ মদ, গাঁজা ও পপি বীজ বাজেয়াপ্ত করা হলেও তা পরে খোলা বাজারে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা সামনে আসে। তাই নিয়ে জল্পনাও চলে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলার বিভিন্ন জায়গায় পপি চাষের বাড়বাড়ন্ত লক্ষ করা গিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ অবশ্য পপিখেত ধ্বংস করতেও উদ্যোগ নেয়।

টানাপোড়েন

- উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় রেল রুটে অবাধে গাঁজা ও মাদক পাচারের বিষয়টিও তারা ভালোভাবে দেখছে না
- আরপিএফের দাবি, তাদের কর্মীরা মাদক ও গাঁজা বাজেয়াপ্ত করার পর তা জিআরপি ও কাস্টমসের হাতে তুলে দেয়
- তারপর জিআরপির সেই নিয়ে তদন্ত করার কথা
- সাম্প্রতিক কয়েকটা ঘটনায় মাদক দ্রব্য পাচারে জিআরপির কয়েকজন কর্মীর নাম জড়িয়েছে
- যদিও এনিয়ে সরাসরি কোনও পক্ষই মুখ খুলতে নারাজ

তৃণমূলে যোগদান

সোনাপুর, ৩০ জুন : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের বঞ্চুকামারিতে সোমবার তৃণমূলের একটি কর্মীসভায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য যোগ দিলেন তৃণমূলে। বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১২/১১৯ বুথের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন স্বপ্না সূত্রধর মোদক। তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায় জানান, এই যোগদানের ফলে ওই এলাকায় তৃণমূল আরও শক্তিশালী হবে। যদিও সেকথা মানতে চাননি বঞ্চুকামারি অঞ্চল বিজেপির প্রমুখ বলরাম বর্মনের।

প্রস্তুতি

কালচিনি ও কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জুন : ২১শে জুলাই কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ স্মরণে সমাবেশ নিয়ে সোমবার কালচিনিতে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের প্রস্তুতি বৈঠক হল। সংগঠনের জেলা সহ সভাপতি আকাশ হরিজন বলেন, 'কলকাতার সমাবেশে কালচিনি ব্লক থেকেই সংগঠনের প্রায় ১০০০ কর্মী-সমর্থক যাবেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই এবার প্রথম ওই সমাবেশে যাবেন।' অন্যদিকে, তৃণমূলের কামাখ্যাগুড়ি-১ নম্বর অঞ্চল কমিটির ব্যবস্থাপনায় চকচকা চৌপথিতে পথসভা হয়।

পুলিশ হেপাজত

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে গাঁজা পাচারের অভিযোগে ২৪ জুন জিআরপির ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স (এনভিএফ) দুজন সিভিককে গাঁজা সমেত গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। প্রথমে তাঁদের সাতদিনের পুলিশ হেপাজতে দেওয়া হয়েছিল। সোমবার আদালতে তুললে ফের দু'দিনের পুলিশ হেপাজত দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

সংবর্ধনা

জটেশ্বর, ৩০ জুন : দীর্ঘ কর্মজীবন সমাপ্ত করে পর সোমবার অবসর নিলেন এথেলবাড়ি চা বাগানের চা শ্রমিক বিমলা ওরাওঁ। তাঁকে বিদায় জানানোর এই অনুষ্ঠানে ধামসা-মাদল বাজিয়ে নাচগানের আয়োজন করা হয়। শেষে তাঁর কর্মজীবন নিয়ে স্মৃতিচারণা করেন সহকর্মীরা। এদিন বিদায় নেওয়ার সময় নিজের চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি বিমলা। তিনি বলেন, 'সত্যি এদিন কাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করছে না।'

এভাবেই টোটোতে করে নিয়ে যাওয়া হয় নির্মাণসামগ্রী। কামাখ্যাগুড়িতে।

টোটোয় ভারী পণ্য, দুর্ঘটনার আশঙ্কা

প্রশাসনের উদাসীনতায় ক্ষুব্ধ কামাখ্যাগুড়ি

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জুন : যাত্রী পরিবহণের নামে বাজারে এসেছিল টোটো। কিন্তু, টোটোর সেই যাত্রীর সিটে পণ্য বসিয়ে বহালতবিয়তে পরিবহণ দেখে মনে হবে প্রশাসন যেন এরই জন্য টোটোর অনুমোদন দিয়েছে। কামাখ্যাগুড়ির রাজ্য সড়ক সহ অন্যান্য রাস্তায় পরিস্থিতি এমনই যে, পথচলতি মানুষ একটু অসতর্ক হলেই তাঁদের দুর্ঘটনার কবলে পড়ার সম্ভাবনা। হতে পারে প্রাণহানিও। বিষয়টি নিয়ে কুমারগ্রাম থানার আইসি শমীক চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'টোটোয় ভারী পণ্য পরিবহণ নিষিদ্ধ। টোটোচালকরা এমনটা করলে আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে।'

বর্তমানে টোটোচালকদের একাংশ লোহার পাইপ, রড, পাত, টিন সহ নানা ভারী সরঞ্জাম পরিবহণ করছেন। সেগুলির তীক্ষ্ণ কিংবা ধারালো অংশ টোটোর সামনে ও পেছনে বিপজ্জনকভাবে বেরিয়ে থাকছে। পণ্যের ভারে টোটোর ব্রেকও কাজ করে না অনেকসময়। কোনও পথচারী, যানচালক সতর্কভাবে না চললে যে কোনও সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সাধারণ মানুষ। অথচ প্রশাসন পুরো বিষয়টিতে নির্বিকার। এনিয়ে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের শিক্ষক মানিক সাহা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'স্কুল পড়ুয়ারা নিয়মিত এ ধরনের সমস্যায় পড়ছে। খুবই বিপজ্জনক ব্যাপার। একবার আমিও রড ও পাইপ বহনকারী টোটোর জেরে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। জয়গাঁ, ফালাকাটায় পুলিশ এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ করেছে। কামাখ্যাগুড়ির ক্ষেত্রে কেন কিছু হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না।' বিষয়টি নিয়ে চিন্তায় স্কুল পড়ুয়ারাও। প্রবীর দাস নামে এক স্কুল পড়ুয়ার কথায়, 'প্রতিনিয়ত ভারী মালপত্র নিয়ে টোটোগুলি চলাচল করে। স্কুলে অতি সাবধানে যাতায়াত করতে হয়।'

> একবার আমিও লোহার পাইপ বহনকারী টোটোর জেরে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। জয়গাঁ, ফালাকাটায় পুলিশ এ ব্যাপারে কড়া পদক্ষেপ করেছে। কামাখ্যাগুড়ির ক্ষেত্রে কেন কিছু হচ্ছে না বোঝা যাচ্ছে না।
>
> **- মানিক সাহা**
> শিক্ষক, কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল

টোটোয় পণ্য পরিবহণে সমর্থন করছেন না কামাখ্যাগুড়ি টোটো ইউনিয়নের সভাপতি দীপঙ্কর ঘোষও। তাঁর কথায়, 'টোটোয় কখনই পণ্য পরিবহণ করা উচিত নয়। ইউনিয়নের তরফে সবসময় টোটোতে যাত্রী পরিবহণের কথাই বলা হয়। ফের তা জানিয়ে দেওয়া হবে।' একইভাবে আপত্তি জানিয়েছে কামাখ্যাগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতিও। সমিতির সম্পাদক প্রাণকৃষ্ণ সাহার মন্তব্য, 'বিষয়টি চিন্তাজনক। অবিলম্বে প্রশাসনের পদক্ষেপ করা উচিত।'

যদিও এ বিষয়ে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির ওসি প্রদীপ মণ্ডল জানাচ্ছেন, টোটোয় লোহার পাইপ, পাত পরিবহণের বিষয়টি তাঁর জানা নেই। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে বলে তিনি জানান।

উড্ডা নদীর সেতু বেহাল

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৩০ জুন : গত ৩ এপ্রিল শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় উড্ডা নদীর সেতু দিয়ে ট্রাক যাওয়ার সময় সেতুটি মাঝখানে বসে যায়। কিন্তু তারপর আর সেতু মেরামত করা হয়নি। ফলে হাজার হাজার মানুষ ওই সেতু দিয়ে বিপজ্জনকভাবে যাতায়াত করছেন। কারণ তাঁদের বিকল্প কোনও পথ নেই। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে এলাকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ দিন-দিন বেড়ে চলেছে।

সেতুটি দিয়ে যাতায়াত করেন বাদাইটারি, শিবনাথপুর, ভৈরবহাট, ময়রাডাঙ্গা, কুঞ্জনগর ও খাউচাঁদপাড়ার জনগণ। তাঁদের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্কুল, বাজার এমনকি মৃতদেহ দাহ করার জন্য শ্মশানে আসতে হয় এই সেতুর উপর দিয়েই। শিবনাথপুরের বাসিন্দা দীপচান বর্মন বলেন, 'এই সেতু পার করেই ওপারে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সব গন্তব্য রয়েছে। হাটবাজার থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, স্কুল সব ওপারে। কিন্তু, সেই যে সেতুর মাঝখানটা বসে গেল, তারপর আর মেরামত করা হল না। খুব ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।' সামনেই ভরা বর্ষা। সেসময় সেতুটির অস্তিত্ব আদৌ থাকবে কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

সংস্কার হল না উড্ডা নদীর সেতু।

সেতুর অপর পারে থাকা বিরসা বিদ্যাভবন হাইস্কুলে পড়াশোনা করে এপারের ছাত্র রাজা মণ্ডল, সুজন দাস, ললিতা বর্মন, অনীতা বর্মনরা। তারা জানাল, বাড়ি থেকে স্কুলের দূরত্ব চার-পাঁচ কিমি। সেতুর মাঝখানে এমনভাবে বসে গিয়েছে যে, তাদের সাইকেল নিয়ে যাতায়াতের সময় পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তারা চায় দ্রুত সেতুর মেরামতি হোক।

এ ব্যাপারে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় জানালেন, সেতু মেরামতির জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন, সেটা দেওয়ার ক্ষমতা নেই পঞ্চায়েত সমিতির। ব্যাপারটি জেলা পরিষদে জানানো হয়েছে। ওই এলাকা থেকে নির্বাচিত আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের খাদ্য ও সরবরাহ কর্মাধ্যক্ষ মানিক রায় জানাচ্ছেন, গোটা আলিপুরদুয়ার জেলার ৩২টি বেহাল সেতুর তালিকা কলকাতার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। কারণ জেলা পরিষদের পক্ষে ওই সেতুগুলির মেরামতি বা নতুন করে তৈরির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ নেই। কলকাতার দপ্তর থেকে অর্থ বরাদ্দ কবে হবে, তা জানেন না তিনি।

> সেই যে সেতুর মাঝখানটা বসে গেল, তারপর আর মেরামত করা হল না। খুব ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হচ্ছে।
>
> **দীপচান বর্মন**
> স্থানীয় বাসিন্দা

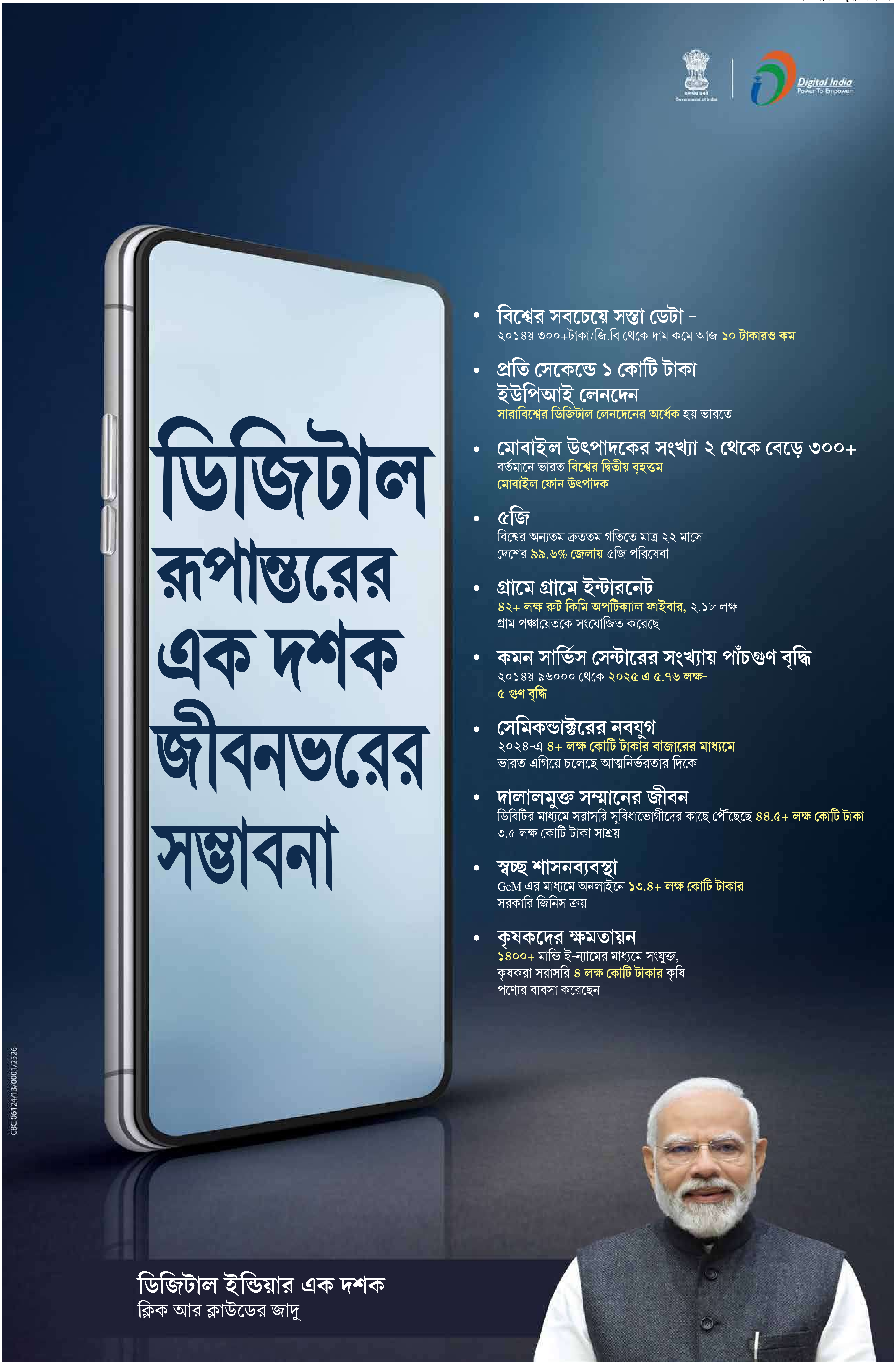
Digital India
Power To Empower
ডিজিটাল রূপান্তরের এক দশক জীবনভরের সম্ভাবনা
বিশ্বের সবচেয়ে সস্তা ডেটা -
২০১৪য় ৩০০+টাকা/জি.বি থেকে দাম কমে আজ ১০ টাকারও কম
প্রতি সেকেন্ডে ১ কোটি টাকা ইউপিআই লেনদেন
সারাবিশ্বের ডিজিটাল লেনদেনের অর্ধেক হয় ভারতে
মোবাইল উৎপাদকের সংখ্যা ২ থেকে বেড়ে ৩০০+
বর্তমানে ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মোবাইল ফোন উৎপাদক
৫জি
বিশ্বের অন্যতম দ্রুততম গতিতে মাত্র ২২ মাসে দেশের ৯৯.৬% জেলায় ৫জি পরিষেবা
গ্রামে গ্রামে ইন্টারনেট
৪২+ লক্ষ রুট কিমি অপটিক্যাল ফাইবার, ২.১৮ লক্ষ গ্রাম পঞ্চায়েতকে সংযোজিত করেছে
কমন সার্ভিস সেন্টারের সংখ্যায় পাঁচগুণ বৃদ্ধি
২০১৪য় ৯৬০০০ থেকে ২০২৫ এ ৫.৭৬ লক্ষ- ৫ গুণ বৃদ্ধি
সেমিকন্ডাক্টরের নবযুগ
২০২৪-এ ৪+ লক্ষ কোটি টাকার বাজারের মাধ্যমে ভারত এগিয়ে চলেছে আত্মনির্ভরতার দিকে
দালালমুক্ত সম্মানের জীবন
ডিবিটির মাধ্যমে সরাসরি সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছেছে ৪৪.৫+ লক্ষ কোটি টাকা ৩.৫ লক্ষ কোটি টাকা সাশ্রয়
স্বচ্ছ শাসনব্যবস্থা
GeM এর মাধ্যমে অনলাইনে ১৩.৪+ লক্ষ কোটি টাকার সরকারি জিনিস ক্রয়
কৃষকদের ক্ষমতায়ন
১৪০০+ মান্ডি ই-ন্যামের মাধ্যমে সংযুক্ত, কৃষকরা সরাসরি ৪ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পণ্যের ব্যবসা করেছেন
ডিজিটাল ইন্ডিয়ার এক দশক
ক্লিক আর ক্লাউডের জাদু
CBC 06124/13/0001/2526

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৪ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৬ আষাঢ় ১৪৩২

রাজনীতির পরিহাস

যেন জরুরি অবস্থার বাৎসরিক পালন। তা-ও আবার গণতন্ত্রের কালো অধ্যায়ের ৫০ বছর পূর্তি। কংগ্রেসকে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। আস্ত বই-ই লিখে ফেলেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তাঁর মন কি বাত-এও চর্চায় জরুরি অবস্থা। দেশজুড়ে বিজেপির সেমিনার ইত্যাদিতে বোঝানো হচ্ছে, গণতন্ত্রকে উজ্জ্বল পথে নিয়ে যাওয়ার দিশারি নরেন্দ্র মোদি। যদিও দেশে-বিদেশে প্রধানমন্ত্রীর নানা কর্মসূচিতে করতালির তালে তালে 'মোদি মোদি' ধ্বনি মনে করিয়ে দেয় জরুরি অবস্থাকালীন 'ইন্ডিয়া ইজ ইন্দিরা, ইন্দিরা ইজ ইন্ডিয়া' স্লোগানটিকে।

ভারত কেন পৃথিবীর ইতিহাসেও দেশ ও নেতাকে এক করে দেখানোর সেই স্লোগানের মতো স্বৈরতন্ত্রের পরাকাষ্ঠা আর কিছু হয় না। সেই ঘটনার অর্ধশতবর্ষ পূর্তিতে বিজেপি একদিকে সেই শাসনের মুণ্ডপাত করছে, অন্যদিকে নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষার কান্ডারি হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে। ঘটা করে পালিত হল সংবিধান হত্যা দিবস।

ইতিহাসের পরিহাস এমনই যে, ইন্দিরার পরের দ্বিতীয় প্রজন্ম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের লাগাম এখন যাঁর হাতে, সেই রাহুল গান্ধি সংবিধান হাতে ঘুরে বেড়ান। সংসদের ভেতরে তো বটেই। নির্বাচনি প্রচারেও। ব্যতিক্রম নন কংগ্রেসের গর্ভে বিকশিত হয়ে পরে পৃথক দল তৃণমূলের জন্মদাত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রাজত্বে নাগরিক অধিকার পদদলিত হওয়ার ঘটনা কম নয়। কিন্তু তিনিও সংবিধানের ভজনায় ব্যস্ত থাকেন।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও রোজ জরুরি অবস্থার নানা সংস্করণ প্রায়ই উপলব্ধি হয়। যে ব্যবস্থার শিকার হয়েছেন স্ট্যান স্বামী থেকে শুরু করে উমর খালিদ, প্রবীর পুরকায়স্থ প্রমুখ। এ দেশে রাষ্ট্রদোহ দমনের নামে এখনও যে 'ইউএপিএ' আইন টিকে আছে, তা তো ইন্দিরা প্রবর্তিত 'মিসা' কিংবা পরবর্তীকালে 'টাডা'রই নতুন সংস্করণ। যাঁরা গণতন্ত্রের জয়গানে মুখর, তাঁরা কিন্তু ভুলেও কখনও 'ইউএপিএ' প্রত্যাহারের পক্ষে সওয়াল করেন না।

যতই সংবিধানের কথা বলা হোক না, বিভিন্ন শাসনে তাকে ব্যবহার করেই নানা স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপ করা হয়েছে। জরুরি অবস্থার শাসনে দেশজুড়ে যে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়েছিল, ১৯৭৭-এর লোকসভা নির্বাচনে তা কার্যত বিদ্রোহের আকারে প্রতিফলিত হয় ব্যালট বক্সে। মানুষ একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল সংঘ পরিবার। ইন্দিরাকে পর্যুদস্ত করে যে জনতা দল ক্ষমতায় এসেছিল, তার বড় শরিক ছিল জনসংঘ। যে দলটি এখনকার বিজেপির পূর্বসূরি। জনতা দল ভেঙে জনসংঘীরা বিজেপির পত্তন করেছিলেন।

একদা কংগ্রেসি, পরে সমাজতন্ত্রী জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে ছাতার তলায় সেই যে জনসংঘীদের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল, সেটাই এখনও চলছে ভারতবর্ষে। গান্ধিবাদী জয়প্রকাশ গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে হিন্দুত্ববাদী জনসংঘকে সঙ্গে নিয়েছিলেন। অন্যদিকে, সংঘ পরিবার জয়প্রকাশের মতো জননেতার ক্যারিশমাকে ব্যবহার করে নিজেদের গুছিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় রাজনীতির চালচিত্রে। জরুরি অবস্থায় আরএসএসকে নিষিদ্ধ করেছিলেন ইন্দিরা। জয়প্রকাশের হাত ধরে সেই আরএসএস এল পাদপ্রদীপের আলোয়।

এতে একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংঘ পরিবার নিজেকে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের অন্যতম সৈনিক হিসাবে নিজেদের দেখানো শুরু করতে পেরেছিল। ফলে কংগ্রেস বিরোধী অন্যতম শক্তি হয়ে দেখা দিল জনসংঘ ও পরে বিজেপির বকলমে সংঘ পরিবার। কিন্তু জয়প্রকাশ নারায়ণের সংশ্রব সংঘ পরিবারের হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ভোল বদলাতে পারেনি। উলটে পায়ের তলার মাটি শক্ত হওয়ার পর বিজেপি হিন্দুত্ববাদী অ্যাজেন্ডাকে আরও আঁকড়ে ধরেছে।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নাম করে শুরু হওয়া সেই অভিযানের এখনকার চেহারা স্পষ্ট। জনমতের তোয়াক্কা না করে নানা পদক্ষেপ ও বিরোধী মতের প্রতি প্রতিহিংসামূলক আচরণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে এখন নিয়ম হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে তেমন ভেদ নেই। যে দল যেখানে ক্ষমতায়, সেখানেই নাগরিক অধিকার লঙ্ঘন হয়ে থাকে। ফলে সংবিধান হত্যা দিবস পালন গণতন্ত্রের মৃত্যুতেই একধরনের সিলমোহর দিচ্ছে।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক ব্রাত্যই

ব্রিটিশ শাসিত ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে ফাঁসি দেওয়া হয় তিলকা মাঝিকে। তাঁকে ইতিহাস মনে রাখেনি।

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

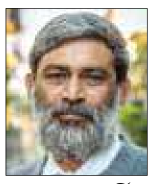

বহুযুগ পরপর পৃথিবীতে কিছু যুগপুরুষ মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে যাঁরা তাঁদের বর্ণময় সংগ্রামী জীবনচর্যার জন্য রক্তমাংসের মানুষ হয়েও পরবর্তীকালে অতিমানব বা প্রায় 'মিথ' হয়ে উঠেছেন-লৌকিক হয়েও তাঁরা অলৌকিক স্বপ্নমানব হয়ে ইতিহাসে বিরাজ করছেন। আমরা উত্তরপুরুষরা তাঁদের রূপকথার চরিত্র ভাবি। দেবেশ রায়ের ভাষায় এঁরা 'পরণকথার মানুষ'। দলিত ভারতের ক্ষেত্রে আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক সিধো-কানহো (১৮১৫/২০-১৮৫৬), উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহের নায়ক বিরসা মুন্ডা (১৮৭৫-১৯০০) এমনকি ঐতিহাসিক নকশালবাড়ি বিদ্রোহের নায়ক, জঙ্গল সাঁওতালকে (১৯২৫-১৯৮৮) তার উদাহরণ ভাবা যেতে পারে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা ব্রিটিশবিরোধী জনজাতীয় কৃষক বিদ্রোহগুলোর ইতিহাসে এর চাইতেও আগুয়ান এক কম চর্চিত কিংবদন্তী চরিত্র আছে। তিনি আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের মহানায়ক, তৎকালীন বিহারের ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জের তিলকপুর বনাঞ্চলের সাঁওতাল গোষ্ঠীপতি, বাবা তিলকা মাঝি (১৭৫০-১৭৮৫)। আজ থেকে ২৭৫ বছর আগে বিহারের ভাগলপুরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। বলা হয়, আগুনের মতো রক্তচক্ষু ছিল বলেই তাঁকে তিলকা নামে ডাকা হত! তিনি জাবরা পাহাড়িয়া নামেও পরিচিত ছিলেন। তিলকা মাঝির নেতৃত্বেই সিধো-কানহোর আধুনিক সাঁওতাল বিদ্রোহের ৭১ বছর আগে, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে ভাগলপুর-সুলতানগঞ্জে ভারতের প্রথম সশস্ত্র কৃষক অভ্যুত্থান বা আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল।

সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা যদি মহাকাব্যময় ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের রাম-লক্ষ্মণ বা অর্জুন হন, তাহলে বিপ্লবী তিলকা মাঝিকে আমাদের ভারতীয় জনজাতি বিদ্রোহের বাল্মীকি বলতেই হবে। বাল্মীকি-- কারণ তাঁর পদাঙ্ক ধরেই অষ্টাদশ থেকে বিংশ শতাব্দীর বৃটিশ ভারতে ১৫০ বছর ধরে সংগঠিত হয়েছিল কম করে ২৫টি জনজাতীয় বিদ্রোহ। যদিও এসব বিদ্রোহের সবক'টির পর্যাপ্ত লিখিত ইতিহাস নেই। ১৮৫৫-'৫৬-র সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং বিরসা মুন্ডার নেতৃত্বে মুন্ডা বিদ্রোহ বা 'উলগুলান' (১৮৯৯-১৯০০) এগুলোর অন্যতম। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, তিলকা মাঝির নেতৃত্বে সংগঠিত আদি সাঁওতাল বিদ্রোহই ছিল পরবর্তীকালে সংগঠিত ভারতের সকল ব্রিটিশবিরোধী গণসংগ্রামের সূতিকাগার। তিলকা মাঝিই প্রথম ভারতীয় যিনি সশস্ত্র ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তির-ধনুকের গেরিলা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন। শুধু ভারতবর্ষের নয়, গোটা পৃথিবীর তখনকার পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তিলকা মাঝির এই হাড়হিম করা ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ ইতিহাসবিদদের কাছে আজও একটি বিস্ময় উদ্রেককারী ঘটনা। আরও মনে রাখতে হবে আজ থেকে প্রায় ২৫০ বছরেরও বেশি আগে ইংরেজদের অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে তিলকা মাঝি যখন বিদ্রোহ করছেন, তখন মঙ্গল পান্ডে, ক্ষুদিরাম তো দূরের কথা, জার্মানির হিটলার, চিনের মাও সে তুং, ভারতের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-- এঁরা কেউই পৃথিবীতে আসেননি। তখনও এমনকি ইউরোপে ফরাসি বিপ্লবেরও সূচনা হয়নি। ভারতীয় উপমহাদেশে, এমনকি গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আধুনিক সভ্যতার আলো ফোটার আগেই অরণ্য-শ্বাপদময় বিহারে, সামাজিক বিপ্লব নয়, রীতিমতো রাজনৈতিক বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়েছিলেন ৩৪ বছরের সাঁওতাল তরুণ তিলকা মাঝি! সিধো, কানহো বা বিরসা মুন্ডার তখন জন্মই হয়নি। অরণ্যবেষ্টিত পল্লিতে পল্লিতে শালপাতার 'সারজম গিরা' পাঠিয়ে তিলকা, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সহজ-সরল কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীদের সংগঠিত করতেন। বলাবাহুল্য মধ্যযুগীয় ভারতে তখন মোগল আমলের শেষ পর্ব। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তখন সদ্য সদ্য মোগলদের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি পেয়েছে। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন সবে বাংলার বড়লাট হয়েছে। তার লক্ষ্য তখন যেনতেনপ্রকারেণ কোম্পানির তহবিল বাড়াও, ভারতীয়দের শোষণ করো!

ভারতীয় মহাফেজখানাগুলোতে রবার্ট ক্লাইভ, কর্নওয়ালিস বা ওয়ারেন হেস্টিংসের আলোকচিত্র থাকলেও ব্রিটিশবিরোধী প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী, প্রথম অ্যান্টি-ব্রিটিশ গেরিলা যোদ্ধা, দেশের প্রথম ফাঁসি শহিদ, তিলকা মাঝির ফোটো নেই। আমাদের কাছে যা আছে, তিলকা মাঝি থেকে শুরু করে সিধো-কানহো বা বিরসা মুন্ডা- প্রায় সবগুলোই আঁকা ছবি। তিলকা প্রসঙ্গে যৎসামান্য যা কিছু কথা আছে সেগুলোর অধিকাংশই আবেগতাড়িত আদিবাসী বুদ্ধিজীবী বা কিছু বিহারভিত্তিক মিডিয়ার লোকজনদের লেখা!

মনে রাখতে হবে, ৩০ জুন যে 'হুল দিবস' বা, 'সাঁওতাল বিদ্রোহ দিবস' পালিত হয় সেই অভ্যুত্থান ঘটেছিল ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বিহারের ভাগনাডিহির মাঠে। জায়গাটি আজকের ঝাড়খণ্ডের রাজমহল পাহাড়ে। ১৮৫৫-র ৩০ জুন ১০ হাজার সাঁওতাল ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে সিধো-কানহো-চাঁদ-ভৈরব ও তাঁদের দুই বোন এক ঐতিহাসিক ব্রিটিশবিরোধী বিদ্রোহ, 'হুল মাহা' বা 'সাঁওতাল হুল' (সাঁওতালি ভাষায় বিদ্রোহকে হুল বলে) সংগঠিত করেছিল। এই বিদ্রোহই ঐতিহাসিক 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নামে পরিচিত এবং ২০২৫-এ এসে এই অভ্যুত্থান ১৭১ বছরে পড়ল। শুধু এই অভ্যুত্থানই নয় তিলকা মাঝির আদি সাঁওতাল বিদ্রোহের (এই বিদ্রোহকে কেউ কেউ পাহাড়িয়া বিদ্রোহও বলেছে) প্রেরণায় ভারতে কোল বিদ্রোহ, পাইক বিদ্রোহ, উলগুলান বা মুন্ডা বিদ্রোহ, ভিল বিদ্রোহ, ভুমিজ বিদ্রোহ বা গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা-র মতো বহু জনজাতি বিদ্রোহ হয়েছে।

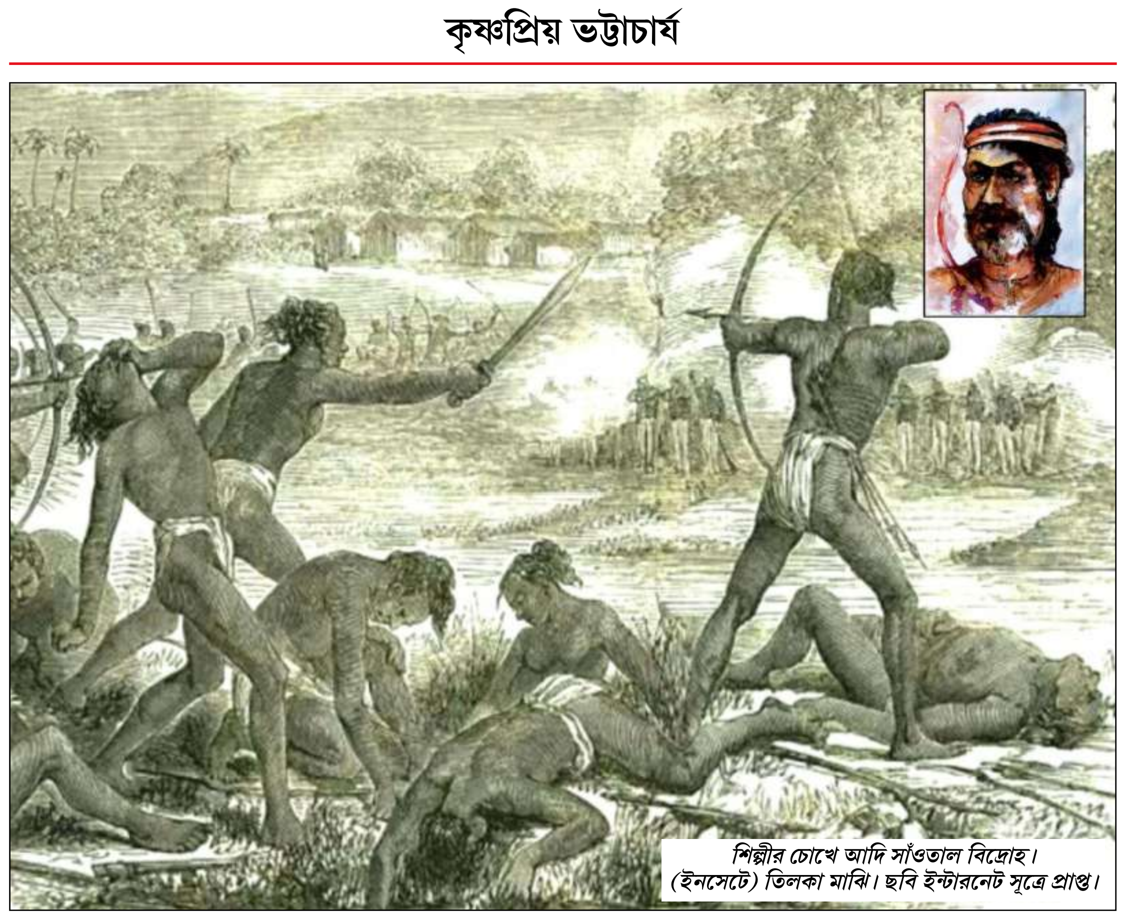

শিল্পীর চোখে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহ। (ইনসেটে) তিলকা মাঝি। ছবি ইন্টারনেট সূত্রে প্রাপ্ত।

তিলকা মাঝির নেতৃত্বে আদি সাঁওতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল ও পাহাড়িয়া আদিবাসীরা ভাগলপুরের ব্রিটিশ ট্রেজারি লুট করে অনাহারক্লিষ্ট ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মধ্যে সেখানকার ধনভাণ্ডার বিতরণ করেছিলেন। ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁরা তৎকালীন বিহারের রামগড়ের পঞ্জাব রেজিমেন্টের হেডকোয়ার্টার আক্রমণ করে ব্রিটিশ সেনাদের সেখান থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছিলেন। আর এই বিদ্রোহের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের এক প্রকাশ্য দিবালোকে তিলকা মাঝি নিজে তাঁর বিষ মাখানো তির দিয়ে ভাগলপুর ও সন্নিহিত এলাকার ব্রিটিশ কালেক্টর ও জজসাহেব, বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের স্নেহভাজন, ৩০ বছরের আগুয়ান স্কটিশ তরুণ, লেফটেন্যান্ট অগাস্টাস ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে হত্যা করেছিলেন। ঘোড়ায় চড়ে বনের মধ্য দিয়ে যাবার পথে উঁচু পাহাড়ের গোপন ডেরা থেকে তিলকা তাঁকে তির মেরেছিলেন। পরে জাহাজে করে লন্ডন যাত্রাপথে আক্রান্ত ক্লিভল্যান্ডের মৃত্যু হয়। লজ্জায় ও অপমানে ব্রিটিশরা কলকাতার সাউথ পার্কস্ট্রিটে ক্লিভল্যান্ডের সমাধিফলকে এই করুণ অপমৃত্যুর সঠিক কারণ লেখেননি। বহু চেষ্টার পরে ক্লিভল্যান্ড সাহেবকে বাঁচানো না গেলেও তিলকা মাঝিকে ব্রিটিশ সেনারা তাঁর জঙ্গলের গোপন ডেরা থেকে গ্রেপ্তার করে। বলা হয়, চারটি ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে ভাগলপুরের রাস্তা দিয়ে কয়েক মাইল ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেলে তিলকার দেহ ক্ষতবিক্ষত হলেও তিনি বেঁচে ছিলেন। এমতাবস্থায় ১৭৮৫-র ১৩ জানুয়ারি ভাগলপুরের কালেক্টরের বাংলোর সামনের একটি বটগাছে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মারা হয়। এই ফাঁসিস্থলে এখন তিলকার মূর্তি আছে। তিলকা মাঝির ফাঁসিই ছিল ব্রিটিশ ভারতের প্রথম কোনও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ঘোষিত ফাঁসি। এর সঙ্গেই ৩৫ বছরের বীর তিলকা মাঝির জীবনের যবনিকা নামে। তিলকা মাঝির স্মৃতিতে ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন নামকরণ হয়, তিলকা মাঝি ভাগলপুর ইউনিভার্সিটি। ভাগলপুর-সুলতানপুরে তিলকার সম্মানে এখন অনেক স্মৃতিচিহ্ন! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের লিখিত ইতিহাসে তিলকা মাঝি আজও কম উচ্চারিত, প্রায় ব্রাত্যই!

(লেখক লোকগবেষক ও সাহিত্যিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

আজ

১৮৮২

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৮

ওস্তাদ রাশিদ খানের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেশের গণতন্ত্র ও সামাজিক পরিকাঠামোর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা কখনও শত্রু নয়। শত্রু সীমান্তের ওপারে থাকতে পারে। দেশের ভিতরে থাকা উচিত নয়। সাংবিধানিক পদে থাকা ব্যক্তিরা প্রায়ই সমালোচনার শিকার হন।

- জগদীপ ধনকর

ভাইরাল/১

শিম্পাজিটিকে রক্ষা করেছিলেন এক ব্যক্তি। বহুদিন বাদে তাদের দেখা হল। কিছু ফল নিয়ে এসেছিলেন বন্ধুর জন্য। আনন্দে শিম্পাজি তাঁকে জড়িয়ে ধরে। তারপর বন্ধুর আনা ফলগুলি নিয়ে আবার বনের মধ্যে মিলিয়ে যায়।

ভাইরাল/২

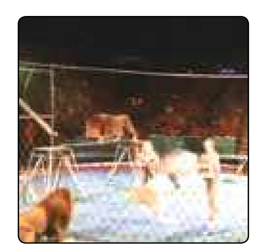

সার্কাস দেখতে ভিড় জমেছে। লোহার ব্যারিকেডের ভিতরে রিংমাস্টাররা কয়েকটি সিংহ নিয়ে খেলা শুরু করেন। একটি সিংহ হঠাৎ রেগে গিয়ে রিংমাস্টারকে আক্রমণ করে। পাশের রিংমাস্টাররা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কোনওক্রমে রক্ষা পান তিনি।

জনমন
জনমত

ট্রেন্ডের নাম হলুদ-জল

নেট দুনিয়ার জগতে পা রাখলেই সর্বত্র চোখে পড়ছে হলুদ-জলের বিভিন্ন ভিডিও। মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট অন করে সেটা উলটে রেখে অন্ধকার ঘরে একটা কাচের গ্লাস, বোতল বা যে কোনও পাত্রে জল ভরে তাতে এক চামচ হলুদ গুঁড়ো ফেললেই ম্যাজিক। উজ্জ্বল আভার বিচ্ছুরণ। আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই এতে বেশ আনন্দিত। আর সেটাকে কেন্দ্র করে কত না রিলস, ভিডিও বানানো হচ্ছে। এই হলুদ-জলের ধামাকায় কেউই কিন্তু পিছিয়ে নেই।

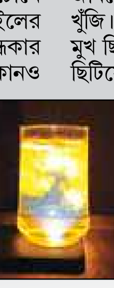

কোনওকিছুর ট্রেন্ড তখনই হয় যখন তার প্রাচুর্যতা থাকে বেশি। যা ক্ষতিকারক নয় এবং যা সহজেই করা সম্ভব হয়। কিন্তু কী এই হলুদ-জল? কী এর রহস্য? আসলে এখনকার ব্যস্ততম জীবনে আমরা প্রায় সবাই কমবেশি একটু আনন্দ খুঁজি। কিছুদিন আগে ট্রেন্ড ছিল, একটা বোতলের মুখ ছিদ্র করে তাতে জল ভর্তি করে চারদিকে জল ছিটিয়ে ছবি তোলা বা রিলস বানানো। এরপর এল ঘিবলি আর্ট। লকডাউনে ছিল ডালগোনা কফি। এখন হলুদ-জলের পাশাপাশি বেশ চলছে বকুলতলায় মেলার গান।

এই হলুদ-জলের ভিডিও প্রায় সবাইকে বেশ আকৃষ্ট করেছে, বিশেষত শিশুদের। তবে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাও রয়েছে। কিন্তু অত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পেছনে না ছুটে ট্রেন্ডে গা ভাসিয়ে নিজে ভালো থাকলে এবং অন্যকে ভালো রাখলে ক্ষতি কী?

পারমিতা ব্যানার্জি চক্রবর্তী
হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি।

সমগ্র শিক্ষা মিশনকে সাধুবাদ

সম্প্রতি মানেকা গান্ধি ম্যাডামের পরামর্শ মোতাবেক এ রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশন বিভিন্ন স্কুল চত্বরের আশপাশের পথকুকুরদের নিয়মিত মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার দিতে সব জেলার শিক্ষা আধিকারিকদের কাছে নির্দেশ পাঠিয়েছে। সেইসঙ্গে পথকুকুরদের টিকাকরণের ব্যবস্থা করতেও নির্দেশ দিয়েছে।

মিড-ডে মিলের সেলফ হেল্প গ্রুপের মাধ্যমে এই কর্মসূচি পরিচালিত হবে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে মানুষ এবং পথকুকুরদের মধ্যে সংঘাত কমবে। তাছাড়া এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাণীদের প্রতি কিশোরদের মনে যেমন সহানুভূতি বাড়বে, তেমনই মানুষের প্রতি ভালোবাসাও বাড়বে, যা ভবিষ্যতে সুনাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে সংবিধানের প্রতি আনুগত্য বাড়বে। কারণ সংবিধানের ৫১এ (জি) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া সব নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য। রাজ্যের সমগ্র শিক্ষা মিশনের এই নতুন সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্কুলে পশুদের মিড-ডে মিল ও কিছু প্রশ্ন

পঞ্চায়েত, পুরসভা উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে পথে বিড়াল, ছাগল, গোরুকে খাওয়ানোর দায়িত্ব নিক। এটা কি খুব বেশি চাওয়া?

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

শ্রীমতি মানেকা গান্ধির ইচ্ছায় সম্প্রতি আমাদের রাজ্য সরকার একটি নির্দেশিকা জারি করেছে। যেখানে বলা হয়েছে সরকারি বিদ্যালয়গুলির মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাদ্য খাওয়াতে হবে পথকুকুরদের এবং বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব একজনকে দিতে হবে। এটা যে খুবই ভালো উদ্যোগ তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পথের কুকুর, বিড়াল, গোরু, ছাগল সকলের প্রতি আমাদের মনুষ্যজাতির কিছু দায়িত্ব রয়ে গিয়েছে। আমরা অবশ্যই আমাদের সন্তানদের ছোট থেকেই শিক্ষা দিয়ে এদের ভালোবাসতে এদের ওপর অত্যাচার না করতে এবং পারলে এদের সঙ্গে খাবার ভাগ করতে শেখাই। এবং আমরা ব্যক্তিগতভাবে, পাড়াগতভাবে এবং বহু মানুষ এনজিও স্থাপন করে এই ধরনের কাজগুলো করেন। এখন প্রশ্ন হল সরকারি নির্দেশিকা জারির অর্থ 'বাধ্যতামূলকভাবে' প্রতিটি স্কুলের মিড-ডে মিলের উদ্বৃত্ত খাবার পথকুকুরদের খাওয়াতে হবে। উদ্বৃত্ত অন্ন খাওয়ানোর নির্দেশিকা নিয়ে বলার কিছু নেই।

কিন্তু প্রশ্ন অন্য জায়গায়। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ স্কুলে সীমানা প্রাচীর বলতে কিছু নেই। একই সঙ্গে মিড-ডে মিল খাওয়ার মতো ঘর নেই বাচ্চাদের। বাচ্চারা রোদে জলে ধুলোবালির ওপর বসে, দাঁড়িয়ে মিড-ডে মিল নামক বস্তুটি খায়। সামান্য বরাদ্দে খাবারদাবারের গুণমান নিয়ে নাইবা বললাম। আবার এই সামান্য খাবারটি ও পশ্চিমবাংলার বহু বাচ্চার কাছে মহার্ঘ। সে যাই হোক এবার সীমানা প্রাচীর না থাকায় রান্না করা থেকে খাবার সময় পর্যন্ত তাদের বিরক্ত করবার জন্য কুকুর, ছাগল, গোরু অবাধে প্রবেশ করতে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলগুলির কর্মীরা লাঠি হাতে এদের তাড়ানোর দায়িত্ব নেন। না, শারীরিকভাবে কোনও আঘাত করা উদ্দেশ্য মোটেই নয়। বরং শিশুগুলি শান্তিতে যাতে খেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

মানেকা গান্ধি একটু এগিয়ে ভেবেছেন। তিনি পশুপ্রেমী সবাই জানে। আমাদের চেয়ে নিশ্চয়ই তার পশুপ্রেমের গভীরতা অনেক বেশি। এবং ক্ষমতাও। সেজন্য তিনি আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা রাখেন। কাজেই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এই আইন। বদলে আমাদেরও কিছু আর্জি আছে। প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের মিড-ডে মিলের আওতায় আনা হোক। পুরসভা ও পঞ্চায়েতগুলি এই উদ্বৃত্ত খাদ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাক। পথে বিড়াল, ছাগল, গোরু সকলকে খাওয়ানোর দায়িত্ব এই পুরসভা বা পঞ্চায়েতগুলি নিক। স্কুলগুলো সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হোক। নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে ছোটরা নিরাপদে স্কুল করুক। পথকুকুর, বিড়ালদের চিকিৎসার দায়িত্ব সরকার নিক। স্থানীয় প্রশাসনকে এসব দায়িত্ব দেওয়া হোক।

খুব বেশি চাইলাম? এখন তো স্কুলগুলিতে পড়াশোনা বাদে আর সবকিছুকেই খুব গুরুত্ব দেওয়া হয়। যে কারণে সরকারি স্কুলগুলির ছাত্রসংখ্যা কমতে কমতে তলানিতে। অনেক স্কুল উঠেই গিয়েছে। কর্মচারী নিয়োগের বালাই নেই। নিয়োগ দুর্নীতির ঠেলায় তার নাভিশ্বাস উঠেছে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ পুষ্ট হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। সরকারি স্কুলের সামগ্রিক পরিকাঠামো উন্নতির দিকে বরং সরকার মন দিক। স্কুলের শিক্ষকরা পড়ুয়াদের পশুপ্রেম শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেটা নিয়ে এত চিন্তিত হবার কিছু হয়নি। সবাই সবার কাজটা মন দিয়ে করলে বরং সমাজের সামগ্রিকভাবে মঙ্গল হবে।

(লেখক পেশায় শিক্ষক। রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৮০

পাশাপাশি : ১। তেজ, পরাক্রম, জাঁকজমক ৩। আয়ুর্বেদগ্রন্থ-রচয়িতা প্রাচীন ঋষিবিশেষ ৫। পাপীদের ত্রাণকর্তা ৬। তামা, পিতল ইত্যাদি ধাতুপাত্রের দাগ বা মালিন্য, অখ্যাতি, কেলেঙ্কারি ৭। পদাতিক সৈনিক, লাঠিয়াল, পেয়াদা ৯। অসংবদ্ধ ও অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা, আবোলতাবল বলা ১২। ধার, প্রান্ত, কূল, তীর ১৩। তরবারি, অসি, খড়্গ।

উপর-নীচ : ১। দাঁড়কাক ২। বাদ্যকর হিন্দু জাতিবিশেষ ৩। উগ্র বা কঠোর তপস্যায় অভ্যস্ত ৪। সূর্য, গ্রীষ্মকাল ৫। কাদা, পাঁক ৭। সিকিভাগ, পোয়া অংশ, বর্তমানে অপ্রচলিত ভারতীয় মুদ্রাবিশেষ, সামান্য অংশ ৮। চাতকপাখি, গৌরবর্ণ তিতির পাখি, মুনিবিশেষ ৯। ধনুকধারী, ধনুর্ধর ১০। বন্ধু, বয়স্ব, সঙ্গী, ফাজিল লোক ১১। নলযুক্ত প্রাচীন আগ্নেয়াস্ত্রবিশেষ।

সমাধান ■ ৪১৭৯

পাশাপাশি : ১। পালকি ৪। পগার ৫। শিবা ৭। সপাটে ৮। তহকিক ৯। হাবাগোবা ১১। বরাক ১৩। ফিট ১৪। বঙ্কুর ১৫। ফিচেন।

উপর-নীচ : ১। পানস ২। কিপটে ৩। মরকত ৬। বার্ণিক ৯। হানাফি ১০। বাঘবন্দি ১১। বরফি ১২। কচাল।

বিন্দুবিসর্গ

আচ্ছন্ন সৌগত

অবস্থার অবনতি হয়েছে দমদমের সাংসদ সৌগত রায়ের। দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি ভর্তি রয়েছেন। গভীর আচ্ছন্নবোধ করছেন তিনি।

ধর্ষণে সমন

ধর্ষণ, জোর করে গর্ভপাত করানোর অভিযোগে অভিযুক্ত পদ্মশ্রী প্রাপ্ত কার্তিক মহারাজকে থানায় হাজিরার নোটিশ দিল মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম থানার পুলিশ।

মেট্রো বিভ্রাট

সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই সকাল থেকে দফায় দফায় মেট্রো বিভ্রাটে নাজেহাল হলেন হাজার হাজার যাত্রী। বৃষ্টির জেরে চাঁদনি চক ও সেন্ট্রাল স্টেশনের মাঝে লাইনে জল জমে। ফলে দীর্ঘক্ষণ বন্ধ থাকে ট্রেন চলাচল।

শপথগ্রহণ

রাজ্যের তথ্য কমিশনার হিসেবে শপথ নিলেন সঞ্চিতা কুমার সান্যাল ও মৃগাঙ্ক মাহাতো। মৃগাঙ্ক প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ ও সঞ্চিতা রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমারের স্ত্রী।

রাজনৈতিক তর্জা ২ ফুলের

ফাঁসি দাবি পদ্মের প্রতিনিধিদলের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ করল কসবা কাণ্ডে রাজ্যে আসা বিজেপির তথ্যানুসন্ধানকারী দল। সম্প্রতি কসবার ঘটনার তদন্তে ৪ সদস্যের কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল গড়ে দিয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। সোমবার সেই তদন্তে তথ্য সংগ্রহে এসে যেভাবে প্রতি পদে পদে তাঁদের বাধা পেতে হয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের কাছে, তার বিরুদ্ধে এদিন ক্ষোভ উগরে দেন বিজেপির কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা। তদন্তকারী দলের অন্যতম সদস্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মীনাক্ষী লেখি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'পহলগাম, হাথরাসের জন্য যদি আপনি দল পাঠাতে পারেন, তাহলে এরাজ্যের ঘটনায় বিজেপির কেন্দ্রীয় দল এলে এত বাধা কেন?'

কসবার ঘটনায় পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখতে আসা জাতীয় মহিলা কমিশনকে বাধার মুখে পড়তে হয়। নাড্ডার গড়া কেন্দ্রীয় তথ্যানুসন্ধানকারী দলের সফর নিয়েও সংশয় তৈরি হয়েছিল। সেই কারণে এদিন প্রতিনিধিদলকে নিয়ে লালবাজারে যান সুকান্ত। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রতিনিধিদলটি কসবা 'ল' কলেজে যায়। প্রতিনিধিদলের সেখানে আসার খবর পেয়ে এলাকায় ব্যাপক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রথম ঢুকতে বাধা দেওয়া হলেও পরে স্থানীয় পুলিশ কর্তারা লালবাজারের সঙ্গে কথা বলার পর সুকান্ত সহ প্রতিনিধিদলকে 'ল' কলেজের ভিতরে ঢুকতে অনুমতি দেয়।

ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মীনাক্ষী বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডে এই সরকারের বিরুদ্ধেই তথ্য লোপাটের অভিযোগ রয়েছে। আমরা কোনও তথ্য লোপাট করতে এখানে আসিনি। তা সত্ত্বেও প্রতি পদে আমাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে।' লেখির দাবি, 'পুলিশ কমিশনার বলেছেন কসবার ঘটনায় তাঁরা জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলছেন। দোষীর আইনানুযায়ী সর্বোচ্চ শাস্তি পাবে। কিন্তু আমরা দোষীর ফাঁসি চাই।'

তৃণমূলের অভিযোগ, রাজ্যের ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্যই এরাজ্যে পাঠানো হয় কেন্দ্রীয় দল। অথচ বিজেপি শাসিত রাজ্যে ওই ধরনের প্রতিনিধিদল পাঠানো হয় না। অভিযোগের জবাবে ত্রিপুরার সাংসদ তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বলেন, 'এখানে সরকার অপরাধকে প্রশ্রয় দেয়। অপরাধীকে আশ্রয় দেয়।'

সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে বিজেপির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিম।-রাজীব মণ্ডল

> আমরা সব ধর্ষণেই ফাঁসি চাই। কিন্তু আমাদের চাওয়ার ওপর বিচার নির্ভর করে না। আরজি করে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করেছিল পুলিশ।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ কলেজ

রিমি শীল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাউথ ক্যালকাটা ল কলেজ বন্ধ থাকবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। কলেজের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তে সমস্ত বিএ.এলএলবি ও এলএল.এম ক্লাস বন্ধ থাকবে। কলেজ চত্বরে প্রবেশ করতে পারবেন না কোনও পড়ুয়া। সোমবারই মনোজিৎ মিশ্র ও তাঁর দুই শাগরেদকে বহিষ্কার করার সুপারিশ করেছে ডিপিআই।

উচ্চশিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, কলেজে মেল করে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে জিবি বৈঠক ডেকে এই সুপারিশ কার্যকর করতে হবে। এদিনই ধৃত বাকি দু'জন ইতিমধ্যেই স্বীকার করেছেন, ওই দিন মনোজিতের নির্দেশেই তাঁরা এই কাজ করেছিলেন। ঘটনার দিন বিকেলের পর থেকে কারা কারা কলেজে ছিলেন, তাঁদের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে। ঘটনার জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টে এক আইনজীবীর আবেদনের ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের হয়েছে। হাইকোর্টে বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবীরা। তিনটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছে আদালত।

কলেজ কর্তৃপক্ষের নোটিশে দিয়ে জানিয়েছেন, পরবর্তী নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত আপাতত বন্ধ থাকবে কলেজ। ফলে চিন্তায় পড়েছেন পড়ুয়ারা। পাশাপাশি নিরাপত্তার দাবিতে এদিন কলেজে আসে একদল পড়ুয়া। তাঁরা ভাইস প্রিন্সিপালের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও কোনও জবাব আসেনি। নির্যাতিতার দুবার মেডিকেল লিগ্যাল টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ উঠে এসেছে। দ্বিতীয় পরীক্ষায় ঘাড়ে আঁচড়ের দাগ, যৌনাঙ্গে আঘাতের প্রমাণ, রক্তপাতের প্রমাণ মিলেছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রিপোর্টে।

তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে, ওই দিন রাতে ঘটনার কথা যাতে বাইরে ছড়িয়ে না যায় সেই কারণে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল ফোন। ঘটনার দিন বিকেলে ৪টের পর কারা কারা কলেজে ছিলেন, আর কেউ সাক্ষী কি না তা জানতে ১৭ থেকে ২০ জনের তালিকা তৈরি করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার পর থেকে নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবার থানায় অভিযোগ জানাতে যাচ্ছে কি না তা নজর রাখছিল মনোজিৎ ও তাঁর দুই শাগরেদ।

মনোজিৎকে বরখাস্তের সুপারিশ

দাপুটে নেতা পক্ষে থাকায় বেলাগাম

মনোজিতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে দ্বিধা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : সাউথ ক্যালকাটা আইন কলেজে গণধর্ষণে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ওরফে ম্যাঙ্গোর মাথায় হাত ছিল দক্ষিণ কলকাতার এক দাপুটে তৃণমূল নেতার। ওই তৃণমূল নেতার পুজোতেও দাপট দেখিয়েছিলেন মনোজিৎ। এর আগেও তিনবার মহিলাদের শ্লীলতাহানির ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার এক ফোনেই পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতাকে নিয়ে দলের অভ্যন্তরেই চরম ক্ষোভ রয়েছে। এর আগে কসবা এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে লক্ষ করে গুলি করার ঘটনায় অভিযুক্তকে মদত দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ওই নেতার বিরুদ্ধে। ওই কাউন্সিলার এই নিয়ে প্রকাশ্যেই অভিযোগ জানিয়েছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার বিভিন্ন কলেজে ভর্তির জন্য ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা টাকা 'তোলা' তুলতেন অভিযুক্ত মনোজিৎ। সেই টাকার ভাগ পৌঁছোত দক্ষিণ কলকাতার ওই নেতার কাছে। আর তাই ওই নেতার অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন মনোজিৎ। ওই নেতার পুজোয় রীতিমতো দাপিয়ে বেড়াতেন তিনি। রাত একটু গড়ালেই চলত ফূর্তির আসর। শুধু মদ নয়, আরও অনেক মনোরঞ্জনের ব্যবস্থাও থাকত। ওই নেতার সঙ্গে মনোজিতের ছবি ভাইরালও হয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরই চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল নেতৃত্ব। মদন মিত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা প্রকাশ্যে আলটপকা মন্তব্য করায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

তৃণমূল সূত্রে খবর, ওই নেতার সঙ্গে এলাকার প্রোমোটার, তোলাবাজ ছাত্রনেতা, অনৈতিক ব্যবসায়ীদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের খবর আইন কলেজের গণধর্ষণের পরই কানে এসেছে দলের শীর্ষনেতাদের কাছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে কথা বলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্রুত এই নেতাকে 'সেন্সর' করতে নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

বিজেপি সমর্থকের সঙ্গে 'রিক্লেইম দ্য নাইট' সমর্থকের বাকযুদ্ধ। ছবি-আবির চৌধুরী।

প্রতিবাদেও হুলস্থূল

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ডের পর থেকেই বিরোধী ও সাধারণ নাগরিকদের মিছিলে কলকাতার রাজপথ উত্তপ্ত হচ্ছে। সোমবারও পথে নামে একাধিক সংগঠন। সোমবার কসবা থানা থেকে ল কলেজ পর্যন্ত প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করেন ১০ থেকে ১২টি কলেজের ছাত্রছাত্রী ও প্রাক্তনীরা। তাঁদের দাবি, যাঁরা ভবিষ্যতে মানুষের হয়ে লড়বেন তাঁদের নিরাপত্তা কোথায়। কলেজের সামনে এদিন বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুব সংগঠনের কর্মী-সমর্থক ও রাতদখলকারী নাগরিক মঞ্চ। এই নিয়ে দুপক্ষের ধস্তাধস্তির পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। বেলেঘাটার মুচি বাজার থেকে মশাল মিছিল করে উত্তর কলকাতা জেলা বিজেপি। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তরফে কলেজস্ট্রিটে বিদ্যাসাগর মূর্তির বিপরীতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করা হয়।

অভিষেকের ফোন কল্যাণ, মহুয়াকে

কলকাতা, ৩০ জুন : কসবা কাণ্ড নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করে দলের ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই কল্যাণকে প্রকাশ্যে কটাক্ষ করেছেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। সোমবারই বিরক্ত তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দুই সাংসদকেই ফোন করে সতর্ক করে দিয়েছেন। আগামীদিনে তাঁরা প্রকাশ্যে এই জাতীয় বিতণ্ডায় জড়ালে দল যে কঠোর পদক্ষেপ করবে, সেই হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে। দলের শৃঙ্খলার কথা মনে করিয়ে দিয়ে ওই দুই সাংসদকে অভিষেক বলেছেন, 'দলের শৃঙ্খলা সবার ওপরে। কারও ব্যক্তিগত মন্তব্যের জন্য দলের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হলে দল তা বরদাস্ত করবে না।' যদিও এই নিয়ে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও মন্তব্য করতে চাননি। তিনি শুধু বলেন, 'ইটস এ

ক্লোজড চ্যাপ্টার।' সাংসদ মহুয়া মৈত্র ফোন তোলেননি।

তৃণমূল সূত্রের খবর, কসবা কাণ্ডে অত্যন্ত অস্বস্তিতে শাসকদল। বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ভালো চোখে দেখছেন না। বরং এই ইস্যুতে দলের কে কে যুক্ত রয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার এক নেতার হাত অভিযুক্ত মনোজিতের মাথায় রয়েছে বলে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে রিপোর্ট দিয়েছে পুলিশ। তৃণমূল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কসবা কাণ্ডকে মোকাবিলা করতে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে পালটা হাতিয়ার করা হবে। কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। সোমবার সকাল থেকেই কেন কার্তিক মহারাজের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ হবে না, তা নিয়ে পালটা প্রচারও শুরু করেছে তৃণমূল। তবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ঘটনায় যে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, তা দক্ষিণ কলকাতা নেতৃত্বকে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা।

আদিবাসী বিদ্রোহের ডাক শুভেন্দুর মুখে

'নেতা হয়ে আসিনি, আমি কুটুম্ব'

কলকাতা, ৩০ জুন : হুল দিবসে জঙ্গলমহলে গিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। জঙ্গলমহলে আদিবাসীদের অধিকার আদায়ের প্রশ্ন উসকে দিয়ে সোমবার শুভেন্দু বলেন, 'অধিকার কেউ দেয় না, অধিকার আদায় করতে হয়। তার জন্য প্রয়োজনে নতুন করে বিদ্রোহ করতে হবে।' জল, জঙ্গলের অধিকারের প্রশ্নে আদিবাসীদের ক্ষোভ নতুন কিছু নয়। কিন্তু উত্তরোত্তর সেই ক্ষোভ বেড়েই চলেছে। তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে পুলিশ প্রশাসনের হাতে নিগৃহীত হতে হচ্ছে আদিবাসীদের। এদিন প্রশাসনের সেই দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সরব হওয়ার ডাক দিয়ে পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন শুভেন্দু।

সমবেত জনতার উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, যে অধিকার সংবিধান দিয়েছিল এই সরকার তা কেড়ে নিয়েছে। তিনি বলেন, সব ক্ষেত্রেই অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ফলে শিক্ষা থেকে চাকরিতে আদিবাসীরা সংরক্ষণের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। পাহাড় থেকে জঙ্গল থেকে নদী বেওয়ারিশ চুরি হচ্ছে। পুলিশ ও বালি মাফিয়াদের দাপটে জল, জঙ্গল, জমিনের অধিকার হারাতে বসেছে আদিবাসীরা। এরই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে আদিবাসীদের গ্রেপ্তারের মুখে পড়তে হয়েছে লালগড়ে। অথচ রাজনৈতিক কারণে আদিবাসীদের উন্নয়নের বিরোধিতা করে চলেছে এই সরকার। আদিবাসীদের জন্য কেন্দ্রের টাকায় এই রাজ্যে ৯টি একলব্য স্কুল চালুর প্রস্তাব জমি না দিয়ে ফেলে রেখেছে এই সরকার। প্রতিবেশী ঝাড়খণ্ডে অবিজেপি সরকার থাকা সত্ত্বেও সেখানেও এই স্কুল হয়েছে। অথচ এরাজ্যে তার বিরোধিতা করা হচ্ছে। ওড়িশার প্রান্তিক আদিবাসী মহিলা দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করেছেন নরেন্দ্র মোদি। ছত্তিশগড় ও ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। শুভেন্দুর দাবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আদিবাসীদের মর্যাদা দেয়, আর এই রাজ্য সরকার কুর্মির সঙ্গে আদিবাসী, আদিবাসীর সঙ্গে কুর্মিদের মধ্যে লড়িয়ে দিয়ে বিভাজনের রাজনীতি করে।

জঙ্গলমহলের মানুষের আস্থা অর্জন করতে এদিন শুভেন্দু বলেছেন, 'আমি বিজেপির নেতা হিসেবে এখানে আসিনি। এসেছি আপনাদের কুটুম্ব হয়ে।' তৃণমূলে থাকাকালীন পূর্ব মেদিনীপুরের পাশাপাশি জঙ্গলমহলেরও দায়িত্ব ছিল শুভেন্দুর। সেই সুবাদে জঙ্গলমহলের সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। এদিন সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি।

হুল দিবসের অনুষ্ঠানে শুভেন্দু অধিকারী। সোমবার। ছবি-চিত্ত মাহাতো।

যোগ্যদের ডেপুটেশন

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্য জুড়ে ডিআই অফিস অভিযান করলেন 'যোগ্য' শিক্ষকরা। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার ছাড়া শিলিগুড়ি, মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর সহ উত্তরের প্রতিটি জেলাতে জেলা পরিদর্শকের অফিসে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দিয়েছেন সেখানের শিক্ষকরা। কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গেও গণ ডেপুটেশন কর্মসূচি হয়েছে। 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সার্টিফায়েড তালিকা প্রকাশের পাশাপাশি চাকরিতে বহাল বেতন প্রাপক শিক্ষকদের সম্পূর্ণ তালিকা প্রকাশের দাবি জানানো হয়েছে জেলা পরিদর্শকদের কাছে। শিক্ষকদের ছুটি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানেরও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুরের শিক্ষক রাকেশ আলম জানিয়েছেন, 'ওবিসি জট না কাটিয়ে পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার ফর্ম ফিলআপ স্থগিত রাখতে হবে। আমাদের জেলায় প্রচুর শিক্ষকদের অভিযোগ, ধার্য ছুটি দিচ্ছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ। অবশ্য স্কুল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ডিআই অফিসের নির্দেশেই নাকি এমন পদক্ষেপ। জেলা পরিদর্শককে আমরা এ বিষয়ে প্রশ্ন করাতে তিনি এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে নাকচ করেছেন। আবার পরীক্ষায় বসতে গেলে আমরা পাঁচঘণ্টা ধরে স্কুলে যাতায়াত করতে পারব না। প্রস্তুতি নিতে ছুটির প্রয়োজন। তাই এই বিষয়ক আর কোনও সমস্যা যাতে না হয়, সেই অনুরোধ আমরা ডিআইকে জানিয়েছি।' জলপাইগুড়ির কুকুরজান হাইস্কুলের শিক্ষিকা সেলিনা আখতারের বক্তব্য, 'আমরা 'যোগ্য'দের তালিকা প্রকাশ নিয়ে ডিআইকে জানিয়েছি। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ বিকাশ ভবনের দায়িত্ব। ডিআই আমাদের প্রতিটি অনুরোধ শিক্ষাদপ্তরকে জানাবে বলে আশ্বাস দিয়েছে।'

মুখ্যসচিবের মেয়াদ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৩০ জুন : রাজ্যের মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের মেয়াদ আরও ৬ মাস বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। সোমবারই তাঁর কর্মজীবনের শেষদিন ছিল। আগেই তাঁর ৬ মাসের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছিল রাজ্য সরকার। অবশেষে এদিন বিকালেই তাঁর মেয়াদ ৬ মাস বৃদ্ধির অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্সোনেল অ্যান্ড গ্রিভান্সেস অ্যান্ড পেনশনস মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি ভূপিন্দর পাল সিং এই নিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছেন। প্রশাসনিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে মনোজ পন্থকে আরও ৬ মাস এক্সটেনশন দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছিল রাজ্য।

ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন
পরীক্ষা / নিয়োগ পরীক্ষা (আরটি) - ২০২৬-এর সময়সূচি

ক্রমিক নং	পরীক্ষার নাম	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	আবেদনপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ	পরীক্ষা শুরুর তারিখ	পরীক্ষার সময়কাল
১.	ইউপিএসসি- আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.০১.২০২৬ (শনিবার	২ দিন
২.	ইউপিএসসি- পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৭.০১.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	০৩.০৯.২০২৫	২৩.০৯.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৭.০৯.২০২৫	০৭.১০.২০২৫	০৮.০২.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৫.	সিবিআই (ডিএসপি) এলডিসিই	২৪.১২.২০২৫	১৩.০১.২০২৬	২৮.০২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
৬.	সিআইএসএফ - এসি (এএক্সই) এলডিসিই-২০২৬	০৩.১২.২০২৫	২৩.১২.২০২৫	০৮.০৩.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৭.	এন.ডি.এ এবং এন.এ - পরীক্ষা (১), ২০২৬	১০.১২.২০২৫	৩০.১২.২০২৫	১২.০৪.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
৮.	সি.ডি.এস - পরীক্ষা (১) ২০২৬				
৯.	সিভিল সার্ভিস (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬	১৪.০১.২০২৬	০৩.০২.২০২৬	২৪.০৫.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১০.	ভারতীয় বন পরিষেবা (প্রাথমিক) পরীক্ষা ২০২৬ সিএস(পি) ২০২৬ পরীক্ষার দ্বারা				
১১.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৬.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১২.	আই.ই.এস / আই.এস.এস পরীক্ষা, ২০২৬	১১.০২.২০২৬	০৩.০৩.২০২৬	১৯.০৬.২০২৬ (শুক্রবার)	৩ দিন
১৩.	কম্বাইন্ড জিও সাইনটিস্ট (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২০.০৬.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৪.	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৬.২০২৩ (রবিবার)	১ দিন
১৫.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৪.০৭.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৬.	কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশবাহিনী (এসি) পরীক্ষা ২০২৬	১৮.০২.২০২৬	১০.০৩.২০২৬	১৯.০৭.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৭.	সম্মিলিত চিকিৎসা পরিষেবা ২০২৬	১১.০৩.২০২৬	৩১.০৩.২০২৬	০২.০৮.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
১৮.	ইউপিএসসি পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			০৮.০৮.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
১৯.	সিভিল সার্ভিস (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২১.০৮.২০২৬ (শুক্রবার)	৫ দিন
২০.	এন.ডি.এ এবং এন.এ পরীক্ষা (২) ২০২৬	২০.০৫.২০২৬	০৯.০৬.২০২৬	১৩.০৯.২০২৬ (রবিবার)	১ দিন
২১.	সিডিএস পরীক্ষা (২), ২০২৬				
২২.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			২৬.০৯.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৩.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১০.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৪.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			৩১.১০.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৫.	ভারতীয় বন পরিষেবা (মেইন) পরীক্ষা ২০২৬			২২.১১.২০২৬ (রবিবার)	৭ দিন
২৬.	এস.ও / স্টেনো (জিডি-বি / জিবি - আই) এলডিসিই	১৬.০৯.২০২৬	০৬.১০.২০২৬	১২.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন
২৭.	ইউপিএসসি আরটি / পরীক্ষা সংরক্ষিতদের জন্য			১৯.১২.২০২৬ (শনিবার)	২ দিন

দ্রষ্টব্য :- বিজ্ঞপ্তির তারিখ, পরীক্ষাগুলির / আরটিগুলির সংঘটিত হওয়ার তারিখ এবং সময়কাল পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে।

CBC-55101/14/0002/2526

ত্রাণ চেয়ে।। প্যালেস্তাইনের একটি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্রে ছোটদের ভিড়। -এএফপি

এক ছাতায় চিন-পাক-বাংলাদেশ!

ভারতকে বাদ দিয়ে নয়া জোটের চর্চা

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতকেই একঘরে করার চেষ্টা করছে চিন। সম্প্রতি চিনের কুনমিংয়ে চিন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকের পর সেই উদ্যোগে গতি এসেছে। বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন কোনও জোট গঠনের চেষ্টার বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে। সেদেশের একটি প্রথম সারির সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে, 'আঞ্চলিক সংহতি' এবং 'যোগাযোগ'-এর স্বার্থে একটি নতুন জোট গঠন 'সময়ের প্রয়োজন' বলে মনে করছে পাকিস্তান ও চিন। সেই জোটে বাংলাদেশের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশকে শামিল করা হবে। নতুন জোট যে সার্কের বিকল্প হয়ে উঠবে, সেই কথাও বলা হয়েছে প্রতিবেদনে।

জোর চেষ্টা

- দক্ষিণ এশিয়ায় নতুন জোট গঠনের চেষ্টায় চিন-পাকিস্তান। শামিল হচ্ছে বাংলাদেশও
- চিনের কুনমিংয়ে তিন দেশের বিদেশসচিবদের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে খবর
- সার্কের পরিবর্তে নতুন জোটের ভাবনা
- বাংলাদেশের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বিষয়টি অস্বীকার করলেও পাকিস্তানের তরফে স্পষ্ট ইঙ্গিত মিলেছে

পাক ও চিনা নেতৃত্বের আশা নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ও বাংলাদেশের সরকার অচিরে সার্কের বিকল্প জোটে যাওয়ার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতকেও চিন, পাকিস্তান প্রভাবিত জোটে শামিল হওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হবে। তবে দুই দেশের ধারণা, সেই ডাকে দিল্লির সাড়া দেওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই। বাংলাদেশে পালাবদলের পর ভারতীয় উপমহাদেশে সার্ককে পাশ কাটিয়ে চিন, পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনের উদ্যোগ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

২০১৪-তে কাঠমান্ডু সম্মেলনের পর থেকে কার্যত নিষ্ক্রিয় রয়েছে সার্ক। এই নিষ্ক্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল আঞ্চলিক সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের ধারাবাহিক বাধা দান। ২০১৪-তে সার্ক মোটর যান চুক্তিতে ভেটো দিয়েছিল পাকিস্তান। এর ফলে দক্ষিণ এশিয়ার এক দেশ থেকে অন্য দেশে অবাধে গাড়ি যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি হয়েছিল। জট কাটাতে পরের বছর বিবিআইএন মোটর যানবাহন চুক্তিতে সই করে ভারত, বাংলাদেশ, ভুটান এবং নেপাল। এখন চিনকে পাশে নিয়ে সেই পাকিস্তানের নতুন জোট গঠনে সক্রিয়তা যে তাদের চিরাচরিত ভারত-বিরোধী বিদেশনীতির অঙ্গ, তা নিয়ে ধোঁয়াশা নেই। চিন-পাক জোটে শামিল হওয়া সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের বিদেশ সংক্রান্ত উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'আমরা কোনও জোট গঠন করছি না। এটি সরকারি পর্যায়ের একটি বৈঠক ছিল, রাজনৈতিক স্তরের নয়।'

আজ থেকে বাড়ছে রেলভাড়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ভারতীয় রেল যাত্রী-পরিষেবায় ১ জুলাই, মঙ্গলবার থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন কার্যকর করতে চলেছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে রয়েছে ভাড়াবৃদ্ধি, টিকিট বুকিং নিয়মে সংশোধন, চার্ট তৈরির সময় পরিবর্তন এবং আধার-নির্ভর নিরাপত্তা ব্যবস্থা। রেলমন্ত্রকের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্তগুলি ঘোষণা করা হয়েছে।

রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২০ সালের পর এই প্রথম ভাড়াবৃদ্ধি করা হচ্ছে। নন-এসি মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ১ পয়সা এবং এসি ট্রেনে প্রতি কিলোমিটারে ২ পয়সা বাড়ানো হয়েছে। তবে উপনগরীয় ট্রেন, ৫০০ কিলোমিটারের কম দূরত্বের দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিট এবং মাসিক পাসের ক্ষেত্রে কোনও ভাড়াবৃদ্ধি হচ্ছে না বলেই জানিয়েছে রেল।

তাছাড়া এসি কোচে অপেক্ষমাণ টিকিটের সংখ্যা বেড়ে মোট আসনের ৬০ শতাংশ পর্যন্ত করা হয়েছে। এতদিন এই সীমা ছিল ২৫ শতাংশ। যাত্রীদের অসুবিধা ও কোচ ফাঁকা পড়ে থাকার অভিযোগ আসার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বুকিং, ওয়েটিং লিস্ট সহ গুচ্ছ পরিবর্তন

স্লিপার ও সেকেন্ড ক্লাস কোচের ক্ষেত্রে অপেক্ষমাণ টিকিটের সীমা নির্ধারিত হয়েছে মোট আসনের ৩০ শতাংশ। যাত্রীদের চাপ সামলে সর্বোচ্চ সংখ্যক যাত্রীর ভ্রমণ নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ বলে রেলমন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে।

বদল হয়েছে ওয়েটিং লিস্টের ক্ষেত্রেও। আগে যেখানে ট্রেন ছাড়ার মাত্র ৪ ঘণ্টা আগে প্রথম সংরক্ষণ তালিকা (চার্ট) প্রকাশ হত, সেখানে এখন তা ট্রেন ছাড়ার ৮ ঘণ্টা আগে প্রকাশিত হবে। কিছু ট্রেনে পরীক্ষামূলকভাবে এই নিয়ম চালু ছিল, এবার তা সার্বিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১ জুলাই থেকে যে কোনও তৎকাল টিকিট (অনলাইন বা কাউন্টার থেকে) কাটতে গেলে আধার সংযুক্ত ইউজার আইডি থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫ জুলাই থেকে বাড়তি নিরাপত্তার জন্য আধার-লিঙ্কড মোবাইলে পাঠানো ওটিপি ছাড়া বুকিং সম্পূর্ণ করা যাবে না।

একসঙ্গে বেশি বুকিং কমাতে এবং সাধারণ যাত্রীদের অগ্রাধিকার দিতে প্রতিদিন তৎকাল বুকিং শুরু হওয়ার প্রথম ৩০ মিনিটে কোনও এজেন্ট টিকিট কাটতে পারবেন না বলে ঘোষণা করেছে রেল।

অমরনাথ যাত্রায় কড়া নিরাপত্তা

শ্রীনগর, ৩০ জুন : অমরনাথ যাত্রা শুরু হচ্ছে বৃহস্পতিবার। জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার অমরনাথ গুহায় তুষার-ধবল শিব দর্শন করে পুণ্য অর্জনের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিপুল সংখ্যক তীর্থযাত্রী এইসময় অমরনাথে আসেন। ব্যতিক্রম হচ্ছে না এবারও। কয়েক মাস আগেই ঘটে গিয়েছে পহলগাম কাণ্ড। স্বভাবতই অমরনাথ যাত্রা উপলক্ষ্যে এবার আরও বেশি সতর্ক জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ এবং প্রশাসন। ৩৮ দিনের যাত্রা শেষ হবে ৯ অগাস্ট।

তীর্থযাত্রীরা রওনা হওয়ার আগে যাত্রাপথে তল্লাশি অভিযান জোরদার করল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। আধাসেনার সঙ্গে সমন্বয় করে জম্মু শহরজুড়ে তৈরি হয়েছে একাধিক চেক পয়েন্ট। পুলিশের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, তল্লাশি, নজরদারি ২৪ ঘণ্টা চলছে। সেইসঙ্গে চলছে ব্যক্তি যাচাই। এটা যৌথভাবে করছে পুলিশ, সিআইএসএফ, সিআরপিএফ ও আইটিবিপি। লক্ষ্য একটাই। তা হল তীর্থযাত্রীদের নিরাপদ যাত্রা নিশ্চিত করা।

নির্দিষ্ট দু'টি রুটের মধ্যে একটি ৪৮ কিলোমিটার দীর্ঘ পহলগামের রাস্তা, অন্যটি গান্ডেরবালের বালতাল রুট। দৈর্ঘ্যে ১৪ কিলোমিটার হলেও বালতালের রুট প্রচণ্ড খাড়া। দু'টি জেলার কৌশলগত জায়গাগুলিতে নিরাপত্তার বহর দেখার মতো। জাতীয় সড়ক, যাত্রাপথের প্রান্তিক এলাকা, ভগবতীনগর বেসক্যাম্প সহ সংবেদনশীল সমস্ত জায়গায় চেক পয়েন্ট চালু থাকছে ২৪ ঘণ্টা। এগুলি মনিটরিং করছেন পুলিশের শীর্ষস্থানীয় কর্তারা। জম্মুর এসএসপি যোগিন্দর সিং ও এসপিজির গ্রুপ কমান্ডাররা জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক ধরে সালুরা পর্যন্ত যাত্রাপথের নিরাপত্তা পর্যালোচনা খুঁটিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

রাজস্থানের মরুভূমিতে মৃত্যু পাক দম্পতির

জয়সলমের, ৩০ জুন : পাকিস্তানি এক কিশোর দম্পতি ভারতে এসেছিল নতুন ও নিরাপদ জীবনের স্বপ্ন নিয়ে। তাদের কাছে বৈধ প্রবেশপত্র (ভিসা) ছিল না। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।

রাজস্থানের জনমানবশূন্য শুকনো মরুভূমিতে পথ হারিয়ে শোচনীয় মৃত্যু হল রবি কুমার (১৭) ও তার স্ত্রী শান্তি বাই (১৫)-এর। রাজস্থানের থর মরুভূমির ভিভিয়ান এলাকায় তৃষ্ণায় ছাতি ফেটেই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান পুলিশের। শনিবার উদ্ধার হয় দম্পতির নিথর দেহ। রবিবার এই তথ্য জানান জয়সলমেরের পুলিশ সুপার সুধীর চৌধুরী।

ঘটনাস্থলের একটি ছবি হৃদয়বিদারক বাস্তব তুলে ধরেছে। মৃত্যুর আগে দম্পতির অসহায়তা ও পিপাসার নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে রবির মুখের ওপর রাখা খালি জ্যারিক্যান। অনুমান, ওই জ্যারিক্যানেই পাকিস্তান থেকে জল বয়ে এনেছিল রবিরা। কিন্তু মরুভূমিতে ঢুকে পড়ার পর আর খাবার জল পায়নি তারা।

চার মাস আগে সিন্ধ প্রদেশের ঘোটকি জেলার মিরপুর মাথেলো শহরে রবি ও শান্তির বিয়ে হয়। ভারতেই ভালোভাবে বসবাসের স্বপ্নে তারা ভিসার আবেদন করলেও ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে টানাপোড়েনের জেরে সেই আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। শেষমেশ পরিবারের নিষেধ অমান্য করে রবি সীমান্ত পেরোনোর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমান্ত পেরিয়ে মরুভূমিতে দিকভ্রান্ত হয়ে

তীব্র জলকষ্টে মারা যায় দু'জনেই।

পুলিশ জানিয়েছে, মরদেহের কাছ থেকে পাকিস্তানি পরিচয়পত্র পাওয়া গিয়েছে। সেই নথি নিরাপত্তার খাতিরে গুরুত্বের সঙ্গে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তে নেমেছে একাধিক নিরাপত্তা সংস্থা।

হিন্দু পাকিস্তানি উদ্বাস্তু সমিতি ও সীমান্তবাসী সংগঠনের জেলা সমন্বয়ক দিলীপ সিং সোধা জানিয়েছেন, ভারত সরকার মৃতদেহ ফেরত পাঠালে তা গ্রহণ করতে প্রস্তুত জয়সলমেরের আত্মীয়রা। আর না পাঠালে এখানেই হিন্দু রীতি মেনে শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণ, অভিযুক্তের জামিন নাকচ

শ্রীনগর, ৩০ জুন : চলতি বছরের এপ্রিলে পহলগামের বৈসরণে পর্যটকরা জঙ্গিদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন। তার ঠিক ১১ দিন আগে ভূস্বর্গে পরিজনদের সঙ্গে বেড়াতে এসে ধর্ষিতা হন ৭০ বছরের এক মহিলা। অভিযুক্ত জুবের আহমেদের জামিনের আবেদন অনন্তনাগের আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

বৃদ্ধাকে ধর্ষণের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে আদালত জানিয়েছে, এই ঘটনা সমাজের অসুস্থ মানসিকতা ও নৈতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধা মহারাষ্ট্র থেকে তাঁর পরিবারের সঙ্গে এসেছিলেন। ১১ এপ্রিল তিনি হোটেলে একা ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগে জুবের আহমেদ তাঁর ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ে। তারপর কম্বল দিয়ে তাঁর মুখ চেপে ধরে ধর্ষণ করে চম্পট দেয়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযুক্তকে পুলিশ পাকড়াও করে।

শুক্রবার অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্য দায়রা বিচারক তাহির খুরশিদ রায়না। তিনি বলেছেন, 'আহমেদকে জামিন দেওয়ার যুক্তিগুলিকে আমি যথেষ্ট মনে করছি না।' আদালত এই মামলায় সুপ্রিম কোর্টের 'জামিনই নিয়ম, কারাদণ্ড ব্যতিক্রম' নীতি প্রত্যাখ্যান করেছে। আদালতের যুক্তি, এই ধরনের কাজে অভিযুক্তকে জামিন দেওয়া হলে তা খারাপ নজির তৈরি করবে। বিচারক জানিয়েছেন, পাহাড়, মাঠ, নদী, ঝরনা জম্মু ও কাশ্মীরকে কাঙ্ক্ষিত পর্যটনক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরতে পারবে না। বয়স্ক মহিলা আনন্দ পাওয়ার জন্য এসে ন্যক্কারজনক আচরণের শিকার হয়েছেন। তা মর্মান্তিক।

উত্তরসূরির ইঙ্গিত দেবেন দলাই লামা

ধরমশালা, ৩০ জুন : তিব্বতীয় ধর্মগুরু চতুর্দশ দলাই লামা আগামী ৬ জুলাই নব্বই বছরে পড়ছেন। এই উপলক্ষ্যে হিমাচলপ্রদেশের ধরমশালায় তিনদিনের বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে। ওইসময় নিজের উত্তরসূরি বাছতে পারেন তিনি। দলাই লামার অনুগামীরা জানিয়েছেন, এমন ইঙ্গিতই মিলেছে। খবরটি প্রকাশ্যে আসার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে বসেছে চিন। বিষয়টির দিকে নজর রেখেছে বেজিং সরকার।

বন্দুকবাজের হামলা, মৃত ৩

ওয়াশিংটন, ৩০ জুন : আবার বন্দুকবাজের হামলা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এবার ইডাহোতে। রবিবার ইডাহোর কুটিনাই কাউন্টির একটি পার্কে হঠাৎ আগুন লেগে যাওয়ায় তা নেভাতে এসে গুলির মুখে পড়লেন দমকলকর্মীরা। এক বন্দুকধারী দমকলকর্মীদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। তাতে দুই দমকলকর্মী মারা যান। আহত হয়েছেন একজন। সন্দেহভাজন বন্দুকধারী পুলিশের গুলিতে মারা পড়েছে। তার দেহ উদ্ধার হয়েছে। মিলেছে বন্দুকটিও।

মণিপুরে গুলি হত কুকি নেতা সহ ৪

ইম্ফল ও গুয়াহাটি, ৩০ জুন : রাস্তার ওপর গাড়ি থামিয়ে পর পর গুলিতে মৃত্যু হল এক কুকি নেতা সহ চারজনের। ঘটনাটি ঘটে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার বিকালে এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন এক ৭২ বছর বয়সি পথচারী মহিলা। তাঁর নাম ফালহিং। তিনি কোইটে গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ভয়াবহ এই হামলায় কুকি ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন (কেএনও)-এর অন্তর্ভুক্ত কুকি ন্যাশনাল আর্মি (কেএনএ)-র ডেপুটি চিফ থেংখোথাং হাউকিপ ওরফে থাহপি (৪৮) নিহত হয়েছেন। একই সঙ্গে মারা গিয়েছেন আরও দুই কেএনএ সদস্য। তাঁরা হলেন সেইখোগিন (৩৪) ও লেংগৌহাও (৩৫)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আবার উত্তেজনা ছড়িয়েছে মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলায়। সোমবার দুপুর ২টো নাগাদ চূড়াচাঁদপুরের মংজাং গ্রামে একটি সাদা এসইউভি গাড়িতে করে যাওয়ার সময় এই হামলা চালায় প্রতিদ্বন্দ্বী জঙ্গি গোষ্ঠী ইউনাইটেড কুকি ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি (ইউকেএনএ)। নিহত লেংগৌহাও ছিলেন কেএনও-প্রধান পিএস হাউকিপের জামাই।

পুলিশ জানিয়েছে, হামলার পরে তারা এলাকা ঘিরে ফেলে তল্লাশি শুরু করেছে। এদিকে হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে পড়া একটি বিবৃতিতে ইউকেএনএ দাবি করেছে, তাদের এক নেতা সহ ৩০ জন সদস্যকে হত্যার প্রতিশোধ নিতেই তারা এই হামলা চালিয়েছে।

'বাংকার বাস্টার' বোমা বানাবে ভারতও

নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : ইরানে 'বাংকার বাস্টার' বোমা হামলা চালিয়ে সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল আমেরিকা। অত্যাধুনিক এই বোমা এবার তৈরি করতে চলেছে ভারত।

দেশের প্রতিরক্ষা গবেষণা সংস্থা ডিআরডিও জানিয়েছে, বাংকার বাস্টারের জন্য দেশের অত্যাধুনিক ব্যালেস্টিক মিসাইল অগ্নি-৫ এর একটি নতুন সংস্করণ তৈরির কাজ চলছে। আমেরিকা বি-২ বিমান ব্যবহার করলেও ভারত এই মারণ বোমা নিক্ষেপের জন্য ক্ষেপণাস্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে। অগ্নি-৫ এর পাল্লা ৫০০০ কিলোমিটার। নয়া সংস্করণে ৭৫০০ কেজি ওজনের বাংকার বাস্টার বোমা থাকবে। যা মাটির নীচে ৮০ থেকে ১০০ মিটার গভীরে থাকা যে কোনও ঘাঁটি ধ্বংস করতে পারবে। এই সংস্করণের পাল্লা হবে ২৫০০ কিলোমিটার। গতি হবে ৮ ম্যাক থেকে ২০ ম্যাক। মূলত শত্রু দেশের কমান্ড ও কন্ট্রোল সেন্টার, মাটির তলায় থাকা মিসাইল পরিকাঠামো, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকাঠামো ধ্বংসে ব্যবহার করা হতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র। এই মারণাস্ত্র তৈরি হলে পাকিস্তানের পুরো এলাকাই অগ্নি-৫ বাংকার বাস্টারের আওতায় চলে আসবে।

কারখানায় বিস্ফোরণ মৃত ১৩ শ্রমিক

কারখানায় আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। সোমবার।

হায়দরাবাদ, ৩০ জুন : ভয়াবহ বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডি জেলার পাটানচেরু এলাকা। সোমবার সকালে বিস্ফোরণটি ঘটেছে পাটানচেরুর পাসামাইলাম শিল্পাঞ্চলের একটি রাসায়নিক কারখানায়। বিস্ফোরণের জেরে কারখানার বিরাট চুল্লিটি ধসে পড়েছে। কমপক্ষে ১৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০ জন। তাঁদের অধিকাংশের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, যখন বিস্ফোরণ ঘটে সেইসময় কারখানায় পুরোদমে কাজ চলছিল। বেশ কয়েকজন শ্রমিক সেখানে উপস্থিত ছিল। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে একাধিক শ্রমিক প্রায় ১০০ মিটার দূরে ছিটকে পড়ে। আগুন খুব দ্রুত গোটা কারখানায় ছড়িয়ে পড়েছিল। দমকলের ১১টি ইঞ্জিন কয়েকঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

ঘটনাস্থল থেকে ৬ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা আরও ৭ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে জারি করা শোকবার্তায় লেখা হয়েছে, 'তেলেঙ্গানার সাঙ্গারেড্ডির এক কারখানায় অগ্নিকাণ্ডে প্রাণহানির ঘটনায় আমি শোকাহত। যাঁরা প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহতরা যেন খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন।' মৃতদের পরিবার পিছু ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ধর্ষিতাকে অভিযোগ তুলে নিতে চাপ

ঢাকা, ৩০ জুন : নতুন বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের তালিকাটা ক্রমাগত লম্বা হচ্ছে। সম্প্রতি কুমিল্লার মুরাদনগরে এক হিন্দু মহিলাকে ঘরে ঢুকে নৃশংসভাবে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ফজর আলি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নির্যাতিতাকে বিবস্ত্র করে মারধর এবং সেই ভিডিও তুলে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করার ঘটনায় আরও ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ। তবে একটি মহল যে গোটা বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। ফজর আলি সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের মামলা তুলে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন খোদ নির্যাতিতা।

একজন ধর্ষক শাস্তি পেলে কেন এলাকায় শান্তি বজায় থাকবে না স্বাভাবিকভাবে সেই প্রশ্ন উঠেছে। পর্যবেক্ষকদের একাংশের ধারণা, ধর্ষণের ঘটনার পর ওই মহিলা সহ স্থানীয় হিন্দুদের ওপর চাপ তৈরি করেছে প্রশাসন ও মৌলবাদীদের একাংশ। নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় ধর্ষিতা মামলা তুলে নিতে চাইছেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন, 'আমি অভিযুক্ত ফজল আলির শাস্তি চাই না। আমি শুধু শান্তি চাই। যারা আমার ভিডিও করে ছেড়েছে তারাও মুক্তি পাক।' নির্যাতিতা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের ঘটনার পর থেকে স্বামী আর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাইছেন না। স্ত্রীর পাশে দাঁড়ানোর বদলে তিনি তাঁকে ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে বলেছেন। সব দিক বিবেচনা করে শান্তিতে থাকতেই ধর্ষণের মামলা তুলে নিতে চাইছেন বলে ধর্ষিতা জানিয়েছেন।

ফ্ল্যাটে স্বেচ্ছাবন্দি তিন বছর

নভি মুম্বই, ৩০ জুন : রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার নভি মুম্বইয়ের জুঁইনগর এলাকায়। সেখানকার বাসিন্দা ৫৫ বছরের অনুপকুমার নায়ার গত তিন বছর ধরে ফ্ল্যাটের ছোট্ট একটি ঘরে নিজেকে স্বেচ্ছাবন্দি করে ফেলেছিলেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল শুধুমাত্র অনলাইনে খাবার আনিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে। পরিবারে একের পর এক মৃত্যু, বন্ধুবিহীন জীবন এবং অবিশ্বাস তাঁকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল।

সম্প্রতি স্থানীয় এক বাসিন্দার কাছ থেকে খবর পেয়ে অনুপবাবুকে উদ্ধার করেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সিল'-এর কর্মীরা। সেক্টর ২৪-এর ঘারকুল সিএইচএস-এ অনুপবাবুর ফ্ল্যাটে পৌঁছে দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে তারা দেখতে পায়, গোটা ফ্ল্যাট ময়লা-আবর্জনায় ভরা। অনুপবাবুর দিন কাটত একচিলতে ঘরের ছোট্ট

উদ্ধারে প্রাণ বাঁচল প্রৌঢ়ের

একটি চেয়ারে। অন্য আসবাব বলতে তাঁর কিছু ছিল না।

সংস্থার প্যাস্টর (ধর্মযাজক) কেএম ফিলিপ জানান, অনুপবাবুর মা পুনম্মা নায়ার ছিলেন ভারতীয় বায়ুসেনায় টেলিকম শাখার কর্মী এবং বাবা ভিপি কুট্টি কৃষ্ণন নায়ার কাজ করতেন টাটা হাসপাতালে। গত ছয় বছরে মা-বাবা দু'জনেই প্রয়াত হয়েছেন। বিশ বছর আগে আত্মহত্যা করেন তাঁর দাদাও। তারপর থেকেই অনুপবাবু মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে নিজেকে সবকিছু থেকে গুটিয়ে নেন।

উদ্ধারের পর পনভেলের সিল আশ্রমে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনুপবাবুকে। সেখানেই সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, 'এখন আর আমার কোনও বন্ধু নেই। মা, বাবা, দাদা—সবাই মারা গিয়েছেন। স্বাস্থ্য খারাপ থাকায় নতুন কোনও কাজও খুঁজে পাচ্ছি না।' মাসিনা হাসপাতালের মনোচিকিৎসক প্রিয়াঙ্কা মহাজন বলেন, 'স্বজন বিয়োগের শোক থেকে একাকিত্ব স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে এই শোক গভীর অবসাদে পরিণত হয়। তখন তাঁরা নিঃসঙ্গতা, অসহায়তা, জীবনের মূল্যহীনতা ইত্যাদি উপলব্ধিতে ডুবে গিয়ে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন নিজেকে। এটা অসুখ।'

সিল সংস্থার প্রধান পৃষ্ঠপোষক আব্রাহাম মাথাই-এর কথায়, 'অবসাদের রোগীর চিকিৎসা না হলে, সেটা মারাত্মক ব্যাপার। অনুপবাবুর মতো কেউ কেউ বেঁচে যান। কিন্তু নির্জন ফ্ল্যাটে একা একা প্রাণ হারান অনেকেই। তাঁদের খোঁজ মেলে অনেক পরে, মৃতদেহ থেকে দুর্গন্ধ বেরোলে। এটা কেবল ব্যক্তির নয়, সমাজেরও অসুখ।'

দুর্ঘটনায় মৃত ৪০

ডোডোমা, ৩০ জুন : তানজানিয়ায় দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত অন্তত ৪০। আহত ৩০। একটি বাস বিয়েবাড়ির যাত্রীদের নিয়ে রওনা দিয়েছিল। সাবাসাবা এলাকার কাছে উলটোদিক থেকে আসা একটি যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে আগুন লেগে যায়। সম্পূর্ণ পুড়ে যাওয়ায় বেশ কয়েকজন নিহতের পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান।

আরও পণ চাই, চাপে 'আত্মঘাতী' নববধূ

চেন্নাই, ৩০ জুন : আরও চাই। আরও। ৮০০ গ্রাম সোনা, ৭০ লাখির ভলভো পেয়েও খুশি হয়নি শ্বশুরবাড়ি। মেটেনি তাদের চাহিদা। আরও পণের দাবিতে নাছোড় শ্বশুরবাড়ির লাগাতার শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারের জেরে বিয়ের দু'মাসের মধ্যে আত্মঘাতী হলেন তামিলনাড়ুর তিরুপ্পুরের ২৭ বছরের রিধন্যা। মন্দিরে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে কীটনাশক খান। মারা গিয়েছেন। পুলিশ রিধন্যার স্বামী কভিন কুমার, শ্বশুর ঈশ্বরমূর্তি, শাশুড়ি চিত্রাদেবীকে গ্রেপ্তার করেছে। রুজু হয়েছে মামলা।

চলতি এপ্রিলে রিধন্যার সঙ্গে বিয়ে হয় কভিন কুমারের। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যাওয়া থেকে শুরু আরও যৌতুকের চাপ। প্রথমে সহ্য করেছেন মুখ বুজে। কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক, মানসিক চাপ নিতে না পেরে চরম পথ নেন। মন্ডিপালায়ামে মন্দিরে যাওয়ার নাম করে শ্বশুরবাড়ি থেকে বের হন। রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে কীটনাশক ট্যাবলেট খেয়ে ফেলেন। দীর্ঘক্ষণ গাড়িটি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সাধারণ মানুষের সন্দেহ হওয়ায় তারা পুলিশে খবর দেয়। গাড়িতে রিধন্যাকে মৃত অবস্থায় দেখে পুলিশ।

সূত্রের খবর, মৃত্যুর আগে বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক বার্তা পাঠিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন রিধন্যা। তিনি লিখেছেন, 'বাবা আমি আর পারছি না। কাকে বলব আমার কষ্টের কথা। সবাই মানিয়ে নিতে বলবে। কারোর কাছে বোঝা হতে চাই না। আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়া অবধি তুমি আর মা আমার কাছে পৃথিবী। দুঃখিত বাবা, আমি চলে যাচ্ছি।'

বাবা আন্নাদুরাই জানিয়েছেন, তিনি বিচার চান। তদন্ত চলছে।

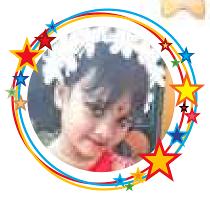

ছোট তারা

৬ বছর বয়সি অন্তর্জিতা দত্ত আলিপুরদুয়ারের কলেজপাড়ার বাসিন্দা। প্রথম শ্রেণির ওই ছাত্রী অঙ্কনে ও নৃত্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় রেখে পুরস্কার পেয়েছে।

আজ শহরে

- ইসকন অনুমোদিত ফালাকাটা হরেকৃষ্ণ নামহট্ট সংঘের উদ্যোগে অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে
- পারঙ্গেরপার শিশুকল্যাণ হাইস্কুলের পড়ুয়ারা ডক্টরস ডে পালন করবে

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

সোমবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৮
বি পজিটিভ	৮
ও পজিটিভ	৮
এবি পজিটিভ	৩
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	১
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	১
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বিধায়কের চিঠি

কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জুন : কুমারগ্রাম বিধানসভার বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতমকে চিঠি দিয়েছেন। তিনি চিঠিতে জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের উত্তর পারোকাটার ১০৩ নম্বর গেটের রেললাইন পারাপারের রাস্তায় পেভার্স ব্লক দিয়ে তৈরি অংশ খুবই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এই রাস্তায় প্রতিদিন দুর্ঘটনা ঘটছে। তিনি রেলগেটের রাস্তার এই অংশের সংস্কারের জন্য দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন ডিআরএমের কাছে। তাঁর মতে এতে সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান হবে।

সংর্বধনা

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রক্তদাতাদের সংর্বধনা দেওয়া হল। যাঁরা ২৫ বার ও ৫০ বার রক্ত দিয়েছেন এইরকম রক্তদাতাদের সংর্বধনা দেওয়া হয় জেলা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক কর্তৃপক্ষর পক্ষ থেকে। এমন ৩১ জন রক্তদাতার তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে ২৭ জনকে এদিন সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এছাড়াও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকেও সংর্বধনা দেওয়া হয়েছে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডল, হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক ইনচার্জ ডাঃ রন্তি দেব প্রমুখ।

কলমেরও

এই ঝর ঝর ঝরনা...

'তোমার সোনার দোয়াত কলম হোক' আগেকার দিনে কাউকে আশীর্বাদ করতে অনেকেই ব্যবহার করতেন এই শব্দবন্ধ। সেসময় নানা রকমের ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলমের ছিল এক বিশেষ চাহিদা। কার বুকপকেটে কত দামি এবং দৃষ্টিনন্দন ঝরনা কলম রয়েছে তার ওপর সেই ব্যক্তিকে বিচার করারও রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। কিন্তু সেইসমস্ত কিছুই এখন অতীত, ঝরনা কলম আজ প্রায় ইতিহাস হওয়ার পথে। লিখলেন **সায়ন দে**

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : শ্রীপান্থ তাঁর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম' প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কালক্রমে কালির কলম কীভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আর এবিষয়টি যে কতটা বাস্তব সেটা বর্তমানে বেশ স্পষ্ট। চাহিদার অভাবে ফাউন্টেন পেন বা ঝরনা কলম আজ সত্যিই 'হারিয়ে যাওয়ার' পথেই। অথচ ৪০ বছর আগে পিছিয়ে গেলেও ছবিটা ছিল সম্পূর্ণ অন্য। সেসময় কলমের জনপ্রিয়তা ছিল দেখার মতো। আর সেই কলমদের আকাশে ধ্রুবতারা হিসেবে অধিষ্ঠান করত ঝরনা কলম। লেখক থেকে কবি, শিক্ষাবিদ থেকে সাহিত্যিক, কেরানি থেকে পড়ুয়া সকলেরই চাহিদার তালিকায় একনম্বরে থাকত এই কলম। সহিত্যিক পরিমল দে'র কথায়, 'আমরা ছাত্রজীবনে ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখালেখি করেছি, সেসময় বাজার অনুযায়ী ৮-১০ টাকার মধ্যে সেগুলি পাওয়া যেত আর কালির মধ্যে বিখ্যাত ছিল সুলেখা কালি। তারপর ষাটের দশকের পর ধীরে ধীরে বাজারে ডট ও বল পেন আসা শুরু করে, এখন তো আর ফাউন্টেন পেন তেমন দেখা যায় না।'

এমনিতেই কাগজে-কলমে লেখালেখির অভ্যেসই কার্যত এখন হারিয়ে যেতে বসেছে। যাঁরা অত্যন্ত প্রয়োজনে এখনও এই পদ্ধতিতে লেখালেখি করেন তাঁদেরও ভরসা বল কিংবা ডট পেনের ওপরেই। 'বঙ্গরত্ন' প্রমোদ নাথ বলেন, 'বর্তমানে ডট পেন জনপ্রিয় হওয়ায় ফাউন্টেন পেন আর তেমন ব্যবহার হয় না। কিন্তু কিছু সংখ্যক মানুষ আছেন যাঁরা আজও ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করেন।' সেইসঙ্গে তিনি আক্ষেপের সঙ্গে জানান, নবীন প্রজন্ম তো ফাউন্টেন পেন চেনেই না। তারা হয়তো ভবিষ্যতে ঝরনা কলম দেখার জন্য মিউজিয়ামের দ্বারস্থ হবে। বিষয়টিতে প্রশ্ন করা হয়েছিল কলেজ পড়ুয়া আয়ুষ দেবনাথকে। তাঁর কথায়, 'স্কুল ও কলেজে আমরা এই পেনের ব্যবহার তেমন করিনি ঠিকই তবে, বই ও স্যরদের মুখে অনেক শুনেছি এই পেনের কথা। তাই শৌখিনতার বশে একটা এইরকম ঝরনা কলমে সংগ্রহে রেখেছি।'

এখনও চাহিদা

বর্তমানে কেউ ফাউন্টেন পেন কেনে মূলত দুটি কারণে, হয় উপহার দিতে আর নাহলে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে।

বিলুপ্তির কারণ

ফাউন্টেন পেনের দাম অন্যান্য পেনের তুলনায় অনেকটাই বেশি এছাড়াও সেই পেন রক্ষণাবেক্ষণ করা বল পেন বা ডট পেনের তুলনায় কিছুটা ঝামেলার বর্তমানে পড়ুয়ারা মুলত ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন ব্যবহারেই অভ্যস্ত এতে তাদের যেমন সাশ্রয় হয়, তেমনি ওগুলো দিয়ে লেখাও সোজা।

আমরা ছাত্রজীবনে ফাউন্টেন পেন দিয়ে লেখালেখি করেছি, সেসময় বাজার অনুযায়ী ৮-১০ টাকার মধ্যে সেগুলি পাওয়া যেত আর কালির মধ্যে বিখ্যাত ছিল সুলেখা কালি। তারপর ষাটের দশকের পর ধীরে ধীরে বাজারে ডট ও বল পেন আসা শুরু করে, এখন তো আর ফাউন্টেন পেন তেমনি দেখা যায় না।

– **পরিমল দে**, *সাহিত্যিক*

আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন খাতাকলমের দোকানে খোঁজ নিয়ে জানা গেল বিভিন্ন বল, ডট এবং ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেনেই মূলত সমস্ত বাজার দখল করে রেখেছে। ফাউন্টেন পেন হাতেগোনা কিছু থাকলেও তার দাম অন্য পেনের তুলনায় অনেকটাই বেশি। এছাড়াও 'ঝরনা কলম' রক্ষণাবেক্ষণ করা বল ও ডট পেনের তুলনায় কিছুটা ঝামেলার। আর এসমস্ত কারণেই এই কলম আজ বিলুপ্তির পথে বলে ব্যবসায়ীদের ধারণা। এবিষয়ে ব্যবসায়ী কাজল সরকার বলেন, 'বর্তমানের পড়ুয়ারা মূলত বল ও ইউজ অ্যান্ড থ্রো পেন ব্যবহারেই অভ্যস্ত। এতে তাদের যেমন সাশ্রয় হয়, তেমনি ওগুলো দিয়ে লেখাও সোজা।' কার্যত একই কথা শোনা যায় কোর্ট এলাকার আরেক ব্যবসায়ী সুভাষ সাহার গলাতেও। তিনি জানান, তাঁর দোকানে মূলত দু'ধরনের ফাউন্টেন পেন রয়েছে। একটি দোয়াতে ডুবিয়ে লেখার আর অপরটি কার্তুজ বা কার্ট্রেজ। সেগুলির মান বিভিন্ন দামের হয়। মূলত ১৫০ থেকে শুরু করে ১০০০-১৫০০ এরও পেন আছে তাঁদের দোকানে। ব্যবসায়ীরা সকলেই জানিয়েছেন, বর্তমানে কেউ ফাউন্টেন পেন কেনে মূলত দুটি কারণে, হয় উপহার দিতে আর নাহলে স্মৃতি হিসেবে রেখে দিতে। তাই এই পেনের জোগানও বেশি থাকে না।

গরমের দুপুরে স্বস্তি ছাতার তলায়। সোমবার স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে। আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষায় নাজেহাল রোগীর আত্মীয়রা

ফালাকাটায় ৫ বছর বন্ধ স্বজন আবাস

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৩০ জুন : হাসপাতালে আসা রোগীর পরিজনদের রাত্রিযাপন করার জন্য বানানো হয়েছিল স্বজন আবাস। ফালাকাটা গ্রামীণ হাসপাতালের ঠিক সামনেই এই স্বজন আবাসটি চালু করা হয়েছিল। স্বজন আবাসটি চালুর পর ভালোই চলতে থাকে। কিন্তু করোনার সময় থেকে সেটি বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই মুহূর্তে তাই ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীর আত্মীয়রা রাত্রিযাপন করতে সমস্যায় পড়ছেন। ঝড়-বৃষ্টির দিনে বাধ্য হয়ে দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীর আত্মীয়রা সমস্যায় পড়ছেন। ফালাকাটার নাগরিকরা দাবি তুলেছেন, ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে দ্রুত স্বজন আবাস তৈরি করা হোক।

রোগীর আত্মীয়দের সুবিধার কথা ভেবে হাসপাতালে একটি 'পেশেন্ট পার্টি নাইট শেলটার' তৈরি করা হয়েছিল। ফালাকাটায় যখন গ্রামীণ হাসপাতাল ছিল, সে সময় স্বজন আবাস নামে ওই শেলটারটি তৈরি করা হয়। এর জন্য ফালাকাটার প্রয়াত বিধায়ক অনিল অধিকারী তাঁর উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। ২০১২-২০১৩ সালে স্বজন আবাসটি রোগীর আত্মীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দেখভালের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েত সমিতির ওপর। করোনার সময় ওই নাইট শেলটারটিও স্বাস্থ্য দপ্তর ব্যবহার করে। সেই যে বন্ধ হয়ে যায়, আর চালু হয়নি। এখন নাইট শেলটারে রোগীর আত্মীয়রা থাকেন না। সেটি ব্যবহার করছেন মাতৃযানের চালকরা। আর হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীদের পরিজনরা বাধ্য হয়ে যত্রতত্র রাত কাটান।

গোটা বিষয়টি নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি অবশ্য বিষয়টি দেখার আশ্বাস দিয়েছেন। চেয়ারম্যানের কথায়, 'হাসপাতালে থাকা স্বজন আবাসটি চালু করা যায় কি না আমরা স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে পুরসভা স্বজন আবাসটি চালু করবে।'

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি থাকা এক রোগীর আত্মীয় প্রাণেশ রায় বলেন, 'দু'দিন ধরে শাশুড়ি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। মেয়েদের ওয়ার্ডে একজন ছেলেও থাকতে পারবে না। তাই হাসপাতালের আশপাশে থাকার ঘরের খোঁজ করি। কিন্তু কোথাও পাচ্ছি না। বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচেই আছি।'

ফালাকাটা হাসপাতালে এই স্বজন আবাসটিই পাঁচ বছর ধরে বন্ধ।

ভোগান্তি

- ফালাকাটায় গ্রামীণ হাসপাতাল থাকাকালীন স্বজন আবাস তৈরি হয়
- প্রয়াত বিধায়ক অনিল অধিকারী তাঁর উন্নয়ন তহবিল থেকে ১৩ লক্ষ ২১ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন
- ২০১২-'১৩ সালে স্বজন আবাসটি রোগীর আত্মীয়দের জন্য খুলে দেওয়া হয়
- দেখভালের দায়িত্ব ছিল পঞ্চায়েত সমিতির ওপর
- করোনার সময় থেকে বন্ধ হয়ে যায়

ফুলবাড়ি থেকে আসা এক প্রসূতির স্বামী টোটোন মণ্ডল বলেন, 'স্ত্রী সন্তানের জন্ম দিয়েছে। ডাক্তার বলেছেন আরও ৫ দিন হাসপাতালেই থাকতে হবে। বাধ্য হয়ে শহরে মোটা টাকায় হোটেলের রুম ভাড়া নিয়ে থাকতে হচ্ছে।'

এই মুহূর্তে ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার রোগী চিকিৎসা করাতে আসেন। অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি হন। ফালাকাটা ব্লক সহ পার্শ্ববর্তী জেলা কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং নিম্ন অসম ও ভুটান থেকেও রোগীরা এই হাসপাতালে আসেন। যাঁরা স্থানীয় বাসিন্দা, তাঁদের পরিজনরা অবশ্য রাতে বাড়ি চলে যান। সমস্যা হয় দূরের লোকজনের। ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে যাঁরা রোগী নিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশই দরিদ্র। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের পক্ষে টাকা খরচ করে শহরের হোটেলগুলিতে রাত্রিবাস করা সম্ভব হয় না। তার ওপর হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় রাত্রিবাসের জন্য তেমন কোনও হোটেলও নেই। বিশেষ করে বর্ষাকালে এবং শীতকালে রোগীর আত্মীয়রা রাত্রিযাপন করতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়ছেন। বাধ্য হয়ে রোগীর আত্মীয়রা অনেকেই হাসপাতালের থাকা বিশ্রামাগারেই রাত কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

যানজট

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : এনবিএসটিসি'র একটি বাস ও একটি বেসরকারি বাসের সংঘর্ষে সোমবার চাঞ্চল্য ছড়ায় আলিপুরদুয়ার শহরের কোর্ট মোড় এলাকায়। এদিন বিকেলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। দুটো বাস বিএফ রোড ধরে একসঙ্গে যাচ্ছিল। পেছনের অংশের ঘষা লাগে। বাস দুটির বেশি ক্ষতি হয়নি। যাত্রীদেরও জখম হওয়ার খবর নেই। তবে দুর্ঘটনার পর বিএফ রোডে যানজট তৈরি হয়। কোর্ট মোড়ে ট্রাফিক সামলানোর দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

ডায়ালিসিস শুরু

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : মঙ্গলবার থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ১০টি নতুন ডায়ালিসিস মেশিন দিয়ে পরিষেবা চালু হতে চলেছে। চিকিৎসক দিবস উপলক্ষ্যে এদিন জেলা হাসপাতালে ওই পরিষেবা চালু হবে বলে জানা গিয়েছে। গত সপ্তাহে স্বাস্থ্য দপ্তরের বিশেষ দল ওই ইউনিট পরিদর্শন করে সবুজ সংকেত দিয়েছিল।

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভাঙাচোরা ডাস্টবিন।

জেলা হাসপাতালে ভাঙা ডাস্টবিন

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের মূল ফটক দিয়ে ঢুকে ইমার্জেন্সির দিকে কয়েক পা এগোলেই বাঁ দিকে পড়ে ইউএসজি ও এক্স-রে বিভাগ। সেখানে ঢোকার ঠিক আগেই রাখা আছে দুটো ডাস্টবিন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে, হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য সুব্যবস্থাই করা হয়েছে। কিন্তু একটু কাছে গিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে সেই দুটি ডাস্টবিনের তলা ভাঙা। আর তার ফাঁক দিয়ে আবর্জনা ও দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। চোখে পড়বে, সেখানে পড়ে রয়েছে প্লাস্টিকের প্যাকেট, পচা খাবার, জলের বোতল, ব্যবহার করা টিস্যু সহ আরও অনেক কিছু। এটি দেখে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন আসবে এই ডাস্টবিনের কার্যকারিতা নিয়ে। আর এই অবস্থা দিনের পর দিন চলছে, কেউ যেন দেখেও দেখছে না।

এই ডাস্টবিন দুটোরই নীচের অংশ একেবারে ভেঙে গিয়েছে। ফলে তাতে কেউ ময়লা ফেললেও তা গিয়ে পড়ছে হাসপাতাল চত্বরের মেঝেতেই। রোগী ও পরিজনরাও তাই ভ্রুক্ষেপ করছেন না। তাঁরা যেন সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন, কোনওরকম আবর্জনা ডাস্টবিনে না ফেলে আশপাশেই ফেলবেন। এসবের ফলে হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির সামনে তৈরি হচ্ছে আবর্জনার স্তূপ।

এবিষয়ে হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'বিষয়টি আমাদের আগে কেউ জানায়নি। তবে এখন জানতে পেরে বলছি, দ্রুত ওই দুটি ডাস্টবিন বদলে দেওয়া হবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে কোনওরকম আপোষ হবে না।'

জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে এসেছিলেন পাটকাপাড়ার বাসিন্দা বিন্দু রায়। বললেন, 'হাসপাতাল তো রোগ সারাতে আসার জায়গা। যদি এখানে পা রাখতেই দুর্গন্ধে বমি চলে আসে, তাহলে আর রোগীরা সুস্থ হবে কীভাবে? ইউএসজি করাতে এসেছি, সকাল থেকেই খালি পেট। এখন এই গন্ধে গা গুলিয়ে আসছে।'

একই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন জয়গাঁ থেকে আসা সুশান্ত মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'হাসপাতালে ঢুকেই যেভাবে ময়লার গন্ধ নাকে এসে লাগে, মনে হয় যেন কোনও বাজারে ঢুকেছি। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তো মৌলিক চাহিদা। সেটা থাকবে না কেন?'

সমস্যার কথা মানছেন হাসপাতালের কর্মীরাও। হাসপাতালের কর্মীরা জানান, বেশ কয়েক মাস ধরে ওই ডাস্টবিনগুলোর অবস্থা একইরকম। তবু সেগুলোর সংস্কারে প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ নেই। এক সাফাইকর্মী বললেন, 'প্রতিদিন আমরা পরিষ্কার করি ঠিকই। কিন্তু ডাস্টবিনগুলোই যদি ভাঙা থাকে, তাহলে মানুষ ময়লা ফেলবে কোথায়? রোগীর পরিজনরা আমাদের ওপর চ্যাঁচামেচি করেন, অথচ আসল সমস্যার কোনও সমাধান হয় না।'

চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা মানুষজনের বক্তব্য অনুযায়ী, এক্স-রে এবং ইউএসজি বিভাগের মতো জায়গায় তো আরও বেশি করে স্বাস্থ্যবিধির কথা খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, জরুরি বিভাগেও ঢোকার আগে অস্বস্তিকর গন্ধে হাঁসফাঁস করতে হচ্ছে। এই সমস্যা দিনে দিনে আরও প্রকট হচ্ছে বলে জানাচ্ছেন অনেকেই।

৬ পড়ুয়ার গলায় রূপম থেকে অরিজিৎ

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : রূপম ইসলামের 'বেঁচে থাকার গান' হোক কিংবা মহীনের ঘোড়াগুলির 'হায় ভালোবাসি'। কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা' হোক অথবা অরিজিৎ সিংহের 'দেখো আলোয় আলোয় আকাশ'। এছাড়া বিদেশি শিল্পীদের মধ্যে রয়েছে ডুয়া লিপা, সেলেনা গোমেজরাও। সময় এবং ভৌগোলিক দূরত্ব এই সমস্ত শিল্পীদের আলাদা করলেও ওদের গলায় সকলেই যেন একবিন্দুতে এসে মিলে গিয়েছে।

ওদের কেউ অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া, কেউ নবম, কেউ একাদশ। সকলেই শহরের নিউটাউন গার্লস স্কুলে পড়ার সুবাদে একে অপরকে কমবেশি চিনত। আর গানের প্রতি ভালোবাসা ওদের সেই পরিচয়কে আরও গাঢ় করেছিল। এরপর একদিন স্কুলের অনুষ্ঠানে সকলে মিলে একসঙ্গে গান করার পরেই মনে হয়, আচ্ছা সবাই মিলে একটা ব্যান্ড তৈরি করলে কেমন হয়? ব্যাস যেই ভাবা সেই কাজ। এর কিছুদিন পরেই জন্ম হয় সম্পূর্ণ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত 'রক্টোপাজ'-এর। পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে এটাই সম্ভবত প্রথম এমন কোনও ব্যান্ড, যার সকল সদস্যরাই স্কুল পড়ুয়া। আর ওদের গানের মাধ্যমেই মিশে যাচ্ছে বর্তমান-অতীত-ভবিষ্যৎ, মুছে যাচ্ছে দেশ-কাল-সীমানার গণ্ডি।

ব্যান্ডের জন্ম

- কেউ অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া, কেউ নবম, কেউ একাদশের
- সকলেই শহরের নিউটাউন গার্লস স্কুলের ছাত্রী
- স্কুলে নবীনবরণের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সময়েই ভাবনা
- চেনা গান নিজস্ব সুর এবং নিজেদের আঙ্গিকে পরিবেশন করার চেষ্টা

ব্যান্ড রক্টোপাজ-এর মহড়া চলছে জোরকদমে। আলিপুরদুয়ারে।

ব্যান্ডের সদস্য কৌশানি সরকার, সুমেধা ঘোষ, প্রিয়াঞ্জলি দাস, পূর্বাশা দেবনাথ, পৃথা কর, এলিনা আদিত্যরা জানায়, গতবছর স্কুলে নবীনবরণের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার সময়েই এই ব্যান্ড তৈরির চিন্তাটা প্রথম মাথায় এসেছিল। সেই থেকেই ব্যান্ড বানিয়ে অনুষ্ঠান শুরু করা। তবে এক্ষেত্রে স্কুলের শিক্ষিকা এবং অভিভাবকদেরও অবদান রয়েছে বলে তারা জানায়। ব্যান্ডের ভোকালিস্ট সুমেধা, প্রিয়াঞ্জলি, পূর্বাশা, পৃথার কথায়, 'বাংলা লোকগান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রসংগীত, বাংলা রক যেমন গাইছি। তেমনি ইংরেজি ও হিন্দি গানও গাই। তবে সবক'টাই আমাদের নিজস্ব সুর এবং নিজেদের আঙ্গিকে পরিবেশন করার চেষ্টা করি। তবে পরবর্তীতে নিজেদের লেখা ও সুরে গান গাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।'

গিটারিস্ট কৌশানি জানায়, পড়াশোনার ফাঁকে সপ্তাহে তিন-চারদিন তারা একসঙ্গে গানের রিহার্সাল করে। তাঁর কথায়, 'ইতিমধ্যে স্কুল বাদে সরকারি অনুষ্ঠানেও গান গেয়েছি। আগামীদিনে আরও অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রয়েছে।' সেইসঙ্গে আগামীদিনে তাদের ব্যান্ডকে আরও অনেক উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা রয়েছে বলেও সে জানায়। এই ব্যান্ডে কিবোর্ড বাজায় এলিনা। ব্যান্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ভাবনা রয়েছে তারও।

অভিভাবক সোনালি ঘোষ, মধুমিতা আদিত্যদের কথায়, 'পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ছয়জন মিলে সম্পূর্ণ নিজেদের চেষ্টায় এই ব্যান্ড তৈরি করেছে। আমরা সবসময় ওদের পাশে রয়েছি।'

রাসমেলার দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশ

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার রাসমেলা পরিচালনায় আর্থিক তছরুপের অভিযোগের তদন্তের নির্দেশ দিল রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে গোটা বিষয়টি তদন্ত করে আইন মেনে দ্রুত পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। কী পদক্ষেপ করা হল তা জানিয়ে একটি রিপোর্টও পুর দপ্তরে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১১ জুন পুরসভায় সেই চিঠি পৌঁছেছে।

অভিযোগ, সেই চিঠি ধামাচাপা দিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নির্দেশের বিষয়টি কাউন্সিলারদের জানাননি তিনি। ৭ জুলাই পুরসভার বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে। সেখানেও আলোচ্যসূচিতে তদন্তের নির্দেশের উল্লেখ করা হয়নি। রাসমেলা দুর্নীতি নিয়ে যে অভিযোগ উঠেছে তাতে পুর চেয়ারম্যানই মূল অভিযুক্ত। তাই ফেঁসে যাওয়ার ভয়েই কী তদন্তের চিঠি আটকাতে চাইছেন রবীন্দ্রনাথ? উঠেছে সেই প্রশ্নও।

কোচবিহার রাসমেলার ফাইল চিত্র।

রাসমেলা দুর্নীতির তদন্ত নিয়ে যখন কাউন্সিলারদের অন্ধকারে রাখার অভিযোগ উঠছে তখন রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, তিনি চিঠির উত্তর পাঠিয়ে দিয়েছেন। তদন্ত করতে বলা হয়েছে বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে। তাহলে তাদের না জানিয়েই চেয়ারম্যান কীভাবে চিঠির উত্তর দিলেন? রবীন্দ্রনাথের সাফাই, 'বোর্ড মিটিংয়ের আলোচ্যসূচিতে এই বিষয়গুলি থাকে না। অভিযোগের বিষয়ে উত্তর দেওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছিল। সেইমতো উত্তর দেওয়া হয়েছে।'

পুরসভার কোনও আধিকারিকই বিষয়টি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাননি। তবে রেবীন্দ্রনাথ যে যুক্তি দিয়েছেন তা মানতে নারাজ পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলার এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান ভূষণ সিং। তাঁর বক্তব্য, 'বোর্ড অফ কাউন্সিলারকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে বোর্ড মিটিংয়ে আলোচনা না করে কোনওভাবেই চেয়ারম্যান একক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। পুর দপ্তরের নির্দেশের বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। কেন তিনি জানাননি তা চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চাইব। সরকারি সিদ্ধান্ত অমান্য করতে দেওয়া হবে না।' চিঠির বিষয়ে তিনিও পুরোপুরি অন্ধকারে বলেই জানিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদ।

মেলায় স্টল বসানো থেকে কর আদায়ের ক্ষেত্রে বড়সড়ো আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে বলে তদন্ত চেয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব, পুরসচিব, ভিজিলেন্স কমিশনার সহ বিভিন্ন দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জমা করেছিলেন কোচবিহার শহরের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শ্যামল চক্রবর্তী। পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলার অভিজিৎ মজুমদার (রুপু) ছাড়াও পুরসভার বর্তমান ও প্রাক্তন এগজিকিউটিভ অফিসার ও ফিন্যান্স অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতেই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পুর দপ্তরের চিঠির প্রতিলিপি পেয়েছেন শ্যামল। তাঁর কথা, 'চিঠি পাওয়ার ১৯ দিন পরও পুর চেয়ারম্যান তা গোপন রেখেছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে তিনি তদন্তে ভয় পাচ্ছেন। আমি নিরপেক্ষ তদন্ত চাই। অভিযুক্ত পুর চেয়ারম্যান এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ কাউন্সিলারকে বাদ দিয়ে তদন্ত কমিটি তৈরির দাবি জানাচ্ছি।'

কর বৃদ্ধি ইস্যুতে এমনিতেই বেশ বেকায়দায় পড়েছেন রবীন্দ্রনাথ। গোষ্ঠীকোন্দলের জেরে দলেও কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। ইতিমধ্যেই পুরসভার দশটিরও বেশি প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। এবার রাসমেলা দুর্নীতি নিয়ে রাজ্য সরকারের তদন্ত করতে বলায় ল্যাজেগোবরে অবস্থা হয়েছে এক সময়কার দাপুটে তৃণমূল নেতার। তৃণমূল কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশই দীর্ঘদিন থেকেই অভিযোগ তুলছেন, তাঁদের ব্রাত্য করে চেয়ারম্যান ইচ্ছে অনুসারে পুরসভা পরিচালনা করছেন। তাঁদের কাছে রাসমেলার তদন্তের নির্দেশ বড় হাতিয়ার। ফলে ওই ইস্যুতে চেয়ারম্যানকে চেপে ধরতে চাইছেন তাঁরা। বিরোধীরাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন।

পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের সিপিএম কাউন্সিলার মধুছন্দা সেনগুপ্তর কথা, 'তদন্তের নির্দেশের বিষয়টি জানানো হয়নি। আসলে পুরসভা কার্যত চেয়ারম্যানের মর্জিমতোই চলছে। তদন্তের বিষয়ে অবশ্যই বোর্ড মিটিংয়ে জানতে চাইব।'

আজ নির্বাচন কমিশনে তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩০ জুন : তৃণমূল কংগ্রেস ফের জাতীয় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছে। কমিশনের তরফে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল মঙ্গলবার কমিশনের ফুল বেঞ্চের সঙ্গে দেখা করবে।

ভিনরাজ্যের ভোটারদের বাংলায় 'ডাবল এন্ট্রি' করে ভোটার করা হচ্ছে এবং সংশোধনের নামে বিজেপি ঘুরিয়ে বাংলায় এনআরসি আনার কৌশল করছে। রাজ্য সরকার আগেই এই অভিযোগ করেছে। এর বিরুদ্ধে তৃণমূলের সর্বাত্মক বিরোধ জারি থাকবে বলে দলের তরফে আগেই হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে এবং দল বাদল অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে না বলে দলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন সেই ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই মর্মেই তৃণমূলের প্রতিনিধিদল এবার ফের নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে। নির্বাচন কমিশনে তৃণমূলের প্রতিনিধিদলে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম ও প্রকাশ চিকবড়াইক থাকবেন।

আগুন

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : সোমবার বিকেলে ভোলারডাবরি অসমগেট এলাকায় বৈদ্যুতিক ট্রান্সফর্মারের আগুন লাগার ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন। তবে বড় কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। আলিপুরদুয়ার দমকলকেন্দ্রের ওসি ভাস্কর রায় বলেন, 'খবর পেয়ে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে।'

থমকে উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েক মাস আগেই পুরসভার পক্ষ থেকে উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা হয়। এর জন্য ১৮টি ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের থেকেই প্রস্তাব চেয়ে নেওয়া হয়। প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা, নর্দমা, কালভার্টের সংস্কারের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। এর জন্য ডিপিআর তৈরি করা, ভেটিং করা সহ সব কাজই করা হয়। সবমিলিয়ে ১৮টি ওয়ার্ডে প্রায় ৩০ কোটি টাকার উন্নয়নমূলক কাজের পরিকল্পনা করা হয়। এই উন্নয়নমূলক কাজগুলির ফাইল খোদ চেয়ারম্যান পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরে গিয়ে জমা দিয়ে আসেন। পুর কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, কাজগুলির অনুমোদন খুব দ্রুত হয়ে যাবে। বর্ষার আগেই সব ওয়ার্ডে কাজ করে নাগরিকদের নজর টানা যাবে। কাউন্সিলারদের পাশাপাশি বাসিন্দারাও আশায় ছিলেন। সম্প্রতি যে বোর্ড মিটিং হয়েছে, সেখানে খোদ চেয়ারম্যান কাউন্সিলারদের জানিয়ে দেন ওই উন্নয়নমূলক কাজগুলির অনুমোদন মেলেনি। তারপর তৃণমূলের টাউন ব্লক কমিটির একটি বৈঠক হয়। সেখানেও চেয়ারম্যান একই কথা বলেন। তারপরেই খোদ কাউন্সিলার এবং দলের কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

তৃণমূলের টাউন ব্লক কমিটির এক সহ সভাপতি বলেন, 'পুরসভা হয়েছে এটা আমাদের বড় পাওনা। কিন্তু এমন কোনও বড় কাজ হয়নি যে আমরা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারব। পুরসভার ব্যর্থতার জন্যই দলকে শহরে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে।' দলের ফালাকাটা টাউন ব্লক সভাপতি শুভব্রত দে বলেন, 'ফাইল পাঠাতে গিয়ে কোনও ত্রুটি হয়ে থাকতে পারে। তবে আমরা শুনেছি চেয়ারম্যান নিয়মিত রাজ্যের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। আমরা দলীয়ভাবেও শীর্ষ নেতৃত্বকে জানাচ্ছি। দেখা যাক কী হয়।'

জীবন যেমন... *হালকা বৃষ্টির দিনে সিমলায়। সোমবার। - পিটিআই*

হাসপাতালের শৌচাগারে প্রসব ছাত্রীর

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : হাসপাতালের শৌচাগারে প্রসব করল ১৫ বছর বয়সি নবম শ্রেণির এক ছাত্রী। সোমবার সকালে পেটে যন্ত্রণা নিয়ে ওই ছাত্রীকে তার মা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। জরুরি বিভাগের পাশে থাকা একটি শৌচাগারে যায় ওই নাবালিকা। সেখানেই সে পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়। এমন ঘটনায় হইচই পড়ে যায় মেডিকেল কলেজ চত্বরে। জরুরি বিভাগে থাকা চিকিৎসক ওই নাবালিকার প্রাথমিক চিকিৎসা করে প্রসূতি বিভাগে পাঠিয়ে দেন। প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন নাবালিকা এবং তার সন্তান সুস্থ রয়েছে। জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান বলেন, 'নাবালিকার মা হওয়ার ঘটনা নিয়ম অনুযায়ী পকসো মামলার আওতায় আসে। সেই কারণে আমরা ঘটনাটি পুলিশকে জানাচ্ছি। তবে নাবালিকা এবং শিশুটির চিকিৎসায় যাতে কোনও ত্রুটি না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি মা এবং সন্তান সুস্থ রয়েছে।'

নাবালিকার পরিবার সূত্রে খবর, দুইদিন ধরে ওই নাবালিকা তার মাকে পেটের যন্ত্রণার কথা জানিয়ে আসছিল। এদিন সকালে

> নাবালিকার মা হওয়ার ঘটনা নিয়ম অনুযায়ী পকসো মামলার আওতায় আসে। তবে নাবালিকা এবং শিশুটির চিকিৎসায় যাতে কোনও ত্রুটি না হয় তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।
>
> **ডাঃ কল্যাণ খান** এমএসভিপি
> জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ

সে তার গৃহশিক্ষকের কাছে পড়তে গিয়েছিল। সেখানে তার পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়। সে বাড়ি ফিরে এসে মাকে সেই কথা জানায়। মেয়েটি মাকে বলে, দ্রুত চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর নাবালিকার মা ও এক পরিবারের সদস্য মেয়েটিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপারস্পেশালিটি বিভাগের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসেন। সেই সময় নাবালিকা মায়ের কাছে শৌচালয়ে যাওয়ার কথা বলে। মা তাকে জরুরি বিভাগের পাশে থাকা শৌচালয়ে নিয়ে যান।

হাসপাতাল সূত্রে খবর, এরপরই শৌচালয় থেকে নাবালিকার মা ছুটে বাইরে এসে স্বাস্থ্যকর্মীদের জানান, তাঁর মেয়ে অসুস্থ বোধ করছে। স্বাস্থ্যকর্মীরা শৌচালয়ের ভেতর গিয়ে দেখতে পান, মেয়েটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে। তাঁরা দ্রুত জরুরি বিভাগের চিকিৎসককে বিষয়টি জানান। চিকিৎসক মেয়েটিকে শৌচালয় থেকে জরুরি বিভাগের বেডে নিয়ে এসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা করেন। এরপর তাকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করার পরামর্শ দেন। দ্রুত নাবালিকা এবং তার সন্তানকে প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করে পরবর্তী চিকিৎসা শুরু হয়।

কার্সিয়াংয়ে বাড়ছে বন্যপ্রাণ, খুশি বন দপ্তর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : ডাউহিলে বিচরণ ভালুকের, চিত্রেতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্ল্যাক প্যান্থার, বার্কিং হরিণ কম নেই পাহাড়ের বাঁকগুলিতে। বন্যপ্রাণীদের এমন উপস্থিতি কবে দেখা গিয়েছে, তেমনভাবে মনে করতে পারছেন না কেউই। তবে ট্র্যাপ ক্যামেরায় জায়গা বিশেষে বন্যপ্রাণীদের ছবি ধরা পড়ায়, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উচ্ছ্বসিত বনকর্মীরা।

সংরক্ষিত এলাকায় সাধারণের প্রবেশ নিষেধ, চোরাশিকারিদের গতিবিধির ওপর নজরদারি রাখার পাশাপাশি প্রায় ছয় মাস আগে কয়েকটি এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছিল বন দপ্তরের কার্সিয়াং বিভাগ। ওই ক্যামেরাতেই ধরা পড়েছে, ডাউহিলে ভালুক, আপার চিত্রেতে হলুদ গলার মার্টেন, চিত্রে ও দেওরালিতে ব্ল্যাক প্যান্থার। ডাউহিলজুড়ে দেখা মিলছে লেপার্ড ও কালো ময়ূরের। তিনমাইল, ধোবি কোয়ার্টার্র এলাকায় অনেক সংখ্যায় দেখা গিয়েছে বার্কিং হরিণের। কয়েক বছর আগেও এই জায়গাগুলোতে এমন বন্যপ্রাণীর দেখা পাওয়া ছিল দুষ্কর। কিন্তু এখন সহজেই ঘুরে বেড়াচ্ছে বন্যপ্রাণীরা। পালটে যাওয়া এমন পরিবেশ নিয়ে বনকর্মীদের বক্তব্য, আগে সহজেই

কার্সিয়াংয়ের জঙ্গলে ঘুরছে ব্লাক প্যান্থার। -সংবাদচিত্র

বনের ভেতরে সাধারণ মানুষ ঢুকে যেতে পারত। যার ফলে বন্যপ্রাণীরা ভয়ে অন্য জায়গায় চলে যেত। কিন্তু এক বছর আগে ইকো ট্যুরিজমের ওপর জোর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। যার ফলে পর্যটক থেকে সাধারণ মানুষ, শুধুমাত্র ইকো ট্যুরিজম জায়গাগুলোতেই প্রবেশ করতে পারছেন। সে কারণে বন্যপ্রাণীদের সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। বিশেষ করে বার্কিং হরিণের সংখ্যা এতটাই বেড়েছে যে, বনবস্তি এলাকাগুলোতে প্রায়শই দেখা মিলছে। এমনকি রাস্তাঘাটেও দেখা মিলছে হরিণের। বন দপ্তরের থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২৫০-এর বেশি বার্কিং ডিয়ার, ৫০টির বেশি লেপার্ড ও প্রায় ১২টি ব্ল্যাক প্যান্থারের দেখা পাওয়া গিয়েছে। যা এক বছর আগের থেকে সংখ্যায় অনেক বেশি।

কার্সিয়াং বন বিভাগ সূত্রে খবর, মোট আটটি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। চলতি মাসে এই ট্র্যাপ ক্যামেরা খোলা হয়। কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'কীভাবে বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ করা যায়, সেজন্য এক বছর ধরে কাজ করা হয়েছে। বনের ভেতরে অনুমতি ছাড়া কেউ যাতে ঢুকতে না পারে, দিনরাত সেদিকে বনকর্মীরা নজর রেখেছিলেন। সেজন্যই এমন জায়গাগুলিতে বন্যপ্রাণ লক্ষ করা যাচ্ছে।'

বৃদ্ধাকে নির্যাতন

শিলিগুড়ি, ৩০ জুন : সোমবার ভোররাতে শিলিগুড়ি শহরের একটি বাড়িতে ঢুকে দেড় ঘণ্টা ধরে লুটপাট চালাল তিন দুষ্কৃতী। ওই বাড়িতে থাকা বছর পঁচাত্তরের এক বৃদ্ধার মুখে কাপড় গুঁজে তাঁর চোখে, পাঁজরে ঘুসি মারে দুষ্কৃতীদের একজন। কান থেকে সোনা ছিনিয়ে নেওয়ায় রক্ত ঝরতে থাকে বৃদ্ধার কান থেকে। দুষ্কৃতীরা ঘরে থাকা কাঠের আলমারি ভেঙে টাকাপয়সা নেওয়ার সময় কোনওমতে ওই বৃদ্ধা পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা ছেলেকে ডাকেন। ছেলে উঠতেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এনজেপি থানার পুলিশ।

সোমবার এই তাণ্ডবের কথা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ শান্তিনগর এলাকায়। শ্যামলী চক্রবর্তী নামে ওই বৃদ্ধার ওপর এমন অত্যাচারের ঘটনায় স্তম্ভিত এলাকার সাধারণ মানুষ। শ্যামলীর ছেলে সৌরভের অভিযোগ, 'দুষ্কৃতীরা দুটি সোনার দুল ছাড়াও কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র ও নগদ দশ হাজার টাকা নিয়ে পালিয়েছে।' সৌরভ এনজেপি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনার পর সৌরভের চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'মায়ের ডাক শুনে দরজা খুলি। দেখি মায়ের চোখে কালশিটে পড়ে গিয়েছে। কান দিয়ে রক্ত ঝরছে। মায়ের গলা দিয়ে আওতাজ বের হচ্ছিল না। এরপর মাকে কোনওমতে ঘরে বিছানায় বসানোর পর পেছনের খোলা দরজা দিয়ে বাইরের দিকে দেখি একজন পালিয়ে যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর মা ধীরে ধীরে গোটা ঘটনা জানায়।' এদিকে, সোমবার সকালেই ওই বাড়িতে হাজির হন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়।

মারপিটে জখম

বীরপাড়া, ৩০ জুন : নিজেদের মধ্যে মারপিট করে আহত হয়ে দুই বন্ধুই হাসপাতালে ভর্তি হলেন। সোমবার বিকেলবেলা ঘটনাটি ঘটেছে বীরপাড়ার ক্ষুদিরামপল্লিতে। আহত দুই তরুণের নাম মজিদুল মিয়াঁ এবং রাজকুমার শা। পুলিশ সূত্রে খবর, মদ্যপ অবস্থায় দুই তরুণ এদিন কোনও কারণে নিজেদের মধ্যে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। হাতাহাতি ছাড়াও ছুরি দিয়ে আঘাতের ঘটনাও ঘটে। সোমবার রাত ন'টা নাগাদ মজিদুলের পরিবার রাজকুমারের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। বীরপাড়া থানার ওসি নয়ন দাস জানান, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

মিছিল

কামাখ্যাগুড়ি, ৩০ জুন : কসবার আইন কলেজে ছাত্রী ধর্ষণের প্রতিবাদে কামাখ্যাগুড়িতে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফে প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের স্টেট এগজিকিউটিভ মেম্বার রূপক দাস সহ অন্য নেতারা।

'গৃহত্যাগ'

প্রথম পাতার পর

তাদের বাড়ির লোককে জানানো হয়েছে।'

প্ল্যাটফর্মে দুই নাবালককে ট্রেনের জন্য ঘোরাঘুরি করতে দেখে সন্দেহ হয়। খোঁজখবর শুরু হতেই তারা ট্রেনেও চেপে বসে। সঙ্গে অভিভাবক কারা রয়েছেন, ট্রেনের টিকিট আছে কি না, এসব জানতে চাইলে তারা সদুত্তর দিতে পারেনি।

সিডব্লিউসি'র চেয়ারম্যান অসীম বসু বলেন, 'দুজনকে হোমে রাখা হয়েছে। কেন ঘর ছাড়ল, কোথায় যাচ্ছিল, তা জানতে কাউন্সেলিং করা হয়েছে।' ছেলেটি জানিয়েছে, বাবা-মায়ের কর্মস্থলে সে আগেও গিয়েছে। সেই ভরসায় ট্রেনে চেপে বসেছিল। তার বাবা-মাকে জানানো হলেও তাঁরা এদিন আসতে পারেননি। তাই প্রাথমিক কাউন্সেলিংয়ের পর তাদের হোমে রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

অপরদিকে, কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার হয়ে অসম যাওয়ার পথে নাবালক যুগলকে উদ্ধার করেছে আরপিএফ। জিজ্ঞাসাবাদের পর তারা প্রেমের কথা স্বীকার করেছে। তাদেরও উদ্ধার করে হোমে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

নিরাপদ নন

প্রথম পাতার পর

তাঁর নামে শ্লীলতাহানির তখন মামলা দায়ের হল। এরপর ২০১৮ সালে আবার তাঁকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। ২০২৩ সাল থেকে তাঁর দাপট আবার বাড়তে শুরু করে। যে অভিযোগপত্র উত্তরবঙ্গ সংবাদের হাতে এসেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, ২০২২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের ইউনিট সভাপতি থাকাকালীন মনোজিতের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ছিল।

গড়িয়াহাট থানায় ২০১৭ সালেও তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় কলেজ চত্বরে মেয়েদের শ্লীলতাহানি করার জন্য। কলেজ চত্বরে মদ ও গুন্ডাবাহিনী নিয়ে এসে দাদাগিরি করতেন বলে সকলে ভীত থাকতেন। রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতা দেখিয়ে হুমকি দিয়ে বলতেন, পুলিশ বা অন্য কেউ তাঁর কিছু করতে পারবে না। এর আগেও কলেজে প্রথম বর্ষের এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানি করার অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

দ্বিতীয় বর্ষের এক ছাত্রী বলেন, 'কলেজের পিকনিকে গিয়েও অভব্য আচরণ করত জুনিয়ারদের সঙ্গে। সামনে বোন, দিদি বলে পিছনে কুপ্রস্তাব দিত। কেউ প্রতিবাদ করলে বলত, দেখবি ওই মেয়েটি আমার দলের হয়ে যাবে। আমাকে কালচারাল প্রোগ্রামের সেক্রেটারি করে দেবে বলেছিল। ও একটা পিশাচ।' ২০১৮ সালে মার্চ মাসে তাঁর বিরুদ্ধে দুই ছাত্রী যৌন হেনস্তার অভিযোগ এনেছিল। তাঁরা গোপন জবানবন্দিও দিয়েছিলেন।

ওই সময় রাজনৈতিক দাদাদের আশ্রয়ে তিনি গ্রেপ্তারি এড়িয়েছিলেন বলে অভিযোগ। তবে টিএমসিপির তৎকালীন রাজ্য সভাপতি তাঁকে কলেজ ক্যাম্পাসে ঢুকতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কলেজের বিভিন্ন কাজ ও সরবরাহের টেন্ডার প্রক্রিয়াতেও তাঁর আধিপত্য ছিল। টাকা নিয়ে প্রথম বর্ষে কলেজে ভর্তি করিয়ে দিতেন। রাজনৈতিক কেরিয়ার তৈরি করে দেওয়া হবে বলে অনেককে আশ্বাস দেওয়া হত। পুলিশকে মারধরের পরেও গ্রেপ্তার হননি তিনি।

বাড়ি বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি তৃণমূলে

বীরপাড়া, ৩০ জুন : মাদারিহাটে ফের জনগণের দুয়ারে হাজির হবে তৃণমূল। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখেই ওই কর্মসূচির প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিধানসভা ভোটের অনেকটা আগেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির কথা তুলে ধরবেন তৃণমূল কিষান খেতমজুর কংগ্রেসের সদস্যরা। সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় সোমবার জানান, জেলা ও ব্লক কমিটিগুলি পুনর্গঠনের কাজ চলছে। আলিপুরদুয়ার-১, ফালাকাটা ব্লকে ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলির প্রচারে বাড়ি বাড়ি যেতে শুরু করেছেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রসেনজিৎ আরও জানিয়েছেন, মূলত কৃষকদের জন্য রাজ্য সরকার কী কী করেছে, তার প্রচারে জোর দেওয়া হবে। প্রসেনজিৎ দাবি করেছেন, 'এই সরকার কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার ব্যবস্থা করেছে, যা বিগত জমানায় দেখা যায়নি।'

২০২১ সালে আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি বিধানসভার একটিতেও জেতেননি তৃণমূল প্রার্থীরা। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে আলিপুরদুয়ারে বিজেপির মনোজ টিগ্গা জিতলেও ব্যবধান কমে অনেকটাই। গত বছর বিধানসভা উপনির্বাচনে মাদারিহাট বিধানসভা আসনটি দখল করে তৃণমূল। এতে উৎসাহ বেড়েছে ঘাসফুল শিবিরে। তাই বিধানসভা ভোটের অনেকটা আগেই মাঠে নামতে চলেছে শাসকদল।

জলপাইগুড়িতে ফের চা নিলাম শুরু

জলপাইগুড়ি, ৩০ জুন : প্রায় ১০ বছর পর সোমবার থেকে আবার চা নিলাম চালু হল জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্রে। এদিনের নিলামে ৪৫ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। নিলামে চায়ের সর্বোচ্চ দর ওঠে ২২৭ টাকা কেজি। জলপাইগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র আবার চালু হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে চা বাগান কর্তৃপক্ষ এবং জেলার শিল্পপতিরা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক ডাঃ প্রদীপকুমার বর্মা, টি বোর্ডের ডেপুটি ডাইরেক্টর কমলচন্দ্র বৈশ্য, নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান পুরোজিৎ বক্সীগুপ্ত, নর্থবেঙ্গল টি অকশন কমিটির টাস্ক ফোর্স কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় ধানোঠি সহ অন্যরা।

২০১৪ সালে শেষবারের মতো জলপাইগুড়ির এই নিলামকেন্দ্র থেকে চায়ের নিলাম হয়েছিল। সোমবার নিলামের জন্য ১ লক্ষ ৫ হাজার কেজি চা পাঠিয়েছিলেন বিক্রেতারা। তবে হাতেগোনা কিছু বড় বাগান বাদে বেশিরভাগটাই ছিল বটলিফ ফ্যাক্টরি থেকে আসা চা।

এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ শুরু হয় অনলাইনে চায়ের নিলাম। প্রায় ১২টা পর্যন্ত সেই নিলাম চলে। সূত্রের খবর, এদিন প্রায় ৫৯ জন ক্রেতা রাজ্য এবং দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে নিলামে অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একটা বড় অংশ ক্রেতা ছিলেন কলকাতার। ১ লক্ষ ৫ হাজার কেজি চায়ের মধ্যে ৪৫ হাজার কেজি চা বিক্রি হয়েছে। প্রথম দিনেই প্রায় ৪০ শতাংশ চা বিক্রি হওয়ায় উচ্ছ্বসিত বিক্রেতারা এবং চা নিলাম কর্তৃপক্ষ।

গ্রাউন্ড সংস্কার

প্রথম পাতার পর

সব জায়গায় কাদা হয়ে আছে। আগে তো ওই বসার জায়গাগুলোয় কাদা হত না। এখন সমস্যা হচ্ছে।' একইরকম কথা শোনা গেল বৈশালী বিশ্বাস নামে আরেক কলেজ পড়ুয়ার কাছেও। প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় হাত দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁদের পছন্দের বসার জায়গাটা কীভাবে নষ্ট হয়েছে। মাঠের পশ্চিমদিকেই বিভিন্ন গাছতলায় আগে আড্ডা বসত। এখন সেটাও কমে গিয়েছে। ওই জায়গাগুলোতে বালি, বাজরি পড়ে রয়েছে। যে পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরি হয়েছিল, সেটা আর সরানো হয়নি। তবে রাস্তা ভাঙতে শুরু করেছে নিজে থেকেই। জল ঢুকে গর্তও হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। বর্ষা শেষ হতে হতে প্যারেড গ্রাউন্ড যে আরও বেহাল হবে, সেই আশঙ্কার কথা শোনা গেল অনেকের মুখেই।

'আ মরি বাংলা ভাষা' ভিনরাজ্যে

প্রথম পাতার পর

তাঁরা দিল্লিতে কাজ করছিলেন ইটভাটায়। তাঁদের সচিত্র বৈধ পরিচয়পত্র থাকলেও পুলিশ কোনও কথা শোনেনি। ওই সাতজন কোচবিহারের দিনহাটার সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দা। ওই খবরে ক্ষোভ আর উদ্বেগ ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই সাতজনের পরিবার তাঁদের উদ্ধারের জন্য পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। দিনহাটা থানার সামনে নিজেদের পরিচয়পত্র নিয়ে দাঁড়িয়েও ছিলেন তাঁরা।

শুধু এই একটা ঘটনা নয়, অতি সম্প্রতি মহারাষ্ট্র পুলিশ বাংলার কয়েকজনকে পাকড়াও করে বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল। পরে বিএসএফ-বিজিবির ফ্ল্যাগ মিটিংয়ের পর বাড়ি ফিরতে পারেন তাঁরা। একইরকম খবর আসছে গুজরাট, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, ওড়িশা থেকে। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ায় বাংলাদেশি সন্দেহে ৬ জন বাঙালিকে আটক করা হয়েছিল। তাঁরা কেউ বেলডাঙ্গার, কেউ নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের বাসিন্দা। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে রাজ্য প্রশাসনের চেষ্টায় রেহাই পেয়েছেন তাঁরা। বেশকিছু বাঙালিকে আটকে রাখা হয়েছিল রাজস্থানের ভিওয়ান্ডিতেও। যাঁরা উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বাসিন্দা।

গত ২৯ মে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে পুলিশ আটক করে হুগলির ২৬ জনকে। তাঁদের বিরুদ্ধে একটাই প্রমাণ ছিল পুলিশের হাতে, তাঁরা কথা বলছিল বাংলায়। তাঁদের মধ্যে ৫ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল। পরে নাগরিকত্ব প্রমাণ করে ছাড়া পান তাঁরা। বছর পনেরো তাঁরা কাজ করছেন ছত্তিশগড়ে। তাঁদের প্রশ্ন একটাই, বাংলা বলা কি অপরাধ? নিজের দেশে কি আমরা মাতৃভাষায় কথা বলতে পারব না?

এই ঘটনার কিছুদিন আগে দুর্ভোগের পড়তে হয়েছিল কোচবিহারের দিনহাটা এলাকার ১২ জনকে। রাজস্থানের শিকার জেলার পান থানার পুলিশ তাঁদের সবাইকে বাংলাদেশি বলে টানা ন'দিন আটকে রেখেছিল। তাঁদের অপরাধ, তাঁরা কথা বলছিলেন বাংলায়। বহু আবেদন-নিবেদনের পর বৈধ কাগজপত্র দেখিয়ে রেহাই পান তাঁরা। তাঁরা বহুদিন ধরে সেখানে ইটভাটার শ্রমিক।

তবে ভাগ্য এত সুপ্রসন্ন ছিল না নদিয়ার ২৮ বছরের তরুণ শফিকুল শেখের। রাজস্থানেরই লালকোঠারি থানার পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে আটকে রেখেছে ডিটেনশন ক্যাম্পে। উদ্বিগ্ন তাঁর পরিবার। অসমের গোলাঘাটের নুমালিগঞ্জে মুর্শিদাবাদের ১২ জন দিনমজুরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশ তাঁদের সব পরিচয়পত্র, মোবাইল কেড়ে নিয়েছিল। তারপর এ রাজ্যের প্রশাসনের চেষ্টায় ছাড়া পান তাঁরা।

উত্তরপ্রদেশের মথুরায় গাছের নীচে বসে বাংলায় কথা বলছিলেন ইসলামপুর আর ভগবানগোলার পাঁচ শ্রমিক। তাঁদের কাছে আধার, ভোটার কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় গোবিন্দপুর থানায়। এ রাজ্যের প্রশাসনিক কর্তাদের উদ্যোগে ছাড়া পান তাঁরা। উত্তরপ্রদেশেরই বালিয়ার রসরাজ এলাকায় প্লাস্টিকের জিনিসপত্র বিক্রেতা একাধিক বাঙালি মুসলিমকে বেদম মারধর করা হয়। তাঁরা মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বাসিন্দা। তাঁদের ঘিরে ধরে আধার কার্ড চাওয়া হয়। তারপর সেসব ছিঁড়ে ফেলা হয়। জোর করে তাঁদের জয় শ্রীরাম বলানো হয় বলে জানাচ্ছেন তাঁরা।

পহলগামের ঘটনা আর মুর্শিদাবাদের গোলমালের পর হামলার মাত্রা আরও বেড়েছে। ভয়ে অনেকে পুলিশের কাছে যেতে চাইছেন না। পড়শি অসমে নতুন চেহারায় 'বঙ্গাল খেদা' ফিরে এসেছে এনআরসি'র হাত ধরে। ডি-ভোটার সন্দেহে ওপারে পাঠানোর চেষ্টা হয় এপারের ১৪ জনকে। তাঁরা দু'দেশের মাঝে নো ম্যানস ল্যান্ডে আটকে পড়েছিলেন। খোলা আকাশের নীচে টানা চারদিন ঝড়-জলের মধ্যে বসে ছিলেন তাঁরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন এক মহিলা আর এক সদ্যোজাত।

বিএসএফ আর ওপারের বিজিবির অনেক ঠেলাঠেলির পর ফিরিয়ে আনা হয় তাঁদের। দশ বছর আগে ছিটমহল চুক্তি হলেও দুর্দশা, দুর্ভোগ মেটেনি সেখানকার আদি বাসিন্দাদের। ভিনরাজ্যে তাঁদের বিপদ বরং আরও বাড়ছে। এসব কি গর্ব করার, আশা করার মতো কিছু? দেশের এক রাজ্যের মানুষ অন্য রাজ্যে কাজ করতে যেতে পারবেন না? এ রাজ্যেও তো কত মানুষ কাজ করতে আসেন। কত মানুষ এখানেই থেকে যান বংশপরম্পরায়। সবাই তো ভারতীয়, এক দেশের নাগরিক।

বৈধ পরিচয়পত্র থাকা সত্ত্বেও শুধু বাংলা বলার জন্য অত্যাচারের শিকার হতে হবে কেন বাঙালিদের? কত আবেগ নিয়ে কবি লিখেছিলেন, 'ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে, ওই ভাষাতেই বলবো 'হরি', সাঙ্গ হলে কাঁদা-হাসা।' যিনি এই পংক্তিগুলি লিখেছিলেন, সেই অতুলপ্রসাদ সেন জীবনের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন লখনউতে। তিনিও ছিলেন প্রবাসী বাঙালি। তবে তখন তো অমৃতকাল শুরু হয়নি।

মায়ামির বিদায়ের দিনেও মধ্যমণি মেসি

জোড়া গোল করে প্যারিস সাঁ জাঁ-র জোয়াও নেভেস।

হেরেও নায়কের মর্যাদা নিয়ে ফিরছেন লিওনেল মেসি।

আটলান্টা, ৩০ জুন : দিনটা খুব তাড়তাড়ি ভুলে যেতে চাইবেন লিওনেল মেসি।

কিন্তু ভুলতে পারবেন কি? বিশেষত বিশ্বমঞ্চে যদি এটাই তাঁর শেষ ম্যাচ হয়ে থাকে!

রবিবার ক্লাব বিশ্বকাপে শেষ ষোলোর ম্যাচে প্যারিস সাঁ জাঁ-র সামনে কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলতে পারেনি ইন্টার মায়ামি। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধে কিছু মেসিসুলভ ঝলক দেখা গেলেও পিএসজি-র দাপটে তা ঢাকা পড়ে যায়। তবুও ম্যাচ শেষে আর্জেন্টাইন মহাতারকাই যেন মধ্যমণি। শেষ বাঁশি বাজার পর প্রাক্তন সতীর্থ জিয়ানলুইগি ডোন্নারুম্মা, মার্কুইনহোস, আচরাফ হাকিমিরা মাঠেই মেসির সঙ্গে হাত মেলান। পরে সাজঘরে আলাদা করে দেখাও করেন। যেখানে নিজের জার্সি, বুট ও শর্টস ওসমানে ডেম্বেলেকে উপহার দেন লিও। পরে সমাজমাধ্যমে সেই ছবি পোস্টও করেছেন ফরাসি তারকা। পিএসজি-র আরেক তারকা দেজিরে দুয়েকে এদিন এলএম টেনের নাম লেখা জুতো পরতে দেখা গিয়েছে। সব মিলিয়ে রবি-রাতে ফ্লোরিডার হার্ড রক স্টেডিয়াম মেসিময়।

তাঁর পায়ের জাদু দেখতেই তো গ্যালারিতে ৬৫ হাজার মানুষের সমাগম। ম্যাচ শেষে সেকথাই মনে করিয়ে দেন মায়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো। বলেছেন, 'পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।' পিএসজি-র ডিফেন্ডার লুকাস বেরালডো বলেছেন, 'আমরা যারা শৈশবে টেলিভিশনে মেসির খেলা দেখে বড় হয়েছি, তাদের কাছে আজকের দিনটা স্বপ্নপূরণের মতো।'

দুয়ের পায়ে এলএম টেন লেখা জুতো

> পিএসজি দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে, এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তবে ৩৮-এর মেসির খেলা দেখতেই মানুষ এখনও টিকিট কাটছে।
>
> **জেভিয়ার মাসচেরানো**

২০২৫-এর শেষেই মেসির সঙ্গে ইন্টার মায়ামির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে। সতীর্থরা চাইলেও লিও নিজে আগামী বছর ফিফা বিশ্বকাপে খেলবেন কি না, সেই ছবিটাও এখনও স্পষ্ট নয়। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম বলছে, 'মেসি নিজেও এখনও নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করেননি।' কাজেই প্রশ্নটা থেকেই যায়, বিশ্বমঞ্চে কি শেষ ম্যাচটা খেলে ফেললেন তিনি? যদিও আরেকটা সূত্র বলছে, নতুন চুক্তি নিয়ে ইতিমধ্যেই ডেভিড বেকহ্যামের ক্লাবের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে। যদিও এলএম টেন নিজে কিছুই স্পষ্ট করেননি। ম্যাচের পর এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগের চ্যাম্পিয়নদের কাছে হেরে ক্লাব বিশ্বকাপে আমাদের যাত্রা শেষ হল। জানি না, এটা প্রত্যাশিত ছিল কি না। তবে ক্লাব বিশ্বকাপে আমরা ছাপ রাখতে পেরেছি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি।' মাসচেরানোও বলেছেন, 'আমার দল যা করেছে তাতে সত্যিই গর্বিত। এবার এগিয়ে যেতে হবে। ভবিষ্যতে মনোযোগ দিতে চাই।'

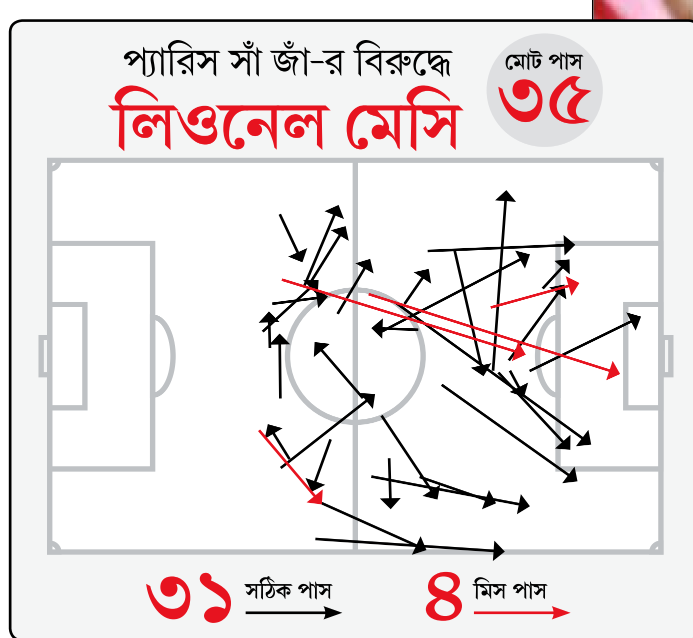

কেনের জোড়া গোল, কোয়ার্টারে বায়ার্ন

ফ্লোরিডা, ৩০ জুন : ফ্ল্যামেঙ্গোর দৌড় থামিয়ে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপের শেষ আটে বায়ার্ন মিউনিখ। ৪-২ গোলে জিতল জার্মান জায়েন্টরা। ৬ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে জোড়া গোল হ্যারি কেনের।

গ্রুপপর্বে ৩ ম্যাচের মধ্যে দুটো জয়, একটা ড্র। সেই ফ্ল্যামেঙ্গো যে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে বায়ার্নকে কঠিন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেবে, তা প্রত্যাশিতই ছিল। হলও তাই। ম্যাচের প্রথম গোল যদিও আত্মঘাতী। ৬ মিনিটে জোশুয়া কিমিচের শট বিপন্মুক্ত করতে গিয়ে নিজের জালেই জড়িয়ে দেন ফ্ল্যামেঙ্গোর এরিক পুলগার। এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ঠিক ৩ মিনিটের ব্যবধানে ২-০ করেন কেন। দুই গোল হজম করলেও দমে যায়নি ব্রাজিলের ক্লাবটি। ৩৩ মিনিটে ম্যানুয়েল ন্যুয়েরকে পরাস্ত করে প্রথম গোলটি শোধ করেন গারসন। পালটা ৪১ মিনিটে বায়ার্নের হয়ে আরও একটি গোল করেন লিওন গোরেৎজকা। ৫৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে ফের ব্যবধান কমান ফ্ল্যামেঙ্গো অধিনায়ক জর্জিনহো। তাতেও কোনও কাজ হয়নি। ৭৩ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় গোল করে বায়ার্নের জয় নিশ্চিত করেন কেন।

ফ্ল্যামেঙ্গোর বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে হুংকার হ্যারি কেনের।

ম্যাচ শেষে বায়ার্নের জয়ের নায়ক কেন বলেছেন, 'একটা ভালো দলের বিরুদ্ধে কঠিন ম্যাচ জিতলাম। ওরা আমাদের জন্য কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল, বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধের কথা বলতেই হয়। আমাদের চতুর্থ গোলটাই ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।' কোয়ার্টার ফাইনালে আরও কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে বায়ার্নের সামনে। প্রতিপক্ষ ইউরোপ সেরা প্যারিস সাঁ জাঁ। সেই নিয়ে কেনের মন্তব্য, 'পিএসজি-র বিরুদ্ধেও লড়াইটা কঠিন। দুর্দান্ত মরশুম কাটিয়েছে ওরা। যদিও এই মরশুমে আমরা ওদের বিরুদ্ধে জিতেছি। তবে এবার কাজটা আরও কঠিন। তবে আমাদের যে কোনও দলকে হারানোর ক্ষমতা রয়েছে।'

ছবির মতো সুন্দর। স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে সুইৎজারল্যান্ডে সময় কাটাচ্ছেন রোহিত শর্মা।

মানোলোর জায়গায় প্রায় নিশ্চিত সঞ্জয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩০ জুন : মানোলো মার্কুয়েজের উত্তরসূরি কি সঞ্জয় সেন?

বুধবার অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কার্যনির্বাহী সমিতির সভা। সেদিনই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হবে নাকি আরও দিন কয়েক সময় লাগবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। তবে জাতীয় দলের ডিরেক্টর সুব্রত পাল সদস্যদের যে চিঠি দিয়েছেন, তা ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। আর সেই চিঠি নিয়েও প্রশ্ন তুলছেন কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যরা। তাঁদের প্রশ্ন, জাতীয় দলের কোচের পদত্যাগের খবর কেন চেপে রাখা হয়েছে? যা খবর তাতে মানোলো ইতিমধ্যেই তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেডারেশনের কাছে। তবে তাঁর সঙ্গে চুক্তিসংক্রান্ত কিছু বিষয়ে এখনও সমস্যা আছে বলেই তাঁকে ছাঁটাই বা পদত্যাগের কথা ঘোষণা করা হয়নি। এই চেপে রাখার প্রশ্ন তোলা হচ্ছে কারণ, সুব্রতর চিঠি। তিনি নতুন কোচ নিয়োগ নিয়ে আলোচনা চান, জানিয়েই এই চিঠি দিয়েছেন। মানোলো পদত্যাগ না করলে নতুন কোচ নিয়ে আলোচনা কীভাবে করা যায়, প্রশ্ন তুলেছেন বহু সদস্যই। এই চিঠি ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। সদস্যদের অনেকেরই প্রশ্ন, ফেডারেশনের অভ্যন্তরীণ চিঠি কীভাবে বাইরে চলে আসে? ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে এবং তাঁর কাছের কয়েকজন ছাড়া এইমুহূর্তে ফেডারেশনের কাজকর্মে মাথা ঘামাচ্ছেন না আর কোনও সদস্যই। বরং সকলেই তাকিয়ে নতুন সংবিধান ও স্পোর্টস বিলের দিকে।

নতুন কোচ নিয়ে আলোচনায় সঞ্জয়কেই আপাতত জাতীয় দলের দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে ফেডারেশন কর্তাদের। যদি না বিরাট কোনও অঘটন ঘটে তাহলে প্রাক্তন আই লিগ ও সন্তোষ ট্রফি জয়ী সঞ্জয়ই হতে চলেছেন সাম্প্রতিককালের প্রথম ভারতীয় কোচ। খালিদ জামিল নিজে আগ্রহী নন সেভাবে। বিদেশি কোচ নিতে গেলে যা টাকা লাগবে, তা এইমুহূর্তে দেওয়ার ক্ষমতা নেই বর্তমান কমিটির। এদেশে কাজ করে যাওয়া কোচদের মধ্যে ইভান ভুকোমানোভিচ ও আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের আগ্রহ ছিল ভারতের কোচ হওয়ার। এই দুইজনের মধ্যে আবার ভুকোমানোভিচের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা শুরু করেছে মুম্বই সিটি এফসি। ফলে এইমুহূর্তে সঞ্জয়ই এগিয়ে বাকিদের থেকে। একমাত্র তিনি রাজি না হলে অন্য নাম সামনে আসবে।

'যশ দয়ালের বাড়িতে ১৫ দিন ছিলাম'

লখনউ, ৩০ জুন : যশ দয়ালের বিরুদ্ধে এবার নয়া চাঞ্চল্যকর দাবি অভিযোগকারিণীর। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর পেসারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান, যশের বাড়িতে নাকি টানা ১৫ দিন কাটিয়েছেন। একসঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছেন।

দাবি অভিযোগকারিণীর

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের অভিযোগ করেন গাজিয়াবাদের এই তরুণী। দাবি করেন, যশের পরিবারও তাঁকে পুত্রবধূ হিসেবে দেখত। সেভাবেই ব্যবহার করত। বলেন, 'যশ দয়ালের বাড়িতে আমি ১৫ দিন কাটিয়েছিলাম। ওর সঙ্গে উটিতে বেড়াতেও গিয়েছি। ওর বাড়িতে বহুবার গিয়েছি। যশের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়েছি। ও এবং ওর পরিবার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। যা কাজে লাগিয়ে আমাকে ব্যবহার করেছে যশ। অর্থ দিয়ে বিষয়টি ঢেকে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আইনের ওপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, যশ দয়ালকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে।'

'ক্যাপ্টেন কুল'-এর অধিকার চান ধোনি!

রাঁচি, ৩০ জুন : ক্যাপ্টেন কুল।

মহেন্দ্র সিং ধোনির কাছে শব্দ দুইটি শুধুমাত্র 'ডাক নাম' নয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। পরিচয়ও। ক্রিকেট কেরিয়ারে তিলে তিলে যে পরিচয় তৈরি করেছেন। এবার সেই 'ক্যাপ্টেন কুল'-এর স্বত্বের জন্য আবেদন জানালেন মাহি। জুনের ৫ তারিখ স্পোর্টস ট্রেনিং, কোচিং সার্ভিস, ট্রেনিং সেন্টারে 'ক্যাপ্টেন কুল' ব্যবহারের অধিকার পেতে আবেদন করেন।

ট্রেডমার্ক রেজিস্ট্রি পোর্টাল সূত্রে জানা গিয়েছে, ধোনির আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ১৬ জুন বিষয়টি প্রকাশও করা হয়। তবে চূড়ান্ত প্রক্রিয়ার পথে আরও কিছুটা অপেক্ষা করতে হবে। সেই ধাপগুলি পেরিয়ে গেলে নিজের কোনও ক্রিকেট-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে 'ক্যাপ্টেন কুল' শব্দযুগল ব্যবহার করার স্বত্বাধিকার পাবেন এমএস ধোনি।

মাহির আইনজীবী মানসী আগরওয়াল জানিয়েছেন, প্রাথমিকভাবে আবেদন খারিজ করা হয়েছিল। ট্রেডমার্কস অ্যাক্টের ১১ (১) ধারায় যা আটকে যায়। তবে অনেক টালবাহানার পর শেষপর্যন্ত তাঁদের যুক্তি মেনে নিয়েছে ট্রেডমার্ক।

এবার টেস্টে পাক কোচ আজহার

লাহোর, ৩০ জুন : পাকিস্তানের টেস্ট দলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হলেন আজহার মাহমুদ। গত বছরের এপ্রিল থেকে আজহার তিন ফরম্যাটেই সহকারী কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবং জেসন গিলেসপি গত বছরের ডিসেম্বরে পদত্যাগ করার পর টেস্ট দলের কোচের পদ ফাঁকাই ছিল। সেই জায়গায় এবার আজহারকে নিয়ে এল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। গত ৫ বছরে এই নিয়ে ৭ বার টেস্ট দলের কোচ বদল করল পাক বোর্ড। ২০২৬ সালের মার্চ পর্যন্ত আজহারের সঙ্গে চুক্তি রয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ডের।

শর্মিলা-সইফকে আমন্ত্রণের দাবি ইঞ্জিনিয়ারের

লন্ডন, ৩০ জুন : সুনীল গাভাসকারের পর এবার ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার।

ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজে পতৌদি ট্রফির নাম বদলের পদ্ধতি নিয়ে অসন্তোষ উগরে দিলেন। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটারের মতে, শচীন তেন্ডুলকার, জেমস অ্যান্ডারসনের নামে ট্রফির নামকরণ নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে যেভাবে পতৌদির নাম সরানো হয়েছে, তারপর শচীনের উদ্যোগে ফের পতৌদি-পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা দৃষ্টিকটু।

ইঞ্জিনিয়ারের দাবি, যা হয়েছে সেই ক্ষতে প্রলেপ দিতে ইসিবি-র উচিত পদক বিতরণের অনুষ্ঠানে পতৌদির পরিবারকে আমন্ত্রণ জানানো। পতৌদির প্রাক্তন সতীর্থ

পতৌদি বিতর্কে ইসিবি-কে তোপ

বলেছেন, 'শচীন ও অ্যান্ডারসনের সাফল্য অস্বীকার করা মুশকিল। আমার কোনও আপত্তি নেই। তবে এই গল্পে দুটি দিক রয়েছে। সিরিজের নাম বদলে ওরা (ইসিবি) এখন পতৌদির নামে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমস্যা হল, যেভাবে সবকিছু হয়েছে আশা করি, পদক প্রদান অনুষ্ঠানে শর্মিলা ঠাকুর ও সইফ আলি খানকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। গতবার কিন্তু ইসিবি ওদের আমন্ত্রণ জানায়নি।'

দীর্ঘদিন মনসুর আলি খান পতৌদির সঙ্গে খেলেছেন। গাভাসকারের মতো তাই বিষয়টি মানতে পারছেন না ইঞ্জিনিয়ার। বলেন, 'টাইগার পতৌদি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। দুর্দান্ত সতীর্থ। আমরা একসঙ্গে প্রচুর টেস্ট খেলেছি। অসাধারণ পরিবার। ২০০৭-এ যখন ওর নামে ট্রফির নামকরণ হয়, খুব খুশি হয়েছিলাম। স্বভাবতই এখন খারাপ লাগছে।'

গত শতাব্দীর ছয়, সাতের দশকে ভারতীয় ক্রিকেটে বহু স্মরণীয় সাফল্যের কারিগর ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, 'পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।'

> পতৌদির নামে পদক দেওয়া হবে, শুরুতেই যদি সিদ্ধান্ত নিত, তাহলে এত বিতর্ক হত না। শচীন, বিসিসিআইয়ের তরফে উদ্যোগের পর ইসিবি শেষমুহূর্তে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আশা করি, আগামীদিনে সিরিজের বিজয়ী অধিনায়ককে পতৌদি পদক দেওয়ার প্রথা বজায় থাকবে।
>
> **ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার**

দুই দেশের ক্রিকেট সম্পর্কের ৭৫ বছর পূর্তিতে ২০০৭-এ ইংল্যান্ড-ভারত সিরিজের নামকরণ করা হয় পতৌদির নামে। সিনিয়ার পতৌদি ইংল্যান্ড ও ভারত, দুই দেশের হয়ে খেলেছেন। মনসুর আলি খান পতৌদি দীর্ঘদিন ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন নিপুণভাবে। দুজনকে সম্মান জানিয়ে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ পতৌদির নামে করা হয়। এখন যা অ্যান্ডারসন-তেন্ডুলকারের নামে।

ম্যাচের পর ক্ষোভ বাগান সমর্থকদের

পালতোলা নৌকা ডোবাল পুলিশ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
পুলিশ এসি-১ (আমিল নায়িম)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : খারাপ আবহাওয়া। তার থেকেও খারাপ ফুটবল।

প্রথম ম্যাচেই পুলিশ এসি-র কাছে ১-০ গোলে হার মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের। গতবারেও এই দলটির কাছে ৩-২ গোলে হারতে হয়েছিল সবুজ-মেরুন শিবিরকে। এবার পুলিশ দলে শেখ সাহিল, শুভ ঘোষের মতো প্রাক্তন বাগান তারকারা রয়েছেন। কিন্তু 'প্রাক্তনী কাঁটা' নয়, বরং মেকানিক পুত্র আমিল নায়িমের 'মেকানিজম'-এ পুলিশ ব্যারিকেডে আটকে পড়ল পালতোলা নৌকা। আসানসোলের এই ছেলেটির গোলেই জয় নিশ্চিত করে পুলিশ।

ম্যাচের প্রথম পনেরো মিনিট বাদ দিলে বাকি সময় পুলিশেরই দাপট। সালাউদ্দিন আদনান, পাসাং দোরজি তামাংদের সেভাবে চোখেই পড়ল না। ১৪ মিনিটে হ্যামস্ট্রিং চোট পেয়ে মাঠের বাইরে চলে যান ডিফেন্ডার উমের মুত্তার। তারপরেই যেন খেলা থেকে হারিয়ে গেল বাগান। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি আক্রমণ ছাড়া মোহনবাগানকে চোখেই পড়ল না। কেবল অধিনায়ক সন্দীপ মালিক ও মিগমা শেরপা কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেন। ম্যাচের সংযোজিত সময়ে জয়সূচক গোলটি করে যান আমিল।

পুলিশ এসি-র রক্ষণে আটকে গেল মোহনবাগানের আক্রমণ।

ম্যাচের শেষে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। টানেল দিয়ে ড্রেসিংরুমে ঢোকার মুখে সমর্থকদের চোখা চোখা কটূক্তি উড়ে এল ফুটবলার, কোচিং স্টাফদের উদ্দেশ্যে। 'গো ব্যাক ডেগি'স্লোগানও শোনা গেল। ম্যাচের পরে বিপক্ষ দলের সমর্থকদের সঙ্গে হাতাহাতিতেও জড়িয়ে পড়েন বাগান সমর্থকরা। তাদের অভিযোগ, পুলিশ লাঠি চার্জ করেছেন সমর্থকদের ওপর। একদিকে যখন বাগান সমর্থকদের ক্ষোভ চলছে, অন্যদিকে বড় দলের বিরুদ্ধে গোল করে উচ্ছ্বসিত আমিল। আসানসোল থেকে উঠে আসা ২১ বছরের এই ফুটবলার। বাবা গ্যারাজে মেকানিকের কাজ করেন। সেই নায়িম বলেছেন, 'আমি কোনওদিন ভাবিনি, মোহনবাগানের বিরুদ্ধে গোল করব। দারুণ লাগছে। গোলটা সতীর্থ, কোচকে উৎসর্গ করতে চাই।' নেইমারের ভক্ত নায়িমের লক্ষ্য ভারতীয় ফুটবলের মূলস্রোতে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা।

এদিকে চোট পাওয়া মুত্তার আপাতত তিন সপ্তাহের জন্য মাঠের বাইরে বলেই জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে লিগের অপর ম্যাচে পাঠচক্রের কাছে ২-০ গোলে হেরেছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স। জর্জ টেলিগ্রাফ ৩-২ গোলে হারিয়েছে বেহালা এসএস-কে। কাস্টমস ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে রেলওয়ে এফসি-র বিরুদ্ধে। সুরুচি সংঘ ৪-০ গোলে বিধ্বস্ত কালীঘাট এমএস-কে।

জোড়া স্পিনারের ভাবনা, তিন নম্বরে হয়তো করুণ

বুমরাহ ফিট, খেলার আগে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই বুধবার থেকে বার্মিংহামের এজবাস্টনের মাঠে শুরু হয়ে যাবে ভারত বনাম ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট।

এজবাস্টন টেস্টের ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে বেশ কয়েকটি বদল হতে চলেছে বলে খবর। শার্দূল ঠাকুরের পরিবর্তে নীতীশ কুমার রেড্ডি ঢুকছেন দলে। বাংলার আকাশ দীপেরও খেলার সম্ভাবনা প্রবল। শুধু তাই নয়, বড় অঘটন না হলে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামাতে চলেছে শুভমান গিলের ভারত। রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে কে খেলবেন, কুলদীপ যাদব নাকি ওয়াশিংটন সুন্দর—তা নিয়েই আপাতত জোরদার চর্চা। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ এজবাস্টন টেস্টের প্রথম একাদশে রিস্ট স্পিনার কুলদীপকে চাইছেন। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলন যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে কুলদীপের অপেক্ষা বাড়তে পারে। কারণ, কোচ গৌতম গম্ভীর দলের ব্যাটিং গভীরতা বাড়ানোর জন্য ওয়াশিংটনকে প্রথম একাদশে চাইছেন বলে খবর।

কিন্তু জসপ্রীত বুমরাহ? তিনি কি এজবাস্টন টেস্টে খেলবেন? বুমরাহকে নিয়ে আপাতত জল্পনার শেষ নেই। আজ ভারতীয় সময় সন্ধ্যার দিকে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সহকারি কোচ রায়ান টেন দুশখাতে। তিনি জানিয়েছেন, বুমরাহ ফিট। কিন্তু তিনি খেলবেন কিনা, সিদ্ধান্ত হবে বুধবার টসের আগে। রায়ানের কথায়, 'বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।' আজ বিকেলে এজবাস্টনের মাঠে সতীর্থদের সঙ্গে অনুশীলনে হাজির ছিলেন বুমরাহ। মিনিট দশেকের বেশি তাঁকে বল হাতে দেখা যায়নি। বাকি সময়টা তিনি কখনও সাজঘরে, আবার কখনও অধিনায়ক শুভমান গিল ও কোচ গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনা করে কাটিয়েছেন। তাই দলের সহকারি কোচের কথার পরও বুমরাহ নিয়ে

> বুমরাহ ফিট। ও তৈরি। কিন্তু সিরিজের বাকি থাকা চার টেস্টের লক্ষ্যে ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কথা ভেবে বুমরাহ নিয়ে সিদ্ধান্ত হবে টসের আগে।
>
> **রায়ান টেন দুশখাতে**
> ভারতের সহকারী কোচ

ধোঁয়াশা কাটছে না। বুমরাহ এজবাস্টন টেস্টে একান্তই না খেললে বাংলার আকাশকে দেখা যাবে বলে খবর। গত কয়েকদিনের পর আজও ভারতীয় দলের নেটে দীর্ঘসময় বোলিং করেছেন তিনি।

বার্মিংহামে এখন প্রবল গরম। হাঁসফাঁস অবস্থা সকলের। এমন গরমের কারণে এজবাস্টনের পিচে ঘাস থাকলেও সেটা আদর্শ 'ইংলিশ সামারের' মতো আচরণ করবে কিনা, তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। বুধবার, এজবাস্টন টেস্টের প্রথম দিন বৃষ্টির পূর্বাভাসও রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, খেলা গড়ানোর সঙ্গে গরমের কারণে পিচে ফাটল তৈরি হবে। যার ফলে স্পিনাররা সাহায্য পাবেন। তাই জাদেজার সঙ্গে প্রথম একাদশে দ্বিতীয় স্পিনার রাখার ভাবনা রয়েছে। যেখানে ওয়াশিংটন ও কুলদীপের মধ্যে তুমুল লড়াই চলছে। হেডিংলে টেস্টে ব্যর্থতার পর জাদেজাকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। বি সাই সুদর্শনকে নিয়েও চলছে টানাপোড়েন। অভিষেক টেস্টে তিন নম্বরে ব্যাটিং করে হতাশ করেছেন সুদর্শন। তাই তাঁর বদলে এজবাস্টনে তিন নম্বরে করুণ নায়ারকে তুলে আনতে চাইছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ টিম ইন্ডিয়ার নেটে করুণ তিন নম্বরে ব্যাটিং করার পর এমন সম্ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে।

এদিকে, হেডিংলে টেস্টে জঘন্য ফিল্ডিংয়ের পর বদলে যাচ্ছে টিম ইন্ডিয়ার স্লিপ কর্ডন। যশস্বী জয়সওয়ালকে আর স্লিপ বা গালিতে রাখা হচ্ছে না। তাঁর জায়গায় নীতীশকে নিয়ে আসা হচ্ছে। আর স্লিপে থাকছেন লোকেশ রাহুল, অধিনায়ক শুভমান ও করুণ। ভুল শুধরে এজবাস্টনে টিম ইন্ডিয়া কী করে, সেটাই এখন দেখার।

জসপ্রীত-বিতর্কে ভুল দেখছেন ডিভিলিয়ার্স

ডারবান, ৩০ জুন : পাঁচটার মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলবেন।

প্রশ্ন, কোন তিনটিতে দলের সেরা বোলারকে পাবে ভারতীয় দল? জসপ্রীত বুমরাহকে ঘিরে যে টানাপোড়েন নিয়ে এদিন বিস্ফোরক মন্তব্য এবি ডিভিলিয়ার্সের। ঘুরিয়ে নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ তুললেন ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, নির্বাচকদের দিকে। কিংবদন্তি প্রোটিয়া তারকার মতে, বুমরাহকে সঠিকভাবে ব্যবহার করে গুরুত্বপূর্ণ, কঠিন সিরিজগুলির জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল।

কিন্তু তা যে হয়নি, পরিষ্কার চলতি মিশন ইংল্যান্ডে পাঁচের মধ্যে তিনটি টেস্ট খেলা নিয়ে জল্পনায়। এবির মতে, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উচিত ছিল আরও ভালোভাবে বুমরাহর ওয়ার্কলোড

'ইংল্যান্ডের জন্য তুলে রাখা উচিত ছিল'

ম্যানেজমেন্টের দিকে খেয়াল রাখা। হোম সিরিজ, তুলনায় কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলিতে বিশ্রাম দিয়ে তরতাজা রাখা দরকার ছিল ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার মতো দ্বৈরথে। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে এবি বলেছেন, 'সমস্ত ফরম্যাটে বুমরাহ সম্ভবত বিশ্বের এক নম্বর বোলার। এইরকম অস্ত্রকে ইংল্যান্ড সিরিজে বিশ্রাম দেওয়া সত্যিই চাপের ভারতীয় দলের জন্য। আমার মতে, টেস্ট ক্রিকেট সবসময় অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। গুরুত্বপূর্ণ সিরিজগুলির মধ্যে ইংল্যান্ড সফর ওপরের দিকে থাকবে। সেই কথা

অনুশীলনের মাঝে জসপ্রীত বুমরাহর সঙ্গে শুভমান গিল।

> আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল।
>
> **এবি ডিভিলিয়ার্স**

মাথায় রেখে বুমরাহকে পাঁচ টেস্টের জন্য প্রস্তুত রাখা দরকার ছিল।'

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া টেস্টেই বুমরাহকে খেলানো হয়। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরবর্তী হোম সিরিজেও তিনটির মধ্যে দুইটি ম্যাচে ছিলেন তারকা স্পিডস্টার। ঠিক এদিকেই আঙুল তুলেছেন এবি। উদাহরণ হিসেবে ডেল স্টেইনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। জানান, অধিনায়ক হিসেবে কীভাবে প্রোটিয়া স্পিডস্টারের ওয়ার্কলোডের দিকটা সামলেছেন।

এবি আরও বলেছেন, 'আমরা কম গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ, টি২০, ওডিআই সিরিজগুলিতে স্টেইনকে বিশ্রাম দিতাম। তুলে রাখতাম অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, ভারতের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে সিরিজের জন্য। নিউজিল্যান্ড সফরেও। বুমরাহর ক্ষেত্রেও একই হওয়া উচিত ছিল। জানি না, এর নেপথ্যে মিস ম্যানেজমেন্ট, নাকি পিঠের চোট। হয়তো চিকিৎসকদের কোনও নির্দেশ রয়েছে। টানা পাঁচটা টেস্ট খেলতে বারণ করেছে। সেই রকম কিছু হলে বিষয়টিকে অবশ্যই গুরুত্ব দিতে হবে। তবে দিনের শেষে বুমরাহর ক্রিকেটীয় ধকলের দিকটা সঠিকভাবে সামলাতে হবে দলের থিংকট্যাংককেই।'

জয়ের হুংকার বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কার।

পাঁচ সেট লড়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে আলকারাজ

লন্ডন, ৩০ জুন : উইম্বলডনের শুরুতেই ইতালির ফাবিও ফগনিনির বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন দ্বিতীয় বাছাই কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। পাঁচ সেট লড়াই করে শেষপর্যন্ত ৭-৫, ৬-৭ (৫/৭), ৭-৫, ২-৬ ও ৬-১ গেমে জিতে আলকারাজ দ্বিতীয় রাউন্ডে পা রেখেছেন। তবে প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন ড্যানিল মেদভেদেভ। বেঞ্জামিন বোনজির ৭-৬ (৭/২), ৩-৬, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২ গেমে তিনি পরাজিত হয়েছেন। স্টেফানোস সিতসিপাস প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার দিয়েছেন ভেলেন্টিন রোয়েরকে।

মহিলাদের শীর্ষবাছাই আরিয়ানা সাবালেঙ্কা প্রথম রাউন্ডে ৬-১, ৭-৫ গেমে কার্সন ব্রানস্টাইনকে হারিয়েছেন। ইউক্রেনের এলিনা ভিতোলিনা প্রথম রাউন্ডে অ্যানা বনডারের বিরুদ্ধে জিতেছেন ৬-৩, ৬-১ গেমে। প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছেন জেলেনা অস্টাপেঙ্কো। ৫-৭, ৬-২, ২-৬ গেমে তিনি হেরে যান সানায় কার্টালের কাছে।

যুক্তরাষ্ট্র ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন আয়ুষ

আইওয়া, ৩০ জুন : আয়ুষ শেঠির হাত ধরে মরশুমের প্রথম শিরোপা এল ভারতে। যুক্তরাষ্ট্র ওপেন ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন কর্ণাটকের তরুণ শাটলার।

রবিবার ফাইনালে মাত্র ৪৭ মিনিটের লড়াইয়ে ২১-১৮, ২১-১৩ পয়েন্টে কানাডার ব্রায়ান ইয়ংকে পরাস্ত করেন আয়ুষ। পুরুষ সিঙ্গলসে শেষবার ভারতে খেতাব এসেছিল কানাডা ওপেন থেকে লক্ষ্য সেনের হাত ধরে। তাও প্রায় বছর দুয়েক আগে। ২০ বছরের আয়ুষের হাতে সেই খরা কাটল। এর আগে যুব বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন। তবে যুক্তরাষ্ট্র ওপেনেই আন্তর্জাতিক মঞ্চে সিনিয়ার পর্যায়ে তাঁর প্রথম খেতাব। ম্যাচ শেষে আয়ুষ বলেছেন, 'এই জয়টা আজীবন মনে থাকবে। লক্ষ্য এবার কানাডা ওপেন।' আয়ুষ জিতলেও মহিলা সিঙ্গলসের ফাইনালে হেরে গিয়েছেন তানভি শর্মা। বেইওয়েন ঝ্যাংয়ের কাছে ২১-১১, ১৬-২১, ২১-১০ পয়েন্টে হেরে গিয়েছেন তিনি।

সিএবি এজিএম ২০ সেপ্টেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ জুন : ঘোষণা হয়ে গেল বাংলা ক্রিকেট সংস্থার বার্ষিক সাধারণ সভার দিন। আজ সন্ধ্যায় সিএবি-র অ্যাপেক্স কাউন্সিলের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ২০ সেপ্টেম্বর হবে বার্ষিক সভা। প্রয়াত কিংবদন্তি জগমোহন ডালমিয়ার প্রয়াণ দিবসের দিনই এবার হতে চলেছে সিএবি-র এজিএম। যেখানে এবার নির্বাচনের সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু আজ সন্ধ্যার অ্যাপেক্সের বৈঠকে এজিএমের দিন ঘোষণার পর বাংলা ক্রিকেট সংস্থার শাসক ও বিরোধী, দুই শিবিরেই উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। এসবের মধ্যেই অ্যাপেক্সের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে ৩০ অগাস্ট হবে সিএবি-র বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

বৈভব ৪৫

নর্দাম্পটন, ৩০ জুন : অনূর্ধ্ব-১৯ ইংল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় একদিবসীয় ম্যাচেও অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন বৈভব সূর্যবংশী (৩৪ বলে ৪৫)। শুরুতেই আয়ুষ মাত্রেকে (০) হারানোর পর বৈভব ও বিহান মালহোত্রার (৪৯) জুটিতে চাপ কাটিয়ে ওঠে অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। পরে রাহুল কুমার (৪৭), কণিষ্ক চৌহানের (৪৫) ব্যাটে ভারত ২৯০ রানে শেষ করে। জবাবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ৪৫ ওভারে ইংল্যান্ডের স্কোর ২৫৪/৭। টমাস রিউ ৮৯ বলে ১৩১ রান করে আউট হয়েছেন।

E-TENDER NOTICE

E-Tender are hereby invited from the eligible contractors as specified in the detailed e-Tender No :- **E04/DGP/15th F.C./2025-26, 1 NOS. Date : 30/06/2025 : 17:00 hr.** **Date & Time of submission of Bids :- 30-06-2025 to 08-07-2025 : 17.00 hr.** For details, please see website www.wbtenders.gov.in/GP Notice Board.

Sd/-
Pradhan
Dalsingpara Gram Panchayat
Kalchini Block

OFFICE OF THE
GAROPARA GRAM PANCHAYAT
P.O. Rajabhat T.E. Kalchini Dist: Alipurduar
TENDER NOTICE

E-NIT-01/GGP/E-Tender/2025-26, Dated- 26.06.2025 Date of Published: -27.06.2025, Time-09:00 hrs. Period and time for download of Bidding Documents & Submission of Bids, from 27.06.2025, 10:00 hrs to 08.07.2025, 12:00 hrs. Date and Time for Opening: on 10.07.2025 at 12.00 hrs. Other details may seen at Office Notice Board and www.etender.gov.in portal.

Sd/- Pradhan
Garopara Gram Panchayat

Birpara II Gram panchayet
Notice
Tender hereby invited by the undersigned in following dated :
A) E NIT NO : 04/BRP-II/2025-26, DT. 30/06/2025
B)Bid submission start : Dt. 01/07/2025 at 12.00hr
C)Bid submission closing : Dt. 11/07/2025 at 12.00hr
-D) Technical bid opening : Dt. 14/07/2025 at 12.00hr.
E) NIT NO : 02/BRP-II/2025: Dt: 30/06/2025, Closing dt : 11/07/2025 NIQ NO.04/BRP-II/2025-26, Dt: 30/06/2025, NIQ CLOSING DATE: 11/06/2025
Sd/- Prodhan
Birpara -II Gram pancahyet

দল ঘোষণা ইংল্যান্ডের, জায়গা হল না জোফ্রার

বার্মিংহাম, ৩০ জুন : কারও মতে আত্মবিশ্বাস। কেউ বলছেন, এটাই বাজবল!

হেডিংলে টেস্টে জিতে আপাতত সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ইংল্যান্ড। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। তার আগে আজ বেন স্টোকসরা চমকে দিয়েছেন ক্রিকেট দুনিয়াকে। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। আসন্ন টেস্টে প্রথম একাদশ অপরিবর্তিত রেখেছেন স্টোকসরা।

প্রথম টেস্ট জয়ের পর যখন দ্বিতীয় টেস্টের স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল ইংল্যান্ড, তখন দলে জায়গা করে নিয়েছিলেন জোফ্রা আর্চার। মনে করা হয়েছিল, চার বছর পর এজবাস্টনের মাঠে আর্চারের প্রত্যাবর্তন হতে চলেছে। বাস্তবে দল অপরিবর্তিত রেখে চমক দিল ইংল্যান্ড। আজ ইংল্যান্ড দলের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আর্চার। দলের তরফে জানানো হয়েছে, ব্যক্তিগত কারণে তিনি

> ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।
>
> **ক্রিস ওকস**

আজ অনুশীলনে হাজির ছিলেন না। আর্চারের মতো জোরে বোলারকে দলে নেওয়ার পরও তাঁকে প্রথম একাদশের বাইরে রাখা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা। অধিনায়ক স্টোকস ও কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম এখনও আর্চারের টেস্ট ম্যাচ খেলার ফিটনেস নিয়ে আশাবাদী নন বলেই খবর।

কেন আর্চারকে এজবাস্টন টেস্টের জন্য বিবেচনা করা হল না, দলের তরফে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে বিষয়টা খোলসা করেননি ক্রিস ওকস। বরং ইংরেজ পেসার অনেক বেশি করে ঋষভ পন্থ ম্যাজিক নিয়ে মুখ খুলেছেন। হেডিংলে টেস্টের দুই ইনিংসেই শতরান করেছিলেন ঋষভ। ভারত টেস্ট জিততে না পারলেও ঋষভের প্রভাব যে ইংল্যান্ড দলের অন্দরে টেনশন তৈরি করেছে, স্বীকার করে নিয়েছেন ওকস। ইংল্যান্ডের জোরে বোলারের কথায়, 'ঋষভ যখনই ব্যাট হাতে বাইশ গজে থাকে, তখন খেলাটা আচমকা অন্যরকম হয়ে যায়। হেডিংলেতে ওর জোড়া শতরান আমাদের চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল।' হেডিংলে টেস্ট এখন অতীত। বুধবার থেকে এজবাস্টনে শুরু হচ্ছে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট। সেই টেস্টের আগে ঋষভকে নিয়ে রীতিমতো পরিকল্পনা চলছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকসের কথায়, 'হেডিংলের মাঠে হয়নি। আমরা চাইব, এজবাস্টনে দ্রুত ঋষভকে প্যাভিলিয়নে ফেরাতে। বোলিং ইউনিট হিসেবে নিজেদের মধ্যে ঋষভ ও ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছি আমরা।'

শুধু ঋষভ নয়, টিম ইন্ডিয়ার টপ অর্ডার ব্যাটারদের ছন্দ নিয়েও দুশ্চিন্তা রয়েছে ইংল্যান্ড শিবিরে। ওকস নিজেই সেকথা জানিয়েছেন। বলেছেন, 'ভারতীয় ব্যাটারদের সকলেই ভালো ছন্দে রয়েছে। তাই এজবাস্টন টেস্টে আমাদের আরও তৈরি হয়ে নামতে হবে।' এদিকে, হেডিংলে টেস্টের মতোই এজবাস্টনের বাইশ গজেও ভালোরকম ঘাস রয়েছে। বুধবার খেলা শুরুর আগে ঘাস কতটা কমবে, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে মনে করা হচ্ছে, এজবাস্টনের পিচ থেকে টেস্টের প্রথম দুই-তিনদিন নিশ্চিতভাবেই জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন।

দ্বিতীয় টেস্টের জন্য শক্তি বাড়িয়ে নিচ্ছেন বেন স্টোকস।

স্পিন অস্ত্রে শান কুলদীপ যাদবের (বাঁয়ে)। অনুশীলনের ফাঁকে মর্নি মরকেলের সঙ্গে কুস্তিতে মেতে অর্শদীপ সিং।

অর্শদীপ-কুলদীপকে খেলানোর পরামর্শ গ্রেগের

মেলবোর্ন, ৩০ জুন : ক্যাচ মিসে ম্যাচ মিস।

হেডিংলে টেস্ট যার হাতেগরম উদাহরণ। একঝাঁক ক্যাচ ফেলে সুবিধাজনক পরিস্থিতি হাতছাড়া। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে শুধু ফেরাই নয়, ভারত-বধ সেরেছে ইংল্যান্ড। গ্রেগ চ্যাপেলও মনে করেন, ক্যাচ মিসের খেসারত

'বৈচিত্র্যহীন বোলিংই মূল সমস্যা'

চুকোতে হয়েছে হেডিংলেতে। তবে ভারতীয় দলের প্রাক্তন হেডকোচের মতে, টিম ইন্ডিয়ার মূল সমস্যা বোলিংয়ে বৈচিত্র্যের অভাব।

গ্রেগের মতে, জসপ্রীত বুমরাহকে বাদ দিলে বাকি পেসাররা প্রায় একইরকম। ডানহাতি, মিডিয়াম পেস। ক্রিজের কোণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তফাত নেই বাকিদের মধ্যে। সব মিলিয়ে শুভমান গিলের হাতে সেই অর্থে বৈচিত্র্যময় বোলিং ব্রিগেড নেই। সমস্যা মেটাতে অবিলম্বে বাঁহাতি অর্শদীপ সিং, রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে প্রথম এগারোয় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, পরামর্শ গুরু গ্রেগের।

কিংবদন্তি অস্ট্রেলীয়র মতে, শেন ওয়ার্ন পরবর্তী জমানায় কুলদীপ সম্ভবত সেরা রিস্ট স্পিনার। যুক্তি, ইংলিশ কন্ডিশনে স্পিন বিভাগে রবীন্দ্র জাদেজা সেভাবে কার্যকর নয়। ব্যাটিং ঠিক আছে। তবে সাপোর্ট স্পিনার হিসেবে কাজ চালিয়ে দেবে। কিন্তু সিরিজের ভাগ্য বদলাতে হলে দলে আরও বেশি করে ভারসাম্য আনতে হবে। কুলদীপের মতো একজনকে দরকার ভারতের।

২ জুলাই বার্মিংহামে শুরু দ্বিতীয় টেস্টে দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরের নাম ঘোরাফেরা করছে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় দলের সহকারী কোচ রায়ান টেন দুশখাতে সেইরকম ইঙ্গিত ভাসিয়ে দিয়েছেন। যদিও গ্রেগের যুক্তি, ব্যাটিংয়ে গভীরতা বাড়ানোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বোলিংকে কমজোরি করা যুক্তিযুক্ত নয়। গৌতম গম্ভীরদের মাথায় রাখতে হবে টেস্ট জিততে হলে ২০ উইকেট দরকার। বোলিংকে তাই অগ্রাধিকার না দিলে ভুল করবে ভারত।

ক্যাচ মিসের রোগ সারানোর টোটকাও দিয়ে রাখলেন গ্রেগ। জানান, স্লিপ ফিল্ডিং স্পেশাল দায়িত্ব। সারাক্ষণ মনঃসংযোগ রাখা জরুরি। হালকাভাবে নিলে ভুল হবে। ইতিবাচক মানসিকতা, ক্যাচ ধরার সময় শরীরের অবস্থান, ফুটওয়ার্কও গুরুত্বপূর্ণ। যশস্বী জয়সওয়াল মোটেই খারাপ ফিল্ডার নয়। আসলে প্রথম ক্যাচ মিস করার পর যে চাপটা তৈরি হয়েছিল, তা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা গোবিন্দ রায় - কে 12.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53A 32633 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জীবনের সবচেয়ে অসাধারণ ঘটনা। এটি এক কোটি টাকার একটি বড় জয়। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এখন আমার আর্থিক অবস্থা ঠিক আছে, আমার পরিবার আরও ভালো জীবনযাপন করবে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ এখন পুরোপুরিভাবে সুরক্ষিত।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপনের তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

রোড রেসে দ্বিতীয় ঝিলিক

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : কারগিল যুদ্ধে শহিদ অসমের ক্যাপ্টেন ঝিন্টু গগৈয়ের স্মরণে সোমবার ৫ কিলোমিটার রোড রেসের আয়োজন হয়েছিল অসমের গোলাঘাট জেলায়। সেখানে আলিপুরদুয়ারের অ্যাথলিট ঝিলিক বর্মন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

প্রবীরের ৪ গোল

তুফানগঞ্জ, ৩০ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে সোমবার বলরামপুর একাদশ ৮-০ গোলে হারিয়েছে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাবকে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক সহ ৪ গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন প্রবীর দে। জোড়া গোল করেন হিতুন নারায়ণও। তাদের বাকি গোলস্কোরার নবীন মণ্ডল ও শাহজাদ মিয়াঁ।

উত্তরের খেলা

মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে যুবশ্রী সংঘ রসিকবিল ও মর্নিং স্ট্রাইকার এফসি।

রাহুলের জোড়া গোল

আলিপুরদুয়ার, ৩০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবার মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৪-৩ গোলে হারিয়েছে যুব সংঘকে। সূর্যনগর মাঠে মর্নিংয়ের রাহুল ওরাওঁ জোড়া গোল করেন। তাদের বাকি স্কোরার সন্দীপ ওরাওঁ এবং বাপ্পা ওরাওঁ। জোড়া গোল করেন যুবর কিরণ মিনজ ওরাওঁ। তাদের অন্য গোলটি এসেছে রিতেশ বাসফোরের থেকে।

বড় জয় অগ্রদূতের

ম্যাচের সেরা পাপাই মহন্ত। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

জামালদহ, ৩০ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে সোমবার শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ৯-২ গোলে অশোকবাড়ির সংগ্রামী সংঘকে হারিয়েছে। অগ্রদূতের পাপাই মহন্ত ৬টি গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছেন। জোড়া গোল করেন তনয় সূত্রধর। তাদের অন্য গোলটি হৃদয় হোসেনের। অশোকবাড়ির সৌরভ বর্মন জোড়া গোল করেন। মঙ্গলবার মুখোমুখি হবে জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন জুনিয়ার ও উচলপুকুরি জনকল্যাণ সত্যেন্দ্রনাথ ক্লাব ও পাঠাগার।

সুপার ডিভিশনে স্থগিত ম্যাচ

বালুরঘাট, ৩০ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুবলচন্দ্র বিশ্বাস ও বিমলা সুন্দরী বিশ্বাস ট্রফি সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে সোমবারের খেলা স্থগিত করা হয়েছে। এদিন আদিবাসী সম্প্রয়াদায়ের হুল দিবস উদযাপনের জন্য বালুরঘাট স্টেডিয়ামে কুড়াহা ও গঙ্গারামপুর ফুটবল দলের মধ্যে খেলা স্থগিত করা হয়। সংস্থার ফুটবল সচিব কৃষ্ণ দত্ত জানিয়েছেন, আগামীতে এই খেলার সূচি দেওয়া হবে।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রেড বুলস ইলেভেন দল। ছবি : জয়ন্ত সরকার

চ্যাম্পিয়ন রেড বুলস

গঙ্গারামপুর, ৩০ জুন : হুল দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত কালদিঘি রামচন্দ্রপুর আদিবাসী সিধু কানু ক্লাবের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল রাজীবপুরের রেড বুলস ইলেভেন। সোমবার গঙ্গারামপুরের সিধু কানু ময়দানে ফাইনালে তারা ১-০ গোলে হারিয়েছে বাগিচাপুর হরিরামপুরকে। একমাত্র গোল করে ফাইনালের সেরা হয়েছেন রেড বুলসের সুজয় হেমরম। প্রতিযোগিতার সেরা ফুটবলার বাগিচাপুরের রোহিত মুর্মু। চ্যাম্পিয়ন দল ট্রফি সহ ৪৫০০ টাকা পুরস্কার ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে ৩৫০০ টাকা পুরস্কার পেয়েছে।